Contents

পঞ্চম বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	... ২২৯
২। পাক-ভারতে ইছলামী বিপ্লবের প্রথম পতাকাবাহক আল্লামা ইছমাঈল শহীদ	মূল : প্রফেসর আবদুল কাইয়ুম, এম, এ ও „ মওঃ সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, এম এ। অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি	... ২৪১
৩। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ : বিভিন্ন কমিটীর যরূরী যুক্তসভা ...	সেক্রেটারী	... ২৪৫
৪। সমর্পণ (কবিতা) ...	আতাউল হক	... ২৫৪
৫। রছুলুল্লাহর (দঃ) দৈহিক সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুর্য ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি ...	... ২৫৫
৬। জিজ্ঞাসা ও উত্তর : ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	
(৫০) নযরুল ইছলামের একটি কবিতাংশ	... ...	... ২৬৫
(৫১) মা'রেফত ও শরীঅত ...	... ...	... ২৬৬
(৫২) ভ হকে ডাকার পদ্ধতি ...	... ...	... ২৬৬
৭। বিশ্ব পরিক্রমা ...	সহকারী সম্পাদক	... ২৬৬
৮। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়) ...	সম্পাদক	... ২৬৯
৯। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ...	সেক্রেটারী	... ২৭৩

খুলনা যিলার প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের বৃদ্ধ বয়সের দুইটি অবদান ঃ

১। ছালাতে মোস্তফা বা আদর্শ নামায শিক্ষা।

ছহীহ্ হাদীছ মোতাবেক কলেমা, অযূ, গোছল এবং যাবতীয় নামাযের বিশদ বর্ণনা ও প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ সম্বলিত প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠার পুস্তক। মূল্য—১।০ মাত্র।

২। নিয়ত ও দরূদ সমস্যা বা বিতর্ক ও বিচার।

এই পুস্তিকায় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের সাহায্যে হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রমাণপঞ্জী উদ্ধৃতিপূর্বক প্রচলিত নিয়মে নিয়ত ও দরূদ পাঠের অসারতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মূল্য—।৵০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

ইমাম শাফেয়ীর বিতর্ক ও বিচার

(ক) একদা ইমাম শাফেয়ী তদীয় উছ তায ভ্রাতা ও উছতায ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের সহিত কূপের পানির মছ্‌আলা লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ফখ্‌রুদ্দীন রাযী তাঁহার মনাকীবশ্ শাফেয়ী গ্রন্থে এই বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম রাযীর প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ এইযে, ইমাম—শাফেয়ী ইমাম মোহাম্মদকে বলিয়াছিলেন যে, কোন কূপে ইঁদুর মরিলে আপনারা বলিয়া থাকেন যে, কূপ হইতে কুড়ি বালতি পানি তুলিয়া ফেলিয়া দিলে উক্ত কূপ পবিত্র হইবে। কোন বস্তুর সমস্তটাই যদি অপবিত্র হয় তাহাহইলে উহার কতকাংশ ফেলিয়া দিলেই যে অবশিষ্টাংশ বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, একথা যুক্তিযুক্ত কিয়াছের প্রতিকূল। ইহার উত্তরে যদি আপনারা বলেন যে, আমরা কিয়াছের প্রতিকূল হাদীছকে অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি। তাহাহইলে আমি বলিব যে, আপনার এই উক্তি আরও আশ্চর্যজনক। কারণ যে হাদীছটিকে হাদীছ-তত্ত্ব বিশারদগণ সমবেত ভাবে যঈফ বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, আপনারা উহাকে অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত কিয়াছকে বর্জন করিলেন, ‿ গৃহপালিত পশুর স্তন্য সম্পর্কিত মছ্‌আলায় আপনারা সর্বসম্মত বিশুদ্ধ হাদীছ অগ্রাহ্য করিয়া একটি দুর্বল কিয়াছের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাপেক্ষা আরও চমৎকার ব্যাপার এইযে, কোন ব্যক্তি ওযুর উদ্দেশ্যে কূপের ভিতর হস্তকে প্রবিষ্ট করিলে আপনারা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত কূপের সমস্ত পানি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক বিন্দুপানি নিষ্কাশিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কূপ কিছুতেই পবিত্র হইবেনা। পক্ষান্তরে উহাতে মরা অথবা নাপাক বস্তু পতিত হইলে বিশ, ত্রিশ বালতি পানি টানিয়া ফেলিয়া দিলেই উক্ত কূপ আপনাদের কাছে পবিত্র হইয়া যায়। আস্ত মরা আর প্রত্যক্ষ অপবিত্র বস্তু অপেক্ষা মানুষের হাত কেমন করিয়া অধিকতর নাপাক হইতে পারে আমরা একথা বুঝিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অক্ষম।

(খ) ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছান বলিতেন যে, কোরআনে যেসকল দোআর বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য কোন দোআ নমাযের ভিতর পাঠ করা জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী একদা তাঁহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে,— আপনার এরূপ উক্তির তাৎপর্য কি? আমরা দেখিতে পাই যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ কল্যাণ কামনা এবং জাগতিক ও পারত্রিক অকল্যাণ হইতে রক্ষা প্রাপ্তির যাজ্ঞা স্বয়ং কোরআনেই উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (দঃ) তদীয় বংশধরগণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ, আমার বংশধরদিগকে সর্ব— وارزقهم من كل الثمرات — প্রকার খাদ্য শস্য ও মেওয়া দান করিও। হযরত মুছা (আঃ) ফিরআওন ও তাহার দল বলের জন্য বদ্‌ দোআ করিয়াছিলেন। ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم — হযরত যাকারিয়া (আঃ) পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। هب لي من لدنك وليا হযরত ছুলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে চাহিয়াছিলেন। هب لي ملكا হযরত নূহ (আঃ) ধন-সম্পদ-পুত্র এবং স্রোতস্বিনী প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি স্বীয় জাতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا — অতএব যদি কোন ব্যক্তি নমাযের ভিতর এই বলিয়া প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে ছওয়ারীর জন্য অশ্ব, খাদ্যের জন্য মেওয়া, সাহচর্যের জন্য বিশুদ্ধা নারী দান কর, তাহাহইলে এ সমুদয় বস্তুর কথাই কোরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরআনে উল্লিখিত দোআ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জন্য নমাযের ভিতর প্রার্থনা করা অবৈধ, আপনার এরূপ উক্তির কোন অর্থই থাকিতে পারে না।

ফখ্‌রুদ্দীন রাযী লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নমাযের ভিতর বিভিন্ন গোত্রের প্রতি বদ্‌-দোআ করিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখও বদ্‌-দোআর ভিতর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর মযহব অনুসারে নমাযের ভিতর আল্লাহর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা অবৈধ হইবেনা। শুধু পরস্পরের মধ্যে কথা বার্তা এবং পরস্পরের নিকট যাজ্ঞা ও প্রার্থনাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমি বলিতে চাই যে, স্বয়ং— রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা ছিজ্‌দার মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতে সচেষ্ট হইও, কারণ ছিজ্‌দাকালীন দোআ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও রুকুর পর এবং দুই ছিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময়ে দোআ করিয়াছেন এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়তের পর ছাহাবাগণকে নমাযের ভিতর দোআ করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

(গ) একদা ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের সহিত ইমাম শাফেয়ীর নিম্নরূপ কথোপকথন হইল:

মোহাম্মদ বিনুল হাছান: আমি জানিতে পারিয়াছি আপনি নাকি যবর দখলের (গছব) মছ্‌আলায় আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকেন?

শাফেয়ী: এ-কথা সত্য।

মোহাম্মদ: এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত বিতর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই।

শাফেয়ী: আমার কোন আপত্তি নাই।

মোহাম্মদ: আচ্ছা বলুন দেখি, কোন ব্যক্তি কাহারও কড়িকাঠ যবরদস্তি দখল করিয়া নিজের ঘরের ছাদে সংযুক্ত করিল এবং এই নির্মাণ কার্যে তাহার সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইল। ইতিমধ্যে কড়িকাঠের অধিকারী আসিয়া সাক্ষ্য দ্বারা নিজের অধিকার প্রমাণিত করিল। এরূপ অবস্থায় আপনার অভিমত কি?

শাফেয়ী: কড়িকাঠের মালিক যদি মূল্য লইয়া নিরস্ত হয় তাহা হইলে ভাল, অন্যথায় তাহার কড়িকাঠ যবর দখলকারীর ছাদ হইতে উপড়াইয়া লইয়া মালিককে সমর্পণ করা হইবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদ : আচ্ছা আর একটি কথা! জনৈক ব্যক্তি একখণ্ড কাষ্ঠ ফলক যবর-দখল করিয়া স্বীয় নৌকায় সংযোজিত করিল নৌকাখানা নদীর মধ্য-ভাগে পৌঁছিলে তক্তার মালিক আসিয়া পড়িল আর সাক্ষ প্রমাণদ্বারা নিজের অধিকার প্রমাণিত করিল। তখন কি আপনি সেই মাঝ দরিয়ায় তক্তাখানা উৎ-পাটিত করিয়া মালিককে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা দিবেন?

শাফেয়ী : না।

শাফেয়ীর এই জওয়াবে ইমাম মোহাম্মদ এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং— আনন্দের আতিশয্যে তকবীর ধ্বনি করিতে লাগি-লেন এবং বলিলেন, শাফেয়ীর পরাজয় হইয়াছে! তিনি তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তে স্থির থাকিতে পারেন— নাই।

পুনশ্চ ইমাম মোহাম্মদ বলিলেন, আচ্ছা আর এক কথা, জনৈক ব্যক্তি রেশমের কিছুটা সুতা যবর দস্তি দখল করিয়া লইল। ইতিমধ্যে তাহার পেট— ফাটিয়া যাওয়ায় উক্ত সুতার সাহায্যে তাহার পেট সিলাই করিয়া দেওয়া হইল। এ সম্পর্কে আপনার ব্যবস্থা কি?

শাফেয়ী : কিছুতেই উহার পেট বিদীর্ণ করা চলিবে না।

শাফেয়ীর উত্তর শুনিয়া মোহাম্মদ বিমুল হাছান এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ পুনশ্চ আনন্দে উৎ-ফুল্ল হইয়া তকবীর ধ্বনি করিলেন এবং বলিলেন, আপনার প্রথম উক্তির ভ্রান্তি আপনারই মুখে প্রতি-পন্ন হইল।

শাফেয়ী : থামুন, থামুন, অত ব্যস্ত হইবেননা। আমারও কিছু আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য রহিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিবেন কি যে, উক্ত ব্যক্তি যে সুতায় নিজের পেট সিলাই করিয়া-ছিল যদি সেই সুতা তাহার নিজস্ব হইত তাহা-হইলে তাহার পেট বিদীর্ণ করিয়া সেই সুতা পৃথক করা হালাল হইত না হারাম?

মোহাম্মদ : হারাম!

শাফেয়ী : আর তক্তাখানা যাহা সে নৌকায় সংযুক্ত করিয়াছিল, যদি তাহার নিজের হইত, তাহা-হইলে মাঝ দরিয়ায় উহা উৎপাটিত করা হালাল হইত না হারাম?

মোহাম্মদ : হারাম!

শাফেয়ী : এখন বলুন দেখি, বাড়ীর মালিক যদি নিজের বাড়ী ভাংগিয়া ফেলিতে চায় তাহা-হইলে তাহার এই কার্য দুরস্ত হইবে, না হারাম?

মোহাম্মদ : অবশ্যই দুরস্ত হইবে।

শাফেয়ী : আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! আপনি দুরস্ত কার্যকে হারাম কার্যের সহিত তুলনা করিতেছেন কেমন করিয়া?

মোহাম্মদ : আচ্ছা বুঝিলাম। কিন্তু নৌকা— সম্বন্ধে আপনি কি করিতে বলেন?

শাফেয়ী : প্রথমতঃ নৌকাটিকে মাঝ দরিয়া হইতে উপকূলে আনিতে হইবে। অতঃপর যবর দখলের— তক্তাখানি নৌকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার মালিকের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

মোহাম্মদ : কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত— لا ضرر ولا ضرار করা চলিবে না।

শাফেয়ী : ক্ষতিগ্রস্ত তাহাকে কেহই করে নাই, সে নিজের ক্ষতি নিজেই করিয়াছে।

শাফেয়ী : এইবারে আমিও আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আচ্ছা বলুন দেখি, বহু গুণ-সম্পন্ন জনৈক ব্যক্তি যদি কোন দুষ্ট নিগ্রোর দাসীকে যবর দখল করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার সহিত গৃহ-বাস করার ফলে উক্ত দাসীর গর্ভে দশজন চারুদর্শন এবং গুণবান সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আর বহু যুগ পর উক্ত নিগ্রো নিজেকে উক্ত দাসীর অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার গর্ভস্থ সন্তান-গুলি সম্বন্ধে আপনি কি মীমাংসা করিবেন?

মোহাম্মদ : ঐ দুষ্ট নিগ্রোটাই ছেলেগুলির মালিক হইবে।

শাফেয়ী : আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, উক্ত সন্তান, সুদর্শন এবং গুণ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বান ছেলেগুলিকে দাসে পরিণত করায় বেশী ক্ষতির কারণ হইবে, না নৌকার তক্তাখানা উপড়াইয়া ফেলায় অধিকতর ক্ষতি সাধিত হইবে?

ইমাম শাফেয়ীর কথায় ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছান মৌনাবলম্বন করিলেন।

আর একদিন মোহাম্মদ বিনুল হাছান ও শাফেয়ীর মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হইল।

(ঘ) মোহাম্মদ: আচ্ছা বলুন দেখি আমাদের—উছ্তায (ইমাম আবু হানীফা) অধিকতর বিদ্যাবান ছিলেন, না আপনার উছ্তায (ইমাম মালিক)?

শাফেয়ী: আপনি এবিষয়ে ন্যায়পরায়ণতার—সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন কি?

মোহাম্মদ: হাঁ অবশ্যই।

শাফেয়ী: তাহাহইলে আমি আপনাকে—আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমার উছ্তায কোরআনের বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন, না আপনার উছ্তায?

মোহাম্মদ: আল্লাহর কছম। কোরআনের বিদ্যায় আপনার উছ্তাযই অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।

শাফেয়ী: ভালকথা। আর আল্লাহর রছুলের (দঃ) হাদীছ শাস্ত্রে আমার উছ্তায অধিকতর সুদক্ষ ছিলেন, না আপনার উছ্তায?

মোহাম্মদ: আল্লাহর শপথ! আপনার উছ্তাযই রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছে অধিকতর দক্ষতা রাখিতেন।

শাফেয়ী: আর ছাহাবাদের সিদ্ধান্ত সমূহে কে অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন?

মোহাম্মদ: আল্লাহর শপথ! ছাহাবাদের উক্তি সম্পর্কেও আপনার উছতায অধিকতর অভিজ্ঞ—ছিলেন।

শাফেয়ী: তাহাহইলে কিয়াছ ছাড়া আর কি অবশিষ্ট রহিল? আর কিয়াছের ভিত্তিও তো কোরআন, হাদীছ এবং ছাহাবাদের সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

মোহাম্মদ বিনুল হাছান শাফেয়ীর কথা শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন। ইবনে খল্লাকান, (১) ৪৩৯ পৃঃ।

আরও কয়েকটি বিতর্ক ও বিচার।

(ঙ) ইমাম শাফেয়ী একদা ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে বলিলেন, কোন ব্যক্তি যদি একটি নমাযও পরিত্যাগ করে, আপনারা নাকি তাহাকে কাফের বলিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ: জী হাঁ।

শাফেয়ী: আচ্ছা সেই কাফের যদি পুনরায়—মুছলমান হইতে চায় তাহাহইলে তাহাকে কি করিতে হইবে?

আহমদ: তাহাকে নমায পড়িতে হইবে।

শাফেয়ী: তাহাহইলে কি আপনাদের কাছে কাফেরের নমাযও গ্রাহ্য? নমায সঠিক হওয়ার জন্য আপনারা কি ইছলামের শর্ত স্বীকার করেননা?

ইমাম শাফেয়ীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার যশস্বী ও বরেণ্য ছাত্র ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

(চ) হানাফী মযহবের কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি—সমবেত হইয়া একদা ইমাম শাফেয়ীর সহিত পিতৃহীনের ধনে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীন বালক বালিকার ধনেও—যাকাতের আদেশ বর্তাইবে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে সংকলিত হইল।

হানাফী বিদ্বানগণ: আল্লাহ বলিয়াছেন, নমায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত اقيموا الصلوة واتوا الزكوة দাও। এই আয়তে নমায এবং যাকাত তুল্য পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীন বালক, বালিকার জন্য যেরূপ নমায ফরয নয় সেইরূপ তাহাদের ধনে যাকাতও ফরয হইতে পারেনা। অধিকন্তু মদ্য পান ও ব্যভিচারের অপরাধের জন্যও ইছলামী দণ্ডবিধির বিধান তাহাদের উপর প্রযোজ্য নয়। এমন কি কুফ্রের মধ্যে লিপ্ত হইলেও মুর্তাদের দণ্ড তাহার উপর প্রযুক্ত হয় না। আরও রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়া-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন যে, তিন প্রকার মানুষ আইনের আওতার—বাহিরে, যথা, শিশু, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি।

শাফেয়ী: আপনারা যে অভিযোগ আমার উপর আরোপ করিতেছেন আপনারা স্বয়ং সেই অভিযোগ অভিযুক্ত। কারণ আপনারা অপরিণত বয়স্ক পিতৃহীনের জমির উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের ধন ছাদাকাতুল ফিত্র ওয়াজিব বলিয়া থাকেন। সুতরাং কেমন করিয়া আপনারা শরীঅতের কতক নির্দেশ ইয়াতীমের উপর বলবৎ রাখিয়া আবার কতক নির্দেশ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত রাখিতে পারেন? অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত স্ত্রীর জন্য চারি মাস দশ দিনের ইদ্দত নির্ধারিত করিয়াছেন, আর—আপনারা বালিকা এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও এই আদেশের অনুসরণ ব্যাপারে বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর মত ধরিয়া লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দৈহিক এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও আপনাদের কাছে বালকরা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরই পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে। এই ভাবে আপনারা অপরিণত বয়স্ক শিশুদিগকে শরীঅতের কতক অনুশাসনের বাধ্য এবং কতক অনুশাসন হইতে মুক্ত বিবেচনা করেন কেমন করিয়া? নমায ও যাকাতকে একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া আপনারা শিশুর প্রতি নমাযের মত যাকাতের আদেশও প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আপনাদের সেই সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যে ব্যক্তি নিঃস্ব তাহার উপর যাকাতের আদেশ প্রযোজ্য হয়না বলিয়া নমাযের আদেশও কি প্রযোজ্য হইবেনা? একজন ধনী ব্যক্তি প্রবাসে তাহার নমায সংক্ষেপ (কছর) করার অধিকারী হয় বলিয়া তাহার যাকাতের পরিমাণও কি কমিয়া—যাইবে? বৎসরকাল ধরিয়া কোন ব্যক্তি উন্মাদ বা বেহুশ হইয়া থাকিলে তাহার জন্য নমাযের আদেশ বলবৎ থাকেনা বলিয়া যাকাতের আদেশও কি রহিত হইয়া যাইবে? মকাতিব দাস দাসী অর্থাৎ যাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার বিনিময়ে মুক্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের ধনে যাকাত ওয়াজিব নাই বলিয়া তাহাদের জন্য নমাযের হুকুমও কি রহিত হইয়াছে?

প্রতিপক্ষ দল: আপনার বিচার পদ্ধতির চমৎকারিত্বে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছঈদ বিনে জুবায়র এবং ইব্‌রাহীম নখ্‌ঈ প্রমুখ প্রথিতযশা তাবেয়ী বিদ্বানগণও পিতৃহীন শিশুর ধনে যাকাত ওয়াজিব নাই বলিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শাফেয়ী: তাবেয়ী বিদ্বানগণ সম্বন্ধে হযরত—ইমাম আবু হানীফা কি একথা বলিয়া যান নাই যে, তাঁহারাও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ? আমরা শুধু আমাদের বিচার বুদ্ধি লইয়াই তাঁহাদের মতের অনুধাবন করিতে পারি। অথচ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অনুসরণে কতিপয় তাবেয়ী বিদ্বানের অভিমত মান্য না করার জন্য আপনারা আমার দোষ ধরিতেছেন কেমন করিয়া?

প্রতিপক্ষ দল: হযরত আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌ঊদের মত মহাবিদ্বান ছাহাবীও তো এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

শাফেয়ী: ইবনে মছ্‌ঊদের অনুসরণ অপেক্ষা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অনুসরণ করাই উত্তম। এতদ্ব্যতীত ইবনে মছ্‌ঊদের প্রমুখাৎ শুধু এইটুকুই বর্ণিত হইয়াছে যে, পিতৃহীন শিশুর অভিভাবক—তাহার ধন হইতে যাকাত প্রদান করিবেনা। একথার তাৎপর্য এই যে, শিশু স্বয়ং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার ধনের যাকাত পরিশোধ করিবে। পক্ষান্তরে ইবনে-মছ্‌ঊদের রেওয়ায়ত প্রমাণিত নয়। উহার জনৈক বর্ণনাদাতা অবিশ্বস্ত ব্যক্তি। সর্বশেষ কথা এই যে, আপনাদের মযহব অনুসারে কোন ছাহাবীর উক্তি কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে যে স্থলে অন্য কোন ছাহাবীর বিরোধ বিদ্যমান রহিবে না, আর বিভিন্ন ছাহাবার ভিতর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইলে অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন ছাহাবীর মীমাংসা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। অপরিণত বয়স্ক শিশুর ধনে যাকাত ওয়াজিব হইবার পক্ষে—হযরত আলী, হযরত উমর, আবদুল্লাহ বিনে উমর, জননী আয়েশা প্রভৃতির সিদ্ধান্ত এমন কি স্বয়ং

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছও মওযুদ রহিয়াছে।

বিতর্ক ও বিচারের জন্য বিদ্যাবত্তা ব্যতীত যে গভীর ধীশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ইমাম শাফেয়ী শৈশবকাল হইতেই তাহার অধিকারী—ছিলেন। ইমাম ইবনে জরীর তবরী লিখিয়াছেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিকের দর্ছের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। তখনও ইমামের বয়স চতুর্দশ বৎসর অতিক্রম করেনাই। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালিকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, ওগো আবদুল্লাহর পিতা, আমি বড়ই বিপন্ন হইয়াছি। আমি তোতা পাখী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করি। আজ আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট একটি তোতা বিক্রয় করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পর ক্রেতা আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার তোতা কথা বলেনা। এই বিষয়ে তাহার সহিত আমার বচসা হইল। আমি যোর গলায় তাহাকে বলিলাম, আমার তোতা কখনও নির্বাক থাকেনা। যদি নির্বাক হয় তাহাহইলে আমার স্ত্রীর উপর তালাক! এখন জনাব, আপনি বলুন আমার কি উপায় হইবে? ইমাম মালিক সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উত্তর দিলেন যে, তোমার স্ত্রীর উপর তালাক সংঘটিত হইয়াছে।

লোকটি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া দুঃখিত চিত্তে—বিলাপ করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া গেল, আর বালক শাফেয়ীও চুপি চুপি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া উহার অনুসরণ করিলেন। কিছু দূরে গিয়া বালক শাফেয়ী তোতা ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার তোতাটি অধিকাংশ সময় সবাক থাকে, না নির্বাক? সে বলিল, বেশীর ভাগ সময় আমার তোতা কথা বলিয়া থাকে কিন্তু কখন কখন চুপও হইয়া যায়। বালক শাফেয়ী বলিলেন, যাও তোমার স্ত্রীর উপর তালাক সংঘটিত হয় নাই! এই কথা বলিয়া শাফেয়ী ক্লাসে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। ওদিকে জিজ্ঞাসাকারীও সংগে সংগে ইমাম মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হযরত, আমার বিষয়টা আরেকবার দয়া করিয়া বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখুন। ইমাম ছাহেব পুনশ্চ কিছুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার পর বলিলেন যে, আমি যাহা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি তোমার—জিজ্ঞাসার তাহাই সঠিক জওয়াব। লোকটি বলিল, আপনারই ছাত্রমণ্ডলীর একজন আমাকে ফত্ওয়া দিয়াছেন যে, তালাক সংঘটিত হয়নাই।

ইমাম মালিক: সে ছাত্রটি কে?

জিজ্ঞাসাকারী শাফেয়ীর দিকে ইংগিত করিয়া বলিল, ঐ বালক ছাত্রটি এইরূপ ফত্ওয়া দিয়াছেন।

ইমাম মালিক অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া শাফেয়ীকে বলিলেন, তুমি এই অবৈধ ফত্ওয়া কেমন করিয়া প্রদান করিলে?

শাফেয়ী: আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার তোতাটি বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকে, না কথা বলে? সে বলিয়াছিল, তাহার তোতাটি অধিকাংশ সময় সবাক থাকে। এই জন্যই আমি উক্ত ফতওয়া প্রদান করিয়াছি।

শাফেয়ীর কথা শুনিয়া ইমাম মালিক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সরোষে শাফেয়ীকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সবাক বা নির্বাক থাকার সময়ের স্বল্পতা এবং অধিক্যের সহিত এই তালাকের কি সম্পর্ক?

শাফেয়ী: আপনি স্বয়ং উবায়দুল্লাহ বিনে যিয়াদের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) এই হাদীছ আমাকে শুনাইয়াছেন যে, ফাতিমা বিন্তে কয়েছ রছুলুল্লাহর (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, হে আল্লাহর রছুল (দঃ) আবু জাহাম এবং মুআবিয়া উভয়েই আমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছেন। আমি তাঁহাদের দুইজনার মধ্যে কাহার সহিত বিবাহিত হইব? হুযুর (দঃ) বলিলেন, "মুআবিয়া—দরিদ্র ব্যক্তি আর আবু জাহাম কোন সময়ই তাহার কাঁধ হইতে লাঠি নামায় না।" শাফেয়ী বলিলেন, অথচ রছুলুল্লাহ (দঃ) নিশ্চয় ইহা অবগত ছিলেন যে, আবু জাহাম পানাহার করিয়া থাকেন এবং—নিদ্রাও যান। এই হাদীছটির সাহায্যে আমি বুঝিলাম যে, "আবু জাহাম কোন সময় তাঁহার কাঁধ হইতে লাঠি নামান না" এই কথার দ্বারা রছুলুল্লাহ (দঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অধিকাংশ সময় আবু জাহাম লাঠি কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া থাকে। তাঁহার অধিকাংশ কালীন আচরণকে রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্বকালীন আচরণ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই হাদীছ অনুসারে তোতা বিক্রেতার এই উক্তি যে, আমার পাখী কখনও চুপ থাকে না, আমি এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছি যে, কখনও চুপ না থাকার অর্থ—অধিকাংশ সময় চুপ না থাকা।

ইমাম মালিক তদীয় ছাত্র শাফেয়ীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং ছাত্রের প্রদত্ত ফত্ওয়াকেই বলবৎ রাখিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়

মুল্লা আলী কারী হানাফী মিরকাৎ নামক মিশ্কাতের ভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন শাস্ত্রে একশত তেরখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইবনে খুল্লাক বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী ইছলামের মূলনীতি (অছুলে দ্বীন) সম্পর্কে চৌদ্দ খণ্ড আর ব্যবহারিক ফিক্হে শতাধিক খণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর যেসকল গ্রন্থ তাঁহার ভুবন বিখ্যাত কিতাবুল উম্ নামক পুস্তক সমভিব্যাহারে মিছরের বুলাকে মুদ্রিত হইয়াছে এবং যেগুলির নাম হাফিয ইবনেহজর আছকালানী ইমামের জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য :

আহ্কামুল কোরআন, মুছনদে ইমাম শাফেয়ী, ইখ্তিলাফুল হাদীছ, জুম্মাউল ইল্ম, ইব্তালুল ইছতিহ্ছান, কিতাব ছিয়ারুল আওযায়ী, কিতাব আররাদ্দো আ'লা মোহাম্মদ বিনিল হাছান, কিতাব—ইখ্তিলাফ আবু হানীফা ওয়া ইবনো আবি লাইলা, কিতাব ইখ্তিলাফ মালিক ওয়াশ্ শাফেয়ী, কিতাব ইখ্তিলাফ আলী ওয়া ইবনে মছ্উদ, কিতাব ছিয়ারুলওয়াকেদী, কিতাবুল উম্, কিতাবুল কোরআ,—কিতাবুর্ রিছালা, রিছালা কাদীমা, রিছালা জাদীদা, কিত বুছ্ছুনন ও কিতাবুল মাবছুত।

আল্উম্

সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর শাহ্কার (Master Piece) হইতেছে তাঁহার কিতাবুল উম্। এই গ্রন্থখানা রচনা করার জন্য তিনি চারি বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যাবত্তা ও কুশাগ্র প্রজ্ঞার বহুল পরিচয় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বহু বিদ্যান ব্যক্তি এই অমূল্য গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া ইজতিহাদের—আসনে সমারূঢ় হইয়াছেন। তিন হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ছিয়ারুল আওযায়ী

ইমাম আবদুর রহমান বিনে আম্র আল—আওযায়ী ৮৮ হিযরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) সাত বৎসর পর পরলোকপ্রাপ্ত হন। ছিরিয়া ও স্পেনে তাঁহারই ফিক্হ প্রচলিত ছিল। তিনি সত্তর হাজার জিজ্ঞাসার উত্তর একক ভাবে—প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র মযহবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ইমামেআযম আবুহানীফার অনেকগুলি সিদ্ধান্তের খণ্ডন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইমামেআযমের প্রিয় ছাত্র ইমাম—মোহাম্মদ বিনুল হাছান ইমাম আওযায়ীর খণ্ডনগুলির প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ী যে গ্রন্থে ইমাম মোহাম্মদের উপরিউক্ত প্রতিবাদের সমুচিত জওয়াব লিখিয়াছিলেন এবং ইমাম আওযায়ীর—সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিয়ারুল আওযায়ী।

ইখ্তিলাফে মালিক

ইমাম শাফেয়ী শুধু ইমাম আবু হানীফার—(রহঃ) খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বীয় উছ্তায ইমাম মালিক বিনে আনাছের সংগেও মতভেদ করিয়াছেন এবং প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক আপন যুগের অদ্বিতীয় মহামনীষী হইলেও অভ্রান্ত নহেন। ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থের সূচনায় এই সূত্রটি নির্দেশিত করেন যে, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি অপর বিশ্বস্তের নিকট হইতে সংলগ্ন রেওয়ায়তের সাহায্যে যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ রেওয়ায়ত করেন তাহাহইলে উহাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বলিয়া অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে এবং রছুলুল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

(দ) কোন প্রমাণিত হাদীছ, উহার বিরুদ্ধ অপর কোন হাদীছ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবেনা। বিরোধের অবস্থায় একটি হাদীছ যদি অপরটির সংশোধক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহাহইলে সংশোধক হাদীছটির অনুসরণ এবং অন্যটিকে বর্জন করা হইবে। আর যদি একটিকে অপরটির সংশোধক বলিয়া না বুঝা যায় তাহা হইলে যে হাদীছের রেওয়ায়ত প্রামাণিকতার দিক দিয়া অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে সেইটির অনুসরণ করা হইবে। আর উভয়—হাদীছই যদি তুল্যভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে যে হাদীছটির সমর্থন কোরআনে অথবা অন্য কোন ছহীহ হাদীছে পাওয়া যাইবে তাহাই অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হইবে। আর যদি ছাহাবা বা তাবেয়ীগণের কোন সিদ্ধান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সকল অবস্থায়—রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকেই অগ্রগণ্য এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে হইবে।

—কিতাবুল উম্ (৭) ১৭৭ পৃঃ।

এই সূত্র স্থিরীকৃত করার পর ইমাম শাফেয়ী লিখিয়াছেন যে, ইমাম মালিক কতিপয় মছআলায় উপরিউক্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতকগুলি ব্যাপারে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে সকল মছআলার ইমাম মালিক শুধু একজন ছাহাবা বা তাবেয়ী অথবা শুধু নিজের ব্যক্তিগত কিয়াছের অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ হাদীছ বর্জন করিয়াছেন এবং স্বীয় অভিমতের পোষকতায় অলীক ইজমার দাবী করিয়াছেন, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থে ইমাম মালিকের সেই সকল মছআলার অবতারণা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী স্বীয় উছতায ইমাম মালিকের প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করিলেন কেন, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং হাফিয ইবনে হজর যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি। ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন, ان مالكا بشر يخطى ولا اخالف الا من خالف ইমাম মালিক শেষ পর্যন্ত মানুষই ছিলেন। سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم — কাজেই তাঁহারও ভুল ভ্রান্তি ঘটিত এবং যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের বিরোধ করিয়াছে আমি শুধু তাহারই বিরোধ—করিয়া থাকি। — তওয়ালি-উত্তাছীছ।

ইখ্তিলাফ মোহাম্মদ বিনুল হাছান

এই গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী স্বীয় উছতায ভ্রাতা এবং উছতায ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের—বিভিন্ন সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। ইমাম মোহাম্মদ স্বীয় উছতায ইমাম আবু হানীফার সমর্থনে সর্বদা মদীনার ইমাম মালিক বিনে আনছের প্রতিবাদে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী মনাকীব গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ৬০ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইমাম মোহাম্মদের গ্রন্থগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে সে গুলি পাঠ করার পর তাঁহার ভ্রান্তি সমূহ প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম।

ইখ্তিলাফুল হাদীছ

এই গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীছ সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইবতালুল ইছ্তিহছান

কোরআন, ছুন্নত ও ইজমা বিরোধী অভিমতের খণ্ডন।

কিতাবুর রিছালা

স্বনামধন্য আহলে হাদীছ ইমাম আবদুর রহমান বিনে মাহদী ইমাম শাফেয়ী অপেক্ষা পনের বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি ইমাম শাফেয়ীকে কোরআন ও হাদীছ এবং ইজমা ও কিয়াছের সাহায্যে কি ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান—করিতে হয়, তাহার নিয়ম এবং নাছিখ ও মনছুখ এবং অমূম ও খছুছের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধ ক্রমে ইমাম ছাহেব এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। আল্লামা আবুল কাছিম আনমাতি বলেন যে, ইমাম শাফেয়ীর এই অমূল্য গ্রন্থখানা আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বারংবার পাঠ করিয়াছি এবং যতবার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছি প্রত্যেক বারেই উহার মধ্যে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এই দীন লেখকের অশেষ সৌভাগ্য যে, উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহের সন্দর্শন এবং পঠনের সুযোগলাভ করিয়াছি এবং এই গ্রন্থগুলি আমার পুস্তকাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইমাম ছাহেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি মুদ্রিত—হইয়াছে কিনা, আমি তাহা অবগত নই, এমন কি তন্মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—সেগুলির সংবাদ সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ইমাম শাফেয়ীর মযহাব ও উক্তি

(ক) ইমাম ছাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র বওয়ায়তী তাঁহার উছতাযের এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন, তোমরা আহলে-হাদীছগণের দলভুক্ত থাকিও, কারণ তাঁহারা অন্যান্য দল—অপেক্ষা অধিকতর—সঠিক পথের পথিক। ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন যে, কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের সন্দর্শন লাভ—

عليكم باصحاب الحديث، فانهم اكثر صوابا من غيرهم - و قال : اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث، فكانما رايت رجلا من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم ! جزاهم الله خيرا - هم حفظوا لنا الاصل، فلهم علينا الفضل !

রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরবৃন্দের সন্দর্শন লাভের তুল্য। আল্লাহ তাঁহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তাঁহারাই আমাদের জন্য ধর্মের মূলবস্তু রক্ষা করিয়াছেন এবং এই জন্যই তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা—শ্রেষ্ঠতর—তওয়ালি-উ-তাছীছ, ৬৪ পৃঃ (বুলাক)।

(খ) ইমাম শা'রাণী ও ভারত গুরু শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী তদীয় ছাত্র ইমাম মুযানীকে বলিলেন,

يا ابراهيم، لا تقلدنى فى كل ما اقول وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين -

দেখ ইবরাহীম, আমার প্রত্যেকটি কথার তুমি অন্ধভাবে অনুসরণ—(তকলীদ) করিওনা। তুমি নিজেও বিবেচনা—করিয়া দেখিবে, কারণ ইহা দ্বীনের ব্যাপার!

(গ) তাঁহারা ইমাম শাফেয়ীর একথাও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে—

لا حجة فى قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كثروا، لا فى قياس ولا فى شئ -

রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত কাহারও কথাই দলীল নয়। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও নয়। কিয়াছ অথবা অন্য কোন—বিষয়েও নয়—ইয়াওয়াকীৎ ওয়াল জওয়াহির (২) ২৪৩ পৃঃ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১৬৩ পৃঃ, ইকদুলজীদ ৮১ পৃঃ।

(ঘ) ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন, তোমরা

انظروا فى امر دينكم، فان التقليد المحض مذموم و فيه عامى للبصيرة، و كان يقول ايضا : قبيح على من اعطى شمعة ليستضئ بها ان يطفئها ويمشى فى الظلام -

তোমাদের দ্বীনের—ব্যাপার স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখিও, কারণ শুধু তকলীদ অর্থাৎ—অন্ধ অনুসরণ দোষনীয় ব্যাপার। ইহা জ্ঞানের অন্ধত্ব। যাহাকে—আলোর জন্য বাতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত বাতি নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারে চলা অত্যন্ত নিন্দ্য—মিনহজ্জুল মুবীন (আমল বিল হাদীছ, মহম্মদ আলী ৮৩ পৃঃ)।

(ঙ) ইমাম বয়হকী শাফেয়ীর প্রমুখাৎ তাঁহার এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রমাণবিহীন—অভিজ্ঞতা যে অর্জন করিতে চায় তাহার অবস্থা অন্ধকারে—জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর ন্যায়। খড়ির বোঝা সে বহন করিয়া চলিয়াছে, আর তাহার মধ্য হইতে একটি সাপ তাহাকে দংশন করিয়াছে, অথচ সে—সাপের কথা কিছুই জানেনা—ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (২) ৩০১ ও ৩০৯ পৃঃ।

مثل الذى يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل - يحمل حزمة حطب و فيه افعى تلدغه و هو لا يدرى -

(চ) শয়খুলইছলাম ইবনেতয়মীয়াহ ইমাম—ছাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, প্রমাণ যদি—

www.ahlehadeethbd.org

اذا رايت الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي !

পথে কুড়াইয়া পাও, উহাকেই আমার— সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে—ফতাওয়া (২) ৩৮৪ পৃঃ।

(ছ) ইমাম মুযানী তদীয় মুখ্তছর নামক ফিক্হ-গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন যে, আমি মোহাম্মদ বিনে ইদরীছ শাফেয়ী রহেমাহুল্লার মযহবের সার সংকলন এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, যাহাতে এই বিদ্যা যাঁহারা আয়ত্ব করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য হয়।

اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس الشافعي (رح) و من معنى قوله لا قربه على من اراده مع اعلامية نهيه عن تقليده و تقليد غيره لينظر فيه لدينه و يحتاط فيه لنفسه !

কিন্তু ইমাম ছাহেবের এই ঘোষণাও আমি প্রচার করিতেছি যে, তিনি তাঁহার নিজের এবং অপর বিদ্বানের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়াগিয়াছেন এবং নিজের দ্বীনের ব্যাপারে স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখিতে এবং সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন—মুখ্তছর মুযানী (১) ১পৃঃ (কিতাবুলউম্ সহ বুলাক প্রেসে মুদ্রিত)।

(জ) ইমাম ছাহেবের অন্যতম ছাত্র হরমলা তুজীবী বলেন, শাফেয়ী বলিছেন, আমার কোন উক্তি যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশের প্রতিকূল দেখিতে পাও, তাহা-হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছই অনুসরণীয় হইবে। তোমরা আমার উক্তির তকলীদ করিবেনা——আবু শামামুমেল ৩৮ পৃঃ।

كل ما قلت و كان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني -

(ঝ) হুছইন করাবিছীকে একদা ইমাম শাফেয়ী বলিলেন যে, যাহা প্রকৃত দলীল, তাহাকে যদি তোমরা পথের মাঝখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিতে পাও, তাহাহইলে আমার নামে তোমরা তদনুসারেই ব্যবস্থা দিও। আমি উহার কথক। ঐ।

ان اصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكم بها على فاني القائل بها !

(ঞ) ইমাম শাফেয়ী স্বীয় কিতাবুল উম্ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত অন্য— কোন বিদ্বানের পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়া কোন কথা বলা বৈধ নয়——রশীদ রিযা, মুহাবিরাৎ ১০৭ পৃঃ।

انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال -

(ট) একদা তিনি স্বীয় ছাত্র রুবাইয়অ্কে বলিলেন, ওগো ইছহাকের পিতা, আমার প্রত্যেকটি কথার তকলীদ করিও না, তুমি নিজেও— বিবেচনা করিয়া দেখ। কারণ ইহা দ্বীনের ব্যাপার —মীযানুল কুব্রা (১) ৬৩ পৃঃ।

يا ابا اسحق لاتقلدني في كل ما اقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين -

(ঠ) ইমাম ছাহেব স্বীয় গ্রন্থ রিছালায় লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত পূর্ববর্তী বিদ্যার আশ্রয় না লইয়া অথবা কোরানের পর ছুন্নত এবং অতঃপর ইজমা ও আছরের সাহায্য বর্জন করিয়া কোন ব্যক্তিকে কথা বলার অধিকার আল্লাহ প্রদান করেন নাই। এই গুলির পর আমি যে কিয়াছের কথা— বলিয়াছি তাহার স্থান এবং উহা ইছ্তিহ্ছান নয় —কিতাবুর রিছালা ১৩৫ পৃঃ।

ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول الا من جهة علم مضى قبله و من جهة العلم بعد الكتاب فالسنة فالاجماع والاثار ثم ما وصفت من القياس عليها و هو غير الاستحسان -

(ড) খতীব বাগদাদী ইমাম শাফেয়ীর নিম্নলিখিত উক্তি উধৃত— করিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর গ্রন্থের বিদ্যায় উহার সংশোধক ও সংশোধিত, সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট অংশের, উহার

لا يحل لاحد ان يفتي في دين الله الا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه وتاويله و تنزيله و مكيه و مدنيه وما

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الانصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف اهل الامصار وتكون له قريحة بعد هذا - فاذا كان هذا فله ان يتكلم و يفتى فى الحلال والحرام -

ব্যাখ্যা এবং অবতরণ, উহার মক্কী এবং মদনী আয়াত সমূহের এবং উহার তাৎপর্যের— পাণ্ডিত্য অর্জন করে-নাই এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ সম্পর্কে-ও উহার নাছিখ্ ও মনছুখ এবং কোর-আনের মত হাদীছ সম্পর্কিত অন্যান্য— বিদ্যাসমূহে অভিজ্ঞতা অর্জন করেনাই এবং অভিধান ও কাব্যে কোরআন ও হাদীছ হৃদয়ংগম করার উপ-যোগী এবং ন্যায়— পরায়ণতার সহিত উহা প্রয়োগ করার মত ব্যুৎপত্তি লাভ করে নাই এবং এই সমস্তের পর বিভিন্ন নগর সমূহের বিদ্বান-গণের মতভেদ অবগত হয় নাই এবং গবেষণা কার্যের প্রকৃতিগত যোগ্যতা যাহার ভিতর নাই, এরূপ— ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত ব্যাপারে বাঙ-নিষ্পত্তি করা বৈধ হইবে না। এই সকল বিদ্যায় যে ব্যক্তি পারদর্শী, কেবল তাহারই পক্ষে হালাল ও হারাম সম্বন্ধে ফত্ওয়া দান করা বিধেয় হইবে— —ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন, (১) ৫২ পৃঃ। *

(চ) বয়হকী ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের মধ্যস্থতায় ইমাম শাফেয়ীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من انه وقع على المراد من الحكم فى نفس الامر وانما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد يوجر ولو اخطاء -

শুধু বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই কিয়াছের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কিয়াছকারীর পক্ষে ইহা বলা সম্ভবপর নয় যে, সে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ও অভ্রান্ত। তাহার পক্ষে শুধু গবেষণার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য পন্থা নাই এবং এই গবেষণাকার্যে তাহার ভ্রান্তি ঘটিলেও সে পুরস্কৃত হইবে—ফত্হুল বারী (১৩)—২৪৫ পৃঃ।

(ণ) রুবাইয়অ বিনে ছুলায়মান বলিতেছেন,—একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে একটি মছ্আলা জিজ্ঞাসা করিল, আমিও তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসাকারীর জওয়াবে ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, এ সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) এই এই নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসাকারী পুনরায় বলিল, আপনার ফত্ওয়াও কি ইহাই? জিজ্ঞাসাকারীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ইমাম শাফেয়ী চমকিয়া উঠিলেন এবং বিবর্ণ হইলেন। মনে হইল যেন তাঁর দেহের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। ইমাম ছাহেব বলিয়া উঠিলেন, ওরে হতভাগা, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ বর্ণনা

فارتعد الشافعى واصفر و حال لونه وقال : ويحك : واى ارض تقلنى واى سماء تظلنى اذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم اقل به ؟ نعم على الراس والعين !

করার পর যদি তদনুসারে ফত্ওয়া না দেই, তাহা হইলে— কোন্ মাটি আমার ভার বহন এবং কোন আকাশ আমাকে আচ্ছাদিত করিবে? হাঁ! হাঁ! রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ আমার মস্তক ও চক্ষুর উপর, উহাই আমার মযহব—ঈকাযুল হিমম ১০০ পৃঃ।

(ত) ইমাম ছাহেবের উল্লিখিত ছাত্র ইমাম রুবাইয়অ্ বিনে ছুলায়মান বলেন যে, আমি একদা ইমাম

* সমস্যার সমাধান কার্যের জন্য যোগ্যতার যে মাপকাঠি হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আধুনিক হাদীছ-বিদ্বেষী, শরীঅত-অনভিজ্ঞ, ধর্মহীন সংস্কারক শাসনকর্তা ও নেতাদের বিদ্যাবত্তা ও প্রগলভতা এবং হস্তিমূর্খ ইল্মে-দ্বীনের ঠিকাদারদের যোগ্যতা ও ফত্ওয়াবাজীর দুঃসাহসিকতার সহিত তাহার তুলনা করিলে ইছ্লামের হৃদয়বিদারক দুরবস্থা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে—

لمثل هذا فليذب القلب من كمد
ان كان فى القلب اسلام وايمان !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(থ) ইমামুল আয়েম্মা শাফেয়ী স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের সংগে সংগে অনেকগুলি বিষয় প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত নির্দেশ সমূহের মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় রহিয়াছে, যেগুলি স্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লিখিত হয় নাই এবং যাহাই রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রবর্তিত করিয়াছেন— আল্লাহ আমাদের জন্য সেগুলি অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের অনুসরণ কার্যকে আল্লাহ তাঁহার আনুগত্য এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণের অবাধ্যতাকে আল্লাহ স্বীয় বিদ্রোহ ও পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই— অবাধ্যতার জন্য মানুষের কোন আপত্তিই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের অনুসরণ হইতে মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই আল্লাহ— রাখেন নাই— কিতাবুর রিছালা, ২৭ পৃঃ।

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه نعينه نص كتاب، و كل ماسن فقد الزمنا الله اتباعه و جعل في اتباعه طاعته و في العنود عن اتباعه معصية التي لم يعذرها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا لما وصفت -

হাফিয ইবনে হজর তওয়ালি-উত তাছীছ গ্রন্থে, হাফিয ইবনুলকাইয়েম ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন গ্রন্থে— এবং শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে এবং আল্লামা ফুল্লানী ঈকাযুল হিমম পুস্তকে ইমাম শাফেয়ী রহেমাহুল্লার এই বহু বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ইমাম ছাহেব প্রায়শঃ বলিতেন,— হাদীছ বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইলেই উহা— আমার মযহাব এবং তোমরা যদি আমার কোন উক্তি হাদীছের খেলাফ দেখিতে পাও, তাহা হইলে হাদীছের অনুসরণ করিও এবং আমার উক্তি প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিও— হুজ্জাতুল্লাহ (১) ১৬৩ পৃঃ; ঈকায—১০৭ পৃঃ।

اذا صح الحديث فهو مذهبي واذا رايتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط -

শাফেয়ীকে এই কথা বলিতে শুনিলাম যে, তোমরা আমার গ্রন্থে যদি কোন কথা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের প্রতিকূল দেখিতে পাও, তাহা হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিও এবং আমার ফতওয়া প্রত্যাখ্যান করিও —ঐ ঐ।

اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و دعوا ما قلت !

(ন) ইমাম হুমায়দী বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে একটি মছ'আলা জিজ্ঞাসা করিল, তদুত্তরে ইমাম ছাহেব রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ পাঠ করিলেন। লোকটি বলিল, এ বিষয়ে— আপনার অভিমত কি? ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, তুমি কি আমার কোমরে পৈতা দেখিয়াছ? তুমি কি আমাকে কোন গির্জা হইতে বাহিরে— আসিতে দেখিয়াছ? আমি বলিতেছি রছুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ বলিয়াছেন, আর তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ এ বিষয়ে আমার— অভিমত কি? তুমি কি মনে কর আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ রেওয়ায়ত করিব অথচ আমার অভিমত উহার প্রতিকূল হইবে? —ঐ ১০৪ পৃঃ।

انقول بهذا يا اباعبدالله ؟ فقال الشافعي : ارايت في وسطي زنارا ؟ اتراني خرجت من الكنائسة ؟ اقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي : انقول بهذا ؟ اروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقول به ؟

(ত) রুবাইয়অ ইমাম শাফেয়ীকে বলিতে— শুনিলেন যে, যে সকল মছ'আলায়— রছুলুল্লাহর (দঃ) ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত— হইবে সেই সকল হাদীছের পরিপন্থী আমার সমুদয় উক্তিকে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি —ঐ ১০৪ পৃঃ।

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حياتي وبعد موتي -

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারতে ইছলামী বিপ্লবের প্রথম পতাকাবাহক
আল্লামা ইছমাঈল শহীদ

মূল ঃ প্রফেসর আবদুল কাইয়ুম, এম, এ ও
মওঃ সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, এম, এ।

অনুবাদঃ
মোহাঃ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

(পূর্বানুবৃত্তি)

আল্লামা ইছমাঈল শহীদের সমরকুশলতা এবং সাহিত্যিক কৃতিত্ব অর্জনের পেছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—দেশের বুকে ইছলামী ঝাণ্ডাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। দারিদ্র, অজ্ঞানতা এবং রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে—মুছলমানদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যে লাঞ্ছনা এবং দুঃখবেদনার বোঝা নিপতিত হয়েছিল সে সব থেকে তিনি তাদিগকে উদ্ধার করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। জাতির নাড়ীতে হাত দিয়েই তিনি—বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি তাদের অন্তরাত্মা এবং জীবনীশক্তিকে একেবারে পিষে মেরেছে, ফলে তাদের ভেতর এখন সত্যকার জীবনের কোন লক্ষণ নেই। তিনি এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন সে, তাদের চিন্তার সমতা ও কার্যক্রমের ভেতর একটা ঐক্যভাব আনতে হলে সর্বপ্রথম তাদের ব্যক্তিগত নীতিবোধকে জাগ্রত এবং জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করতে হবে। যথার্থ নৈতিক সাহস বিস্ময়কর কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। তখন তাদিকে মহৎ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বোধিত এবং একই পতাকার তলে সংঘবদ্ধ করা সহজতর হয়ে উঠবে। তিনি এটা জানতেন যে অশিক্ষিত মন এবং অনিয়মানুগ বুদ্ধির সাহায্যে একটি যুদ্ধ জয়লাভ করা যেতে পারে যদি সেগুলোকে উত্তেজক আবেদনের সাহায্যে কর্মে প্রযুক্ত করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই উৎসাহকে খুব বেশী সময় ঠিক ঠিকভাবে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবেনা। এ জন্যই তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে দিনের পর দিন ঘুরে ওয়ায নছীহত ও বক্তৃতা করে বেড়ালেন—আর লোকদিগকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন কী ক'রে তারা পাপ এবং সীমালঙ্ঘনের হাত থেকে নিজেদিগকে বাঁচাতে পারে।

আল্লামা ইছমাঈল মুছলমানদিগকে সোজা আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীর (দঃ) দ্বীনের দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি সর্বপ্রথম মুছলিম কলেমার সহজ মতবাদটির প্রচার শুরু করলেন। তওহীদে-ইলাহীর কোরআনী ব্যাখ্যা তিনি লোকদিগকে শুনালেন। তিনি বললেন,—আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম কর্তা যাঁর উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে আপদে বিপদে এবং ছোট বড় সর্ব ব্যাপারে। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা যিনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারেন। তিনি সমস্ত সৃষ্ট জগতের সর্ববিধ প্রয়োজনের একমাত্র—যোগানদাতা, ভরণপোষণের একক মালিক এবং অন্য-নিরপেক্ষ পালনকর্তা। তিনি আমাদিগকে রুগ্ন করেন আবার তিনিই আরোগ্য দান করেন। দুঃখ ও দারিদ্র তাঁরই মর্যির উপর নির্ভরশীল। তিনি যেখানে ইচ্ছা ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এনায়েত করেন, আর যেখানে ইচ্ছা দারিদ্রের বোঝা চাপিয়ে দেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কাউকে সন্তানসন্ততি—পুত্র কিংবা কন্যা দান করতে পারেনা। পয়গম্বর ও ওলীদরবেশগণ তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই দাসানুদাস ও আজ্ঞাবহ মানুষ।

আল্লামা শাহ ইছমাঈল দৃপ্তকণ্ঠে পীর পূজার নিন্দা করলেন, ওলী দরবেশদের দরগায় পূণ্য লোভাতুরদের যাত্রা, নযর নিয়ায, দয়া ভিক্ষা ও সাহায্যের আহ্বানকে ঘোরতর অন্যায় বলে ঘোষণা করলেন। মুছলিম সমাজে প্রচলিত পীরপ্রথা এবং সুফী মতবাদের তীব্র নিন্দা করলেন এবং যে সব অনৈছলামিক প্রথা, কুফরী হালচাল এবং বেদআতী অনুষ্ঠান ইছ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লামের প্রাণশক্তিতে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধারাল খড়্গ উত্তোলিত করলেন।— তিনি বলিষ্ঠ যবানে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে—সে যত বড় এবং সুবৃহৎ কর্তৃত্বের অধিকারীই হউক মাথা নত করা চলবেনা। তিনি ইছলামের শাশ্বত ও অবিমিশ্র তওহীদবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং ইছলামে নবী ও ওলীদের যথার্থ স্থান কোথায় উহার সহজ সরল ব্যাখ্যা মুছলমানদিগকে শুনাতে লাগলেন। মোট কথা মছজিদের ভিতরে এবং বাইরে কোরআন ও হাদীছের অবিমিশ্র শিক্ষার বিরামহীন প্রচার তিনি পরম উৎসাহের সঙ্গে চালাতে লাগলেন। ইছলামের অনুপম বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ শ্রেণী-বিভক্ত ভারতীয় মুছলিমদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, বিশ্বের সমস্ত মুছলমান একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইছলামে পৃথক শ্রেণী, বর্ণ ও জাতির—কোন স্থান নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে সমস্ত মুছলমান এক বরাবর। এক মুছলমানের উপর অন্য মুছলমানের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর আকিদা ও আমলের দ্বারাই প্রমাণিত হবে। ইছলাম বংশ অথবা ঐশ্বর্যের দাবীতে কোন সামাজিক স্বাতন্ত্র্যকে কস্মিনকালে অনুমোদন করেনা।

তদানীন্তন মুছলিম সমাজে কতিপয় পেশা এবং ব্যবসায়—যেমন চর্ম প্রস্তুতির কাজ, জুতা সেলাই, প্রভৃতি ঘৃণা এবং উপেক্ষার চক্ষে দেখা হ'ত। শাহ ইছমাঈল সমাজের সামনে শ্রমের যথার্থ মর্যাদা উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যে কোন হালাল ব্যবসায় এবং রুযি রোযগারের ফলে একজন লোক তাঁর নিজের এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে তাই হবে ইছলামের দৃষ্টিতে সম্মানজনক এবং—মর্যাদাশীল।

তিনি মুছলমানদিগকে ধর্মীয় মতভেদ, অনৈছলামিক অনুষ্ঠান, মুশরিকানা কার্যকলাপ এবং—অন্ধ কুসংস্কারের যুগযুগান্তরের প্রচলিত বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে কৃতসংকল্প হলেন। নৈতিক চরিত্রের সংস্কার সাধনে তাঁর আগ্রহ এত উৎকট রূপ ধারণ করেছিল যে, তিনি বেশ্যা ও পতিতাদের গৃহে গমন করে তাদিগকে আল্লাহ এবং তাঁর রছুলের বাণী শুনিয়ে আসতেন। কিন্তু যে জঘন্য মনোবৃত্তি ইছলামের সুবিমল আলোক-বঞ্চিত জনমনে শিকড় গেড়ে বসেছিল তা' এত শীঘ্র উপড়িয়ে ফেলা সহজ সাধ্য ছিলনা। কাজেকাজেই তাঁকে তাদের নিকট ভীষণ বাধাপ্রাপ্ত, অপমানিত এবং নিন্দিত হতে হল। শুধু তাই নয়, তিনি এসব আচার-অন্ধদের ক্রোধ-উন্মাদ অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলেন। কিন্তু খাঁটি সংস্কারকের অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি হাসিমুখে এই সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করে চললেন। কোন উৎপীড়ন, কোন অসম্মানই তাঁকে তাঁর—সুমহান আদর্শ থেকে এক ইঞ্চিও দূরে হটাতে পারলনা। অবশেষে তাঁর তবলীগে-দ্বীনের কাজ ফলপ্রসূ হল। মুছলমানগণের যুগ যুগান্তরের মোহ-নিদ্রা ভেংগে গেল, অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকার অপসারিত হল। তারা এখন তাদের দুর্বলতা অনুভব করতে শিখল এবং নিজেদের সংস্কার সাধনে সত্য সত্যই ইচ্ছুক হল। হযরত শহীদের বিরামহীন প্রচারের ফলে শত শত বিধবা দ্বিতীয়বার নেকাহ করতে রাযী হল এবং এ ভাবে তারা আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালনে এগিয়ে এল। মুছলমানরা পাপকার্য, শরীয়তের সীমালঙ্ঘন এবং বদ্ধমূল কুসংস্কার সমূহ ছাড়তে লাগল। পতিতালয় এবং জুয়ার আড্ডা সমূহ বন্ধ হয়ে গেল। পাপ হৃদয়ে স্বর্গের বাণী স্পন্দিত হল, তাদের শিরায় শিরায় আল্লাহ এবং তাঁর রছুলের (দঃ) পবিত্র নাম মুহুর্মুহু অনুরণিত হতে লাগল।

এর চাইতেও মহত্তর ইচ্ছা এবং বৃহত্তর পরিকল্পনা নবজীবনের এই বার্তাবাহকের সম্মুখে—রূপায়ণের অপেক্ষা করছিল। সমাজ সংস্কারক ও ধর্মীয় প্রচারক আল্লামা ইছমাঈলকে এখন রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ও ধর্মীয় যুদ্ধের সেনানীর ভূমিকায় অবতরণ করতে হবে। যে কাজ তাঁর মহান পিতামহ শাহ ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক সূচিত এবং—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পিতৃব্য শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হয়েছিল তাই সুসম্পন্ন করার ভার তাঁকে নিতে হবে।

সমাজ দেহে জেহাদী জোশ পয়দা ক'রে উহাতে যৌবন-জল-তরঙ্গ আনয়ন এবং সত্যকার ইছলামী খেলাফতের পুনঃ সংস্থাপন—এই ছিল তাঁর মনের আসল উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত উপায়ে এর পথ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। আত্মিক বিপ্লবের সাথে সাথে এসে গেল রাজনৈতিক জাগরণ। আর এই রাজনৈতিক জাগরণ কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে ইলাহী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলল।

যে সব চিন্তানায়কদের কথা উপরে উল্লেখ করেছি তারা মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের দৃশ্য গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করছিলেন। যে সব কারণ এবং ঘটনাপঞ্জি এ পতনকে ত্বরান্বিত ক'রে তুলছিল তা তাদের চক্ষের সম্মুখে ছিল—দেদীপ্যমান। শাহ ওয়ালীউল্লাহ যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও পবিত্র জেহাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে উঠতে পারেননি। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হ'লে তিনি জেহাদের সুসজ্জিত বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত ছিলেন। *

অনুরূপ ভাবে শাহ আবদুল আযীয অমুছলিম যালেম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রস্তুতির কার্যে পূর্ণ সমর্থন জুগিয়ে চলছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এত অধিকদূর অগ্রসর হ'য়েছিলেন যে, সর্বশেষ—মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে দারুল হরব বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আল্লামা ইছমাঈল তাঁর মহান পিতামহ ও পিতৃব্যের এই আদর্শকে নিজের জন্য ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তিনি কোরআন এবং ছুন্নাহর প্রচার সাহায্যে মুছলিম সমাজের পূর্ণ জাগরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে—সামরিক তৎপরতার বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা এবং উহার পরিকল্পনা প্রস্তুতির কার্য শুরু করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হতে চলেছে তখন তিনি সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ, সেনাবাহিনী গঠন এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সদলবলে দেশব্যাপী—ছফরে বের হ'য়ে পড়লেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিনি অভিজ্ঞ সেনাপতি মৌলানা সৈয়েদ আহমদ বেরলভীকে নেতারূপে নির্বাচন করলেন এবং তিনি নিজে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেনিলেন। সৈয়েদ ছাহেব ধর্মের গূঢ়তত্ত্বে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ক'রে-ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান গরিমার কথা চতুর্দিকে ছড়ে পড়েছিল। শাহ শহীদ তাঁর পদপ্রান্তে বসে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞান আহরণ করতে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

অবশেষে তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টার রূপায়ণের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত হল। শাহ ইছমাঈল তাঁর—আধ্যাত্মিক শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্য পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করলেন এবং রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁদের যুদ্ধ শিখ-দিগকে পরাজিত ও পদানত করে রাখার জন্য—পরিচালিত হয়নি, তাঁরা চেয়েছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহর রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। প্রশ্ন হতে—পারে তাঁদের এই বিপ্লবাত্মক চিন্তা ও ভাবধারাকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য তাঁরা কেন পাঞ্জাবকে সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন। এর স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যেতে পারে এই সহজ কথা থেকে যে, তাঁরা পাঞ্জাবে ইছলামের জয়নিশান উড়িয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন এবং এ ভাবে একটা সুবৃহৎ এবং শক্তি-শালী মুছলিম ব্লকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিনা বাধা ও প্রতিরোধে তাঁরা ইছলামের সুমহান আদ-র্শের রূপায়ণ কাজে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে—পারতেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা রণজিৎ সিংহের নিপীড়ন ও নৃশংস আচরণের নিষ্ঠুর লীলা পাঞ্জাবের মুছল-মানদের ভিতর এক প্রচণ্ড আলোড়ন এবং উত্তে-জনার সৃষ্টি করে তুলেছিল। শাহ শহীদ এবং তাঁর জেহাদীদল এই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপের সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। তাঁরা এই

* تفهيمات —১মখণ্ড, ১০১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করলেন এবং রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেদিলেন। দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা আর যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব সাহসিকতা ও অনুপম নির্ভীকতায় হযরত আল্লামা শহীদ হযরত খালেদ বিন্ ওয়ালিদ, হায়দর-ই-কারার এবং তারীক বিন্ যিয়াদের স্মৃতিকে জাগরিত করে তুললেন। অনেক স্থলেই তিনি বিজয় মাল্য গলে ধারণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন, কিন্তু হায়! অদৃষ্টের লিখন ছিল অন্যরূপ। মুছলমানদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তখনও শেষ পর্যায়ে পৌছেনি। সামনে তাঁদের আরও ক্লেশ ও কষ্ট মুছিবতের রাস্তা অতিক্রম করতে ও দুঃখের রজনী পোহাতে হবে। এ জন্যই— কতিপয় অবাধ্য অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় বালাকোটের পার্বত্যপ্রান্তরে শাহ ইছমাঈল এবং তাঁর নেতা সৈয়েদ আহমদ ছাহেবান শাহাদতের অমৃত পান করতে বাধ্য হলেন।

শাহ ইছমাঈল যদি স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতারিত ও নিহত না হতেন— তাহলে ভারতের তথা ইছলামের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে অন্যভাবে লিখিত হত। এ কথা রূঢ় সত্য যে, শাহ ইছমাঈলের অভিযান তখনকার জন্য ব্যর্থতা বরণ করেছিল কিন্তু একথা আজ কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই মহাপ্রাণ শহীদই ভারতে ইছলামের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে সুগভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। মুছলিম সমাজে নব-জাগরণ আনয়ন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনে অনুকরণে ইছলামী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রথম তিনিই কার্যকরীভাবে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তিনি প্রাক-ইছলামীয় চালচলন, কুসংস্কারমূলক আচার অনুষ্ঠান এবং বহু সামাজিক গলৎ দূরীভূত করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। তাঁর আহ্বান ছিল, "কোরআনের দিকে ফিরে চল, মোহাম্মদ (দঃ) এর দিকে এগিয়ে এস।" মুছলিম সমাজের সামনে তিনি বিশ্ব ইছলামীয়ত এর ধারণা জাগিয়ে দেন এবং নিজ দেহের তপ্ত রক্তে পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমির গোড়াপত্তন করে যান।

বিজয় ও পরাজয় একান্ত ভাবেই অদৃষ্টের ব্যাপার। আর পরাজয়ের ভিতর কোন্ রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহতালাই অবগত আছেন। তুমি যদি হযরত শহীদের চমকপ্রদ প্রচেষ্টাগুলোর উপর তোমার চোখদুটি একবার বুলিয়ে যাও তাহলে সমগ্র মুছলিম ভারতের ইতিহাসে তার চাইতে মহত্তর সংস্কারক ও শ্রেষ্ঠতর বীর পুরুষ জাতির ভেতর— আর একটিও খুঁজে পাবেনা। একদিকে তিনি তার যুগের ব্যাপক নীতিহীনতার বিরুদ্ধে কলম ও যবানের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপর দিকে উলঙ্গ তরবারী হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব প্রধাবিত করেছিলেন। একই ব্যক্তির ভিতরে এমন বিচিত্রমুখী উৎকৃষ্ট গুণের সমাবেশ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়ে থাকে। ঐশ্বর্য অথবা খ্যাতির প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিলনা। তিনি ছিলেন যথার্থ ভাবে আল্লাহর এক খাঁটী বান্দা।— তিনি শুধু চেয়েছিলেন আল্লাহর নামকে মহিমান্বিত করতে, রছুলের (দঃ) বাণীকে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরতে আর ইছলামের পতাকাকে ঊর্ধাকাশে সগৌরবে উড়াতে।

আল্লামা শাহ ইছমাঈল শাহাদতের অমৃত আকণ্ঠ পান ক'রে গিয়েছেন কিন্তু যে আদর্শের জন্য তিনি এই মহান মৃত্যু বরণ করেছেন তা আজও জীবন্ত ও তেজবান। পরবর্ত্তীদের উপর তিনি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন। জামাল উদ্দিন আফগানী, মুফ্তী মোহাম্মদ আবদুহু এবং অন্যান্য কতিপয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক তারই প্রতিভার প্রতিধ্বনি মাত্র।

চিরঞ্জীব হউক তাঁর আদর্শ। *

* Aspects of Shah Ismail Shaheed পুস্তিকার The first Standard Bearer of Islamic Revolution in India এবং A Regenerator of Muslim Society শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের মিলিত অনুবাদ। —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

বিভিন্ন কমিটির যরূরী যুক্ত সভা।

[বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের বিভিন্ন কমিটির এক যরূরী যুক্ত সভা জম্‌ঈয়তের দফতর সন্নিহিত পাবনা আহ্‌লে-হাদীছ জামে মছজিদে সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। জম্‌ঈয়তের স্থায়ী সভাপতি জনাব হয্‌রত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সভায় প্রায় দুই শত প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন]

উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম উল্লেখযোগ্য :

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ :

১। হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব (সভাপতি), ২। জনাব মওলানা মোহাম্মদ হুছাইন ছাহেব বাসুদেবপুরী (সহ-সভাপতি) ৩। জনাব মওলানা মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদভী (সহ-সভাপতি) ৪। জনাব মওলানা আবদুল আযিম আযিমুদ্দীন আল্‌আযহারী ৫। জনাব অধ্যাপক মওলানা হাছান আলী ৬। জনাব মওলানা আবদুল হক হক্কানী ৭। জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ৮। জনাব হাজী শয়খ আফযল হুছাইন ৯। মৌঃ আবদুর রহমান (বি-এ, বি-টি,)—সেক্রেটারী।

জেনারেল কমিটির মেম্বর ও অন্যান্য সদস্য :

যিলা রংপুর—১০। জনাব মওলানা আবদুর রায্‌যাক ১১। হাজী আনিছউদ্দীন ১২। হাজী মুফিযুদ্দীন ১৩। মৌঃ মাষ্টার তোফায়লুদ্দীন ১৪। ডাঃ মৌঃ মোঃ ইছহাক আনছারী ১৫। মৌঃ আবদুল কাদের। যিলা বগুড়া—১৬। জনাব মওলানা চাঁ'দ ওয়াক্কাছ। যিলা রাজসাহী—১৭। জনাব মওলানা কুতবুদ্দীন আহমদ ১৮। মৌঃ জর্জিস ১৯। মোঃ আবদুল হামীদ। যিলা খুলনা—২০। জনাব মওলানা ছুফী আহমদ আলী ২১। জনাব মওলানা মতিয়ুর রহমান ২২। জনাব মওলানা আবদুর্ রৌফ। যিলা পাবনা—২৩। জনাব মৌঃ যমিরুদ্দীন ২৪। জনাব মৌঃ আবদুছ ছালাম ২৫। মৌঃ আবদুল করীম ২৬। হাজী শয়খ আবদুছ ছুবহান। যিলা কুষ্টিয়া—২৭। মুন্‌শী উজ্জলউদ্দীন। যিলা ত্রিপুরা—২৮। মৌঃ আবদুন নূর।

লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য

২৯। জনাব মৌঃ হাকিম আবুল বাশার ৩০। হাজী আবু ছিদ্দীক ৩১। হাফেয আবদুছ ছালাম ৩২। তোরাব আলী প্রাং ৩৩। আজগর আলী সরকার ৩৪। ছামেদ আলী মিয়া ৩৫। লোকমান আলী মিয়া ৩৬। দওলত আলী ৩৭। মোহছেন আলী মিয়া ৩৮। বেশারত আলী ৩৯। মুহুর আলী ৪০। আমীর হুছাইন ৪১। তোরাব আলী ৪২। খোদাবখ্‌শ মুছল্লী ৪৩। মোহাম্মদ হুছাইন ৪৪। জোনাব আলী ৪৫। আক্কেল আলী প্রাং ৪৬। ইছমাইল হুছাইন ৪৭। মুন্‌শী জছিমুদ্দীন (মরহুম) ৪৮। জিনতুল্লাহ সেখ ৪৯। জছিমুদ্দীন মিয়া ৫০। ইন্তাজ আলী মোল্লা ৫১। ইমা[illegible] আলী প্রাং ৫২। ইয্‌যত আলী সেখ ৫৩। তৈম্বব আলী মিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫৪। কুদরতুল্লাহ সেখ ৫৫। হারান আলী প্রাং ৫৬। আবদুল গফুর ৫৭। ডাঃ মকবুল হুছাইন ৫৮। মুনশী করম আলী ৫৯। কিয়ামত আলী সরকার ৬০। মৌঃ ওয়াজেদ আলী ৬১। হামীদ আলী ছরদার ৬২। খন্দকার জহীরুদ্দীন ৬৩। হাজী আবেদালী প্রাং ৬৪। করিম বখ্‌শ ৬৫। ইউছুফ আলী মালিথা ৬৬। হাজী শেইখ ছুলয়মান ৬৭। দবীরুদ্দীন মোল্লা ৬৮। ছৈয়েদ আলী খাঁ ৬৯। হাফিযুর রহমান খাঁ ৭০।, আব্বাছ আলী জোয়ারদার ৭১। বিলায়েত আলী বিশ্বাস ৭২। হাজী শুকুরুল্লাহ মুন্‌শী ৭৩। হাজী মুজীবর রহমান প্রাং ৭৪। হাজী জলিল উদ্দীন ৭৫। হাজী কিয়ামুদ্দীন ৭৬। হাজী আলেফ উদ্দীন ৭৭। ইয়াদ আলী মোল্লা ৭৮। ডাঃ হারুণ রশীদ ৭৯। আবদুল করিম মিয়া ৮০। মোহীউদ্দীন ৮১। তমি-যুদ্দীন সেখ ৮২। তছলিম উদ্দীন মিয়া ৮৩। মুনশী কিছমতুল্লাহ ৮৪। মৌঃ আকবর আলী খাঁ ৮৫। মুনশী ইছমাঈল মালীথা ৮৪। মৌঃ মুযীবর রহমান ৮৭। মৌঃ মযাহার আলী ৮৮। মৌঃ মুফিযুদ্দীন ৮৯। মুন্‌শী মোফায্‌যল হুছাইন ৯০। কলিমুদ্দীন বিশ্বাস ৯১। মুন্‌শী মোহাম্মদ আলী মোল্লা ৯২। [illegible]ল সেখ ৯৩। নাছির প্রামাণিক ৯৪। মেহের আলী কবিরাজ ৯৫। মোহাম্মদ আলী ছাহেবান।

প্রদেশ ব্যাপী অস্বাভাবিক প্লাবনজনিত কারণে যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য অনিবার্য কারণে সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া রংপুর হারা-গাছের মাননীয় পরিষদ-সদস্য মৌঃ এমাদ উদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, জম্‌ঈয়তের জেনারেল কমিটীর সদস্য ঢাকার মৌলবী রইছুদ্দীন আহমদ এবং ময়মনসিংহের মওলানা তমিযুদ্দীন ছাহেবান তার-বার্তায় আর রাজশাহী যিলার জনাব আলহজ—মওলানা আব্বাছ আলী, মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ, মওঃ মোঃ ইব্রাহীম, ঢাকার মওলানা আবুল কাছেম রহমানী, বগুড়ার মওলানা ওছমান গণী, রংপুরের মওঃ মোঃ ইছহাক, এবং ময়মনসিংহ হইতে মৌঃ শেইখ মোঃ মযকুর, মওলানা কফিলুদ্দীন, মওঃ মোঃ মোস্তাকীম এবং মওলবী আবদুল লতীফ বি, এ, ছাহেবান দুঃখ প্রকাশ এবং সভার সাফল্য কামনা করিয়া চিঠি প্রেরণ করেন।

বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকায় সভারকার্য যথারীতি শুরু হয়। সর্বপ্রথম সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধ-ক্রমে জনাব আলহাজ মওলানা আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ছাহেব পবিত্র কোর-আন তোলাওত করেন।

অতঃপর জনাব সভাপতি ছাহেব উপস্থিত—সকলকে সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। সভাপতি ছাহেবের প্রারম্ভিক ভাষণের পর সেক্রেটারী ছাহেব সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে চিরাচরিত প্রথায় বিগত বৎসরের জম্‌ঈয়ত ও প্রেসের নিম্নলিখিত আয় ব্যয়ের হিসাব এবং জম্‌ঈয়তের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট পাঠ করিয়া শুনান।

পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীছ।

১৯৫৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৪ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—			ব্যয়—		
বাবৎ	ফিৎরা—	২৬৯৫।/০	বাবৎ	বেতন—	৪৩২৯॥০
„	কোরবানী—	১৩১৯ ৻১০	„	যাতয়াত খরচ—	২১২॥৶০
„	যাকাৎ—	২৮১৭ ৶০	„	কাগজ, খাতা, প্রভৃতি—	১২৭।৶০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়—		ব্যয়—	
বাবৎ উশর—	১৪৯৬/০	বাবৎ ষ্টেশনারী—	২৯৸৶০
„ এককালীন—	১৩৬৫।০	„ ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেহমান—	১৭০ ৶৫
„ মাসিক চাঁদা—	৮২৸০	„ ডাক খরচ—	২০৯৸৶৫
„ ছাদকা—	৯৲	„ পত্রিকা ক্রয়—	৯৬৵১০
„ অজ্ঞাত—	১৯০৵০	„ সভার খরচ—	৫২৪৸/০
„ বিবিধ—	৫৮৸০		
	৮৬৯৬।৶১০		৫৭০০৲

বার মাসে মোট আয়—	৮৬৯৬।৶১০
বার মাসে মোট ব্যয়—	৫৭০০/০
উদ্বৃত্ত—	২৯৯৬।৵১০

আলোচ্য বৎসরে যিলাওয়ারী হিসাবে বিভিন্ন যিলার আদায় নিম্নরূপ—

পাবনা—	২৯৭১।/০
ময়মনসিংহ	১৫২৯৸৶০
রঙ্গপুর—	১৩৯১।৶০
খুলনা—	৬৯৭৸০
রাজশাহী—	৬৪৬৸৵০
ঢাকা—	৪০৬।৶০
বগুড়া—	৩৪০৸৶০
দিনাজপুর—	২৫৬।/০
ফরিদপুর—	১৬৪৲
কুষ্টিয়া—	১৪৸৵০
বরিশাল—	৩০৲
ত্রিপুরা—	২৮৲
মুর্শিদাবাদ—	১৪৸০
শ্রীহট্ট—	৪৲
	৮৬২৭৸৵১০
অন্যান্য উপায়ে আদায়—	৬৮৸/০
মোট—	৮৬৯৬।৶১০

মোট আদায়ী টাকার মধ্যে জনাব প্রেসিডেণ্ট ছাহেব একাই সংগ্রহ করেন ২৪৪৯৸/০। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার গ্রাহক বাবৎ আদায় করেন প্রায় ৪০০৲ টাকা। মুবাল্লিগগণের মধ্যে মওলানা আবদুল হক ছাহেবের আদায়ের পরিমাণ ৭০৪।৶১০, গ্রাহকের চাঁদাসহ প্রায় সাড়ে নয় শত টাকা এবং মওলানা যিল্লুর রহমান ছাহেবের আদায় ৭২^"১০, গ্রাহক সহ পৌনে আট শত টাকা মাত্র। সেক্রেটারী ছাহেব আদায় করেন ৩৩৯৵১০, গ্রাহক সহ সাড়ে চারি শত টাকা, অন্যান্য আদায়কারীর মিলিত আদায়ের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ছয় শত টাকা। অবশিষ্ট টাকা সদর দফতরে মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত।

আল-হাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস।

১৯৫৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৪ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—		ব্যয়—	
বাবৎ প্রিণ্টিং চার্জ—	৪৫৭৮৸৵০	কাগজ ক্রয়—	১৫৪৩৸/১০
„ পুস্তক বিক্রয় ও কমিশন—	৪৯৮৸১০	কালি ও শিরীষ—	১৯৬৸৵০
„ তর্জুমানের বার্ষিক চাঁদা—	৪১৮৯ ৵০	কর্মচারীদের বেতন ও	
„ „ নগদ বিক্রি—	৬২৸৵০	দফতরীর আজুরা—	৫০২৪৷০

www.ahlehadeethbd.org

আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—		ব্যয়—	
„ এককালীন দান—	২৭৲	ডাক খরচ—	৩৩৫৷৷৶১৫
„ বিজ্ঞাপন—	২৪৭৷৷০	প্রেস গৃহ মেরামত ও প্রেস সরঞ্জাম ক্রয়—	৫৬৷৷৶০
„ বিবিধ—	৪২ ৶১০	স্টেশনারী—	১৭৸৶০
	৯৬৪৬৷৶০	সোডা, কেরোসীন তৈল, রশি, ময়দা, প্রভৃতি—	৫৯ ৶১০
বার মাসের মোট আয়—	৯৬৪৬৷৶০	ঘর ভাড়া—	৩৪৩ ৶৫
„ মোট ব্যয়—	৭৭৯৫৷৷৶১০	লাইট চার্জ, মবিল অয়েল প্রভৃতি—	৯৬৷০
	১৮৫০৷৷৶১০	রাহা খরচ—	৬১ ৶০
পূর্ব বৎসরের ঘাটতি—	১৮৮৶১০	অন্যান্য—	৬১৸০
উদ্বৃত্ত—	১৬৬২৷৷০		৭৭৯৫৷৷৶১০

প্রতি বৎসর প্রেস ফণ্ডে আমরা লোকসান দিয়া আসিয়াছি, এবার উপরোক্ত উদ্বৃত্তির প্রধান কারণ: প্রেসে ভোটার্স লিস্টের কাজ করিয়া কিছু আয় হইয়াছিল। উহা না হইলে এবারও বিপুল পরিমাণ ক্ষতির বোঝা আমাদিগকে বহিতে হইত।

আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশের পর তিনি বিগত দেড় বছরের জমঈয়তের কর্মতৎপরতার বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের প্রধান কাজ তব্‌লীগে ইছলামের বৈজ্ঞানিক প্রচারণা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জমঈয়ৎ উহার সৃষ্টি হইতে মৌখিক ও লৈখিক উভয়বিধ উপায়ে প্রচার কার্য চালাইয়া আসিয়াছে। আলোচ্য সময়ে জমঈয়তের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে 'নির্বাচনী-নীতি' এবং 'যরূরী আবেদন' নামে দুইটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রদেশের সর্বত্র— প্রচার করা হয়। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্রেও উহার সম্পূর্ণ অথবা সারমর্ম প্রকাশিত হয়। 'তারাবীহর নামায ও জামাআত' শীর্ষক জনাব প্রেসিডেন্ট মহোদয় লিখিত একটি গবেষণাসমৃদ্ধ পুস্তিকার— মুদ্রন কার্য এখন সমাপ্তির পথে। কাগজের অভাবে আপাততঃ উহার মুদ্রন কার্য স্থগিত রহিয়াছে। কন্‌ট্রোল দরে কাগজ প্রাপ্তির চেষ্টা চলিতেছে।— শীঘ্রই মুদ্রন সমাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। নানা অসুবিধা এবং বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়াও জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছের প্রকাশ অব্যাহত রাখা হইয়াছে। তর্জুমানের সুযোগ্য সম্পাদক জনাব হযরত মওলানা ছাহেব প্রাণান্তকর দীর্ঘস্থায়ী— পীড়ার জন্য ৪র্থ বর্ষের ১ম হইতে ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত— তাঁহার গবেষণামূলক অমূল্য রচনাবলীদ্বারা পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেও ৪র্থ সংখ্যা হইতে পুনঃ অসুস্থ্য শরীরেই কলম ধরিতে শুরু করেন এবং ৫ম বর্ষের ৩।৪ সংখ্যা পর্যন্ত কম-বেশী লিখা চালাইয়া যান। বিগত ১৮ই জুলাই সাঙ্ঘাতিক ভাবে নূতন আক্রমণ এবং স্বাস্থ্যের চরম অবনতির ফলে তর্জুমানের বৈশিষ্ট বর্জিত অবস্থায় আমাদিকে ৫ম সংখ্যা বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে। তবু সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সান্ত্বনার বাণী এই যে, আমরা এরূপ অবস্থাতেও পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখি নাই।

প্ল্যাট ফরমের মারফত জমঈয়তের প্রচার কার্য যথাপূর্ব চালু রাখা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে— পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের উদ্যোগে পাবনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহরে যথেষ্ট ধুমধামের সহিত কতিপয় সভার— আয়োজন করা হয়। ১৯৫৩ সনের ১৪ই জুলাই জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট জনাব হযরত মওলানা— মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব পাবনা টাউন হলে বস্ত্রশিল্পীদের এক সভায় যোগ-দান এবং বক্তৃতা করেন। ২২শে জুলাই আমাদের দফতর সন্নিহিত আহলেহাদীছ জামে মছজিদে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সেক্রেটারী মওঃ সৈয়েদ মুছলেহ উদ্দীন এবং পাবনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমবায়ে পাকিস্তানে ইছলামী শাসন-সংবিধান— প্রতিষ্ঠার দাবীতে একটি সম্মিলিত সভা আহ্বানের জন্য পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী ৩১শে জুলাই পাবনা তরকারী বাজারে জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এক— আজিমুশ্‌শান সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং কতিপয় যরূরী প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার রিপোর্ট বিভিন্ন সং-বাদ পত্রে প্রকাশ লাভ করে। ২৩শে অক্টোবর জিন্নাহপার্কে আয়োজিত বিরাট ধর্ম সভায় জমঈয়-তের প্রেসিডেন্ট প্রধান বক্তা এবং সভাপতি— রূপে উপস্থিত প্রায় ৫ হাজার শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে এক অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত সভায় সেক্রে-টারী ছাহেবও দুর্নীতি দূরীকরণের ইছলামী উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২০শে নভেম্বর পাবনা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট কিছু-ক্ষণের জন্য যোগদান এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। ২৭শে নভেম্বর জমঈয়তের উদ্যোগে পাবনা টাউন হলে ছউদী আরবের ভূতপূর্ব সম্রাট ছুলতান আবদুল আযীয ইবনে ছউদ এবং ছিরতুন্নবীর প্রথিত-যশা লেখক স্বনামধন্য আলেম আল্লামা সৈয়েদ ছুলায়-মান নদভীর মহাপ্রয়াণে এক শোক-সভা প্রতিপা-লিত হয়। জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট মহোদয় উহাতে সভাপতি এবং প্রধান বক্তা হিসাবে যোগদান— করেন। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মওলবী রজব আলী বি, এল এবং মওলানা মওলা বখ্‌শ ছাহেব নদভী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। জমঈয়তের একক প্রচেষ্টায় এবং উহার কর্মীবৃন্দের আপ্রাণ উৎসাহে ১৯৫৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর— আহলে হাদীছ জামে মছজিদ প্রাঙ্গণে এবং ১৯৫৪ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে প্রচুর ধুমধাম এবং জাঁকজমকের সঙ্গে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুই সভায় বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জমঈয়ত— প্রেসিডেন্ট বলিষ্ঠ কণ্ঠে জমঈয়তের নির্বাচনী নীতির ব্যাখ্যা এবং মুছলিম জনগণের কর্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি-পূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত দুই সভায় নির্বাচন সম্বন্ধে যে নীতি ঘোষিত এবং ব্যাখ্যাকৃত হয় উহা পূর্বাহ্নেই বিভিন্ন কমিটি সভায় সংশ্লিষ্ট সদস্যবর্গের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয়। নির্বাচনে জমঈয়ত গতানুগতিক পথে গড্ডা-লিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া না দিয়া ধর্ম ও রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি ছাড়া দল নির্বিশেষে উপযুক্ত— প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় লীগ বিরোধী কোন কোন দলে যখন রাষ্ট্র বিরোধী এবং ইছলামী শাসনের বিরুদ্ধা-চারী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব স্বার্থহীন ভাবে প্রমাণিত হয় এবং মুছলিম লীগের শতাধিক দোষত্রুটী সত্ত্বেও রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি উহার অন্ততঃ মৌখিক অনুরাগ এবং ইহার পোষকতায় কিছু কিঞ্চিৎ বাস্তব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তখন শেষোক্ত দল-কেই সমর্থনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই জন্য জমঈয়ত বৃহত্তর জনগণ এবং সংগঠিত রাজ-নৈতিক দল সমূহের বিরাগ ভাজনের আশংকা— উপেক্ষা করিয়াও শুধু আদর্শের খাতিরে একমাত্র ইছলাম এবং পাকিস্তানের স্বার্থে বিপজ্জনক পথে পা বাড়াইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। এই ব্যাপারে জমঈয়ত সরকার কিম্বা লীগ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দিক দিয়াই কোনরূপ সাহায্য অথবা সহযোগিতার জন্য লালায়িত হয় নাই এবং বাস্তবক্ষেত্রে সামান্যতম সাহায্যও প্রাপ্ত হয় নাই।

বিগত ১৬ই এপ্রিল পাবনা টাউন হলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও জমঈয়তের উদ্যোগে ইকবাল স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট সভা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পতিত্ব করেন এবং তিনি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। জমঈয়তের সেক্রেটারী ইকবাল সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করেন। এই সব সভা ছাড়াও শালগাড়ীয়া, রাঘবপুর পূর্ব ও দক্ষিণপাড়া, টাউনের বিভিন্ন স্থান, পাবনা আহলেহাদীছ জামে মছজিদ, কৃষ্ণপুর, কুলুনিয়া, খয়েরসুতি প্রভৃতি মছজিদে সেক্রেটারী, মুবাল্লিগদ্বয় এবং বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্ট ছাহেব মুছলমানদের উদ্দেশ্যে বহু ওয়াজ নছিহত ফরমান। প্রেসিডেন্ট ছাহেবের নির্দেশক্রমে জমঈয়তের বাস্তব কর্মতৎপরতার অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে রাঘবপুর ও শালগাড়ীয়া গ্রামদ্বয়ের মুছলমানদের নামায, রোযা এবং শরীঅতের অন্যান্য বিধান নিয়ম নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালন এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ সমূহের সংস্কার সাধনের জন্য জমঈয়তের কর্মীবৃন্দ তৎপরতা দেখান এবং এ জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে— চেষ্টিত হন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জমঈয়ৎ-সভাপতির বিরামহীন দাওয়াতপত্র ও আহ্বান আসিতে থাকে। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন এবং তর্জুমানের কাজে সদা-ব্যস্ততার জন্য তিনি অধিক আহ্বানেই সাড়া দিতে অক্ষম হন। বিশেষ যরূরী বিবেচনায় মাত্র কতিপয় স্থানে এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে তিনি অসুস্থ্য শরীরেও যোগদান করিতে বাধ্য হন।

১৯৫৩ সনের ২৭শে মে হইতে ২৯শে মে পর্যন্ত জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেব দিনাজপুর যিলায় অবস্থান করিয়া তথাকার কর্মীদের সহিত মিলিত হন এবং দিনাজপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত স্টেশন মছজিদে ওয়াজ নছিহত করেন। ১৪ই মে তিনি রংপুর— মহিমাগঞ্জ ইলাকায় গমন করেন এবং গুলিয়ার বিরাট ঈদগাহে ঈদুল ফিৎরের নামায পড়ান। ২২শে জুন পর্যন্ত তিনি মহিমাগঞ্জ ইলাকার বিভিন্ন গ্রাম ছফর করিয়া জমঈয়তের পয়গাম পৌছান এবং অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ২৩শে জুন তিনি গাইবান্ধা মহকুমায় তশরীফ নেন এবং অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও চাপাদহের কতিপয় মছজিদের স্থলে— নব-নির্মিত বিরাট জামে মছজিদে জুমা'র নামায পড়ান এবং আহলে জামাতের নিকট জমঈয়তের পয়গাম পৌছাইয়া উক্ত অঞ্চল হইতে জমঈয়তের জন্য আদায়ের নিয়মিত ব্যবস্থা করেন। উক্ত অঞ্চলের কর্মীবৃন্দের সহিত জমঈয়তের আদর্শ ও কার্যসূচী সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈঠকে আলোচনার পর তিনি ৩০শে জুন গাইবান্ধায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সদরের জমঈয়তের কর্মী ও হিতৈষীবর্গের সহিত জমঈয়ৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৫ই জুলাই জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেব রাজসাহী সহরের জমঈয়তের কর্মীবৃন্দ এবং আহলে জামাতের সহিত মৌলবী আবদুল কুদ্দুছ এম-এ, ছাহেবের বাসগৃহে একত্রিত হন এবং সুদীর্ঘ সময় গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় অতিবাহিত করেন এবং পরে সহরের জমঈয়তের হিতৈষী— বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি সদর দফতর হইতে সদল বলে কুষ্টিয়া যিলার পাথরবাড়িয়া গমন করেন। ৩ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিয়া একটি জটিল মাছায়েলী সমস্যার সঙ্কট দূরীভূত এবং মযহবী গোলযোগ ও শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া পারস্পরিক ছমঝোতা এবং নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করিয়া আসেন। তথায় তাঁহাদের উপস্থিতিতে এক ধর্মীয় আম জলছারও অধিবেশন হয়। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে কয়েক দফায় তিনি দিনাজপুর যিলা ছফর করেন এবং বিভিন্ন জলছায় ও বিরাট জনসভায় ইছলামের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা করেন। ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল রংপুর হারাগাছে অনুষ্ঠিত আজিমুশ্শান ইছলামী সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়— কোরআন ও হাদীছের আলোকে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

১৯শে এপ্রিল জমঈয়তের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছাহেব সেক্রেটারী এবং মুবাল্লেগে আমুমী মওলানা আবদুল হক হক্কানী ছাহেবান সহ খুলনা যিলার অন্তর্গত পাথর ঘাটা ও ঝাউডাঙ্গায় খুলনা-যশোহর যিলা জম-

www.ahlehadeethbd.org

ঈয়তে আহলে হাদীছের জেনারেল কমিটী ও সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে গমন—করেন। ২০শে এপ্রিল জেনারেল কমিটীর সভায় খুলনা ও যশোহর যিলার ৩৪ টি জামাআত হইতে প্রায় একশত জন সদস্য যোগদান করেন। জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেব তাঁহাদের সম্মুখে পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহলে হাদীছের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া শোনান এবং যিলা জম্ঈয়তের কর্তব্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। ২১শে এপ্রিল সাধারণ সভার অধিবেশনে বেদনাক্রান্ত অবস্থায় সভাপতির আসনে বসিয়া বসিয়া তিনি আহলে হাদীছ আন্দোলনের তাৎপর্য, ইছলামী জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা, ইছলামী শাসনপদ্ধতির নমুনা, পাকিস্তানের লক্ষ্য এবং জাতীয় জয়যাত্রায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের দান ও ইতিকর্তব্য, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। জম্ঈয়তের সেক্রেটারী বাঙলা ভাষায় ইছলামী সাহিত্যের—প্রচার এবং মুবাল্লেগ মওঃ হক্কানী ছাহেব ইছলামের উদার নীতি ও মুহ্‌লিম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য—সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৭ই মে প্রেসিডেন্ট ছাহেব তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বিলাত-প্রত্যাগত জনাব ডক্টর আবদুল বারী ও মওঃ হক্কানী ছাহেবান সহ রংপুর জুমারবাড়ীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সমিতির সভায় যোগদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় ওলামা সমিতি জম্ঈয়তের অন্তরভুক্ত ইলাকা সমিতিতে রূপান্তরিত হয়। ৩০শে মে জনাব মওলানা ছাহেব পাবনা হইতে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের বল্লা অভিমুখে রওয়ানা হন। তথায় ৩ সপ্তাহাধিক কাল অবস্থানপূর্বক বিভিন্ন সভায় যোগদান এবং মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান ছাড়াও জামাআতী তন্‌যীমের ব্যবস্থা করেন এবং বল্লা মছজিদ পাকা করার কাজের জন্য ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে পাবনা-ময়মনসিংহ বোর্ডারের বোয়ালকান্দির চর, কাকুয়া, ইছাপাশার চর, কুকুরিয়ার চর এবং ঢাকা যিলার ধামড়াই অঞ্চলের—বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ছফর করিয়া লোকদিগকে ইছলামের পানে এবং শরীঅতের পাবন্দির দিকে আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি ১৩ই জুলাই নৌকাপথে ঢাকায় পৌঁছেন। ঢাকায় সপ্তাহকাল সুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন বৈঠকে জামাআতী কর্মীবৃন্দের সহিত একত্রিত হন এবং জম্ঈয়তের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

বিগত ১৯৫৩ সনের জুলাই মাস হইতে জম্ঈয়ত প্রেসিডেন্ট দফতর সন্নিহিত জামে মছজিদে দর্ছে কোরআনের ক্লাস পুনরারম্ভ করিয়া দেন এবং ১৯৫৪ সনের এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া উহা নিয়মিত ভাবে—চালাইয়া যান। পাবনা সহর এবং উপকণ্ঠের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহু উৎসাহী শ্রোতা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও নিয়মিতভাবে এই দর্ছে কোরআনের ক্লাসে যোগদান করিয়া উপকৃত হন।

জম্ঈয়তের সেক্রেটারী একবার ঢাকায় এবং বিভিন্ন দফায় জামালপুর মহকুমায় গমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ এবং জম্ঈয়তের সংগঠনমূলক কাজে কর্মী ও জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করেন। গত ঈদুল ফিৎরের অব্যবহিত পর তিনি ময়মনসিংহ যিলার সদর ও জামালপুর মহকুমায় এক ব্যাপক ছফরে—বহির্গত হন। জামালপুর, শরিফপুর, শরিষাবাড়ী, গোয়াডাঙ্গা এবং মাদারগঞ্জের বিভিন্ন জলছা এবং বহু বৈঠকে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ২৭টি জামাত হইতে অর্থ আদায়ের কার্য সমাধা করিয়া তিনি পক্ষাধিককাল পর সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করেন। রামাযান মাসে তিনি এক দিনের জন্য রাজসাহী সহরে গমনপূর্বক জম্ঈয়তের প্রচার এবং অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

মুবাল্লেগ মওঃ আবদুল হক হক্কানী ছাহেব বিভিন্ন ছফরে জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেবের সহগামী হওয়া ছাড়াও রামাযান মাসের মধ্যকাল হইতে পৃথক ভাবে তিনি দুই মাস অবধি বগুড়া ও রংপুর যিলার ৪৬টি জামা'ত পরিভ্রমণ পূর্বক আদায় ও প্রচার কার্য চালন এবং বিভিন্ন সভায় তবলীগে দ্বীনের কার্য পরিচালনা এবং জম্ঈয়তের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচার করেন।

মুবাল্লেগ মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী অফিসের কাজে সামন্বিক ভাবে সহায়তা ছাড়াও পাবনা সহর ও উপকণ্ঠে আদায় কার্য পরিচালনা— করেন।

আলোচ্য সময়ের প্রথম দিকে মুবাল্লিগ মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছলফী ছাহেব বগুড়া, রাজশাহী এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ পূর্বক জমঈয়তের প্রচার এবং আদায়ের জন্য চেষ্টিত হন।

এতদ্ব্যতীত রাজশাহীর মওলবী রহীম বখ্‌শ, ময়মনসিংহের মওলানা মতিয়ুর রহমান খাঁ ও— রঙ্গপুরের মওলবী আবদুল জব্বার কমিশন ভিত্তিতে আদায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কার্য চালাইয়া যান। যে সব কর্মী এই বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে উল্লেখযোগ্য আদায় এবং প্রচার কার্য চালান তাঁহাদের মধ্যে রাজশাহীর মোঃ মোঃ জর্জিস, মওঃ আবু সাইদ মোহাম্মদ, ফরিদপুরের মওঃ আবদুর রায্‌যাক,— দিনাজপুরের মোঃ আবদুল মতীন, ময়মনসিংহের মওঃ কফিলুদ্দীন এবং সিরাজগঞ্জের মোঃ যমিরুদ্দীন ও ইয়াকুব ছাহেবানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর সেক্রেটারী ছাহেব রাজনীতির সহিত জমঈয়তের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান না করিলেও দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নয়। জমঈয়তের কার্যারম্ভের গোড়া হইতে সভা সমিতির আলোচনা ও প্রস্তাব এবং পত্রিকা ও পুস্তিকার মারফত দেশবিদেশের রাজনীতি, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমস্যায় জমঈয়ত উহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত— করার এবং জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। বিগত আইন পরিষদের নির্বাচনে জমঈয়ত মুছলমানদের সম্মুখে পাকিস্তান এবং ইছলামের স্বার্থে যে কর্তব্য নির্দেশ এবং হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত করিয়াছিল উহার সত্যসত্য অল্প দিনেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বিগত দুই মাসের অভূতপূর্ব প্লাবনে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান এবং বিশেষ করিয়া রঙ্গপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা ও ত্রিপুরা যে কল্পনাতীত দুর্দশা এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তৎসম্পর্কে জনপ্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের অসহযোগী মনোভাবের জন্য জমঈয়ত উহার স্বল্পসংখ্যক কর্মী লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণের বিশেষ সার্থকতা খুঁজিয়া না পাওয়ায় আর্ত মানবতার দুঃখ অপসারণের উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হইতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে উহার পূর্ণসুযোগ গ্রহণের জন্য জনগণকে কার্যকরী উপদেশ প্রদান এবং প্লাবন ও তৎজনিত দুর্দশার কবল হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা ও পানা ভিক্ষার আবেদন পেশ করে। উক্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রদেশের সর্বত্র প্রচার করা হয়।

উপরোক্ত কার্যাবলীর উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে— সেক্রেটারী ছাহেব বলেন, জমঈয়তের কর্মীর অভাব এবং অসংখ্য বাধা বিপত্তিজনিত অসুবিধার বিবেচনায় এই তৎপরতাকে নিরাশব্যঞ্জক বলা না চলিলেও উহা একটি মহান তবলিগী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। জামা'তের তন্‌যীম ও সংগঠনমূলক কাজে জমঈয়তের কর্মসূচীকে রূপদান করার ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। খুলনা-যশোহর যিলা জমঈয়ত ছাড়া এই ব্যাপারে কোন উৎসাহ ও তৎপরতা কোথাও বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় নাই। রাজশাহী— কন্‌ফান্সের পর সুদীর্ঘ ৫ বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন স্থানে কন্‌ফারেন্স আহ্বানে সাড়া জাগান সম্ভব— হইয়া উঠে নাই। জমঈয়তের উদ্দেশ্য ও আদর্শের ব্যাপক প্রচার, আন্দোলন জোরদারকরণ এবং সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা মোটেই যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য সাধনে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার অপরিহার্যতার কথা বার বার বলা হইয়াছে। এ জন্য মাঝে মাঝে দৈনিক পত্রিকাসমূহের সাহায্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণও একান্ত ভাবে প্রয়োজন। মোট কথা জমঈয়তের অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইলে উহার বাস্তব কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গেই জমঈয়ত ও তর্জুমানের দফতর এবং প্রেস পাবনা হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করণের প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করার এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌছার জন্যই বিশেষ ভাবে এই সভা আহূত হইয়াছে।

অতঃপর সেক্রেটারী ছাহেব ঢাকা এবং পাবনার সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সদস্যবৃন্দের মতামত আহ্বান করেন। পাবনা এবং মফস্বলের সদস্যবৃন্দের মতামত জ্ঞাপন এবং সভাপতি মহদোয় কর্তৃক উহার পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। সুদীর্ঘ আলোচনা ও বহু চিন্তা ভাবনার পর পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের বিভিন্ন কমিটীর এই যরূরী যুক্ত সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, জমঈয়তের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, তবলীগে-দ্বীনের কাজ সম্প্রসারণ এবং জমঈয়ত ও তর্জুমানুল হাদীছের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রচার সংখাবৃদ্ধির জন্য জমঈয়ত ও তর্জুমানের দফতর এবং আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস পাবনা হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিতকরণ একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু জমঈয়তের প্রেরণার উৎস ও তর্জুমানের শক্তিস্তম্ভ জমঈয়তের যোগ্যতম সভাপতি হযরত মওঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের বর্তমান শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি এবং দেশব্যাপী সর্বধ্বংসী মহাপ্লাবনজনিত কারণে দেশবাসীর ব্যাপক দুর্গতি ও আর্থিক সঙ্কটময় পরিস্থিতির বিবেচনায় আপাততঃ স্থানান্তরের কার্য স্থগিত রাখা হউক।

২। এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে জমঈয়তের প্রেসিডেণ্ট জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবকে এই ক্ষমতা প্রদান করিতেছে যে, ভবিষ্যতে যখন তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য এবং দেশের অবস্থাকে দফতর স্থানান্তরকরণ কার্যের অনুকূল বিবেচনা করিবেন তখন তিনি দ্বিতীয় কোন সভা আহ্বান না করিয়াই উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হওয়ার পর দফতর স্থানন্তরকরণ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, জমঈয়তের দফতর যখন কলিকাতা হইতে পাবনায় স্থানান্তরিত হয় তখন দফতর চিরদিন এইখানেই অবস্থিত রহিবে, নানাকারণে এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল এবং এই জন্যই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচে জমঈয়তের প্রেস গৃহ নির্মাণ করা হয়। আজ মাত্র ৬ বৎসর পর এখান হইতে যদি পুনঃ স্থানান্তরিতই হইতে হয়—তাহা হইলে প্রেসগৃহ সম্পর্কে কি করণীয় সে সম্পর্কে পাবনার আহলে জামা'তের একটা বিবেচনা সম্মত ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই আবেদনের ফলে পাবনা সহরের সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ সকলের সম্মুখে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, জমঈয়ত যাহাতে আর্থিক দিকদিয়া ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইবে।

অতঃপর দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিক প্লাবনের ফলে দেশের উদ্ভূত সঙ্কটজনক আর্থিক পরিস্থিতিতে এবং জনগণের ব্যাপক দুর্দশায় জমঈয়তের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক আবেদন প্রচার ও সেক্রেটারী কর্তৃক প্লাবনবিধ্বস্ত ইলাকার বিশিষ্ট জমঈয়ত-কর্মীদের সহিত পত্রালাপ এবং তাঁহাদের মারফত ক্ষয়ক্ষতি এবং—সাহায্য দান ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে সভাস্থ সকলকে অবহিত করার পর কতিপয় সদস্য তাঁহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দান করেন। এ সম্পর্কে যথাবিহিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কর্মী সংখ্যার স্বল্পতা সত্বেও জমঈয়তের পক্ষ হইতে স্বল্পবিস্তর কাজ করার প্রয়োজনীতা ছিল কিন্তু জনপ্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের অসহযোগিতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শুধু নাম জাহির—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতরণের কোনই সার্থকতা নাই। এই অবস্থায় সরকারী তত্ত্বাবধানে যে সাহায্য বিতরিত হইতেছে তাহা যাহাতে সঠিক ভাবে প্রকৃত অভাবগ্রস্থদের নিকট পৌছে সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য জমঈয়ৎ কর্মীদের প্রতি আবেদন জ্ঞাপন এবং সরকারের নিকট তাঁহাদের সাহায্যের পরিমাণ—বৃদ্ধি এবং উহার সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানান হয়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রাত্র ৯ ঘটিকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
সেক্রেটারী, পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীছ।

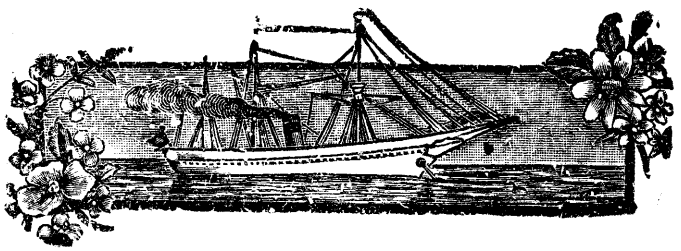

সমর্পণ

—আতাউল হক,

মোর গুলিস্তানে বাজাই আমার রিক্ত বীণ;
তা'র গুঞ্জনে আজ জাগ্‌ল কেবল তিক্ত চিন্,
রিক্ত হীন!
আমার বীণায় পরশ তব
যে-সুর আনে অভিনব,
ওগো, সে-সুর ফোটায় শূন্য শাখে ফুল শিরীণ,
লাল জরীণ!
এ-বীণা তাই তোমার করে
তু'লে দিলাম চিরতরে;
তুমি বাজাও ওগো, বাজাও তা'রে রাত্র-দিন,
রিনিন্ ঝিন্!
আজ লুপ্ত হউক রিক্ত চোখের সিক্ত চিন্,
আর ফুটুক সুপ্ত কুঞ্জে মঞ্জু ফুল শিরীণ,
লাল জরীণ!

———০:():০———

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

রছুলুল্লাহর (দঃ) দৈহিক সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুর্য

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি·এ, বি·টি,

মানবগুরু মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ-তবার (দঃ) স্বভাব ও চরিত্রে, আচরণ ও ব্যবহারে আল্লাহ তা'লা যেমন অপরূপ মাধুর্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন তেমনই তাঁহার দৈহিক গঠনে, রূপে ও রঙ্গে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব সুষমা ঢালিয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহার ছিরত লেখক, হাদীছসঙ্কলক,— কবি ও গাঁথকবৃন্দ তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থ এবং শত সহস্র গযল ও না'তের ভিতর তাঁহার রূপ ও গুণের বর্ণনা দানের চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের লেখনীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ হাদীছের বর্ণনা গুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য দৈনন্দিন আচরণ এবং চরিত্র মাধুর্যের সামান্য পরিচয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পাইব। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সহায় হউন! আমীন !!

(১)

আমরা প্রথম রছুলুল্লাহর (দঃ) দৈহিক আকৃতি, গঠন সৌন্দর্য এবং রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনাদানের চেষ্টা করিব।

হযরত আলী যখনই রছুলুল্লাহর (দঃ) রূপের বর্ণনা দিতেন তখনই বলিতেন, তিনি খুব লম্বা কিম্বা খুব খাঁট ছিলেন না, লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির, তাঁহার চুল অত্যন্ত কোঁকড়ান ছিল না আবার খুব সোজাও ছিল না। তিনি বলিষ্ঠ এবং বলবান ছিলেন, খুব বৃহদাকার ছিলেন না—খুব ক্ষুদ্রা-কারও ছিলেন না। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ছিল—গোলাকৃতি, দেহের রং ছিল লোহিত শুভ্র, চক্ষুর পুত্তলি ছিল ঘনকৃষ্ণ, আর চক্ষুপত্রের লোম ছিল সুলম্বিত। দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তীস্থল আর অস্থি ছিল মাংসল। বক্ষস্থলে মাত্র এক সারি চুল বিরাজমান ছিল। হাতের তালু আর পদযুগল ছিল পুরু। যখন তিনি হাঁটিতেন তখন তিনি এমন সুদৃঢ় ভাবে পদচারণা করিতেন, যে মনে হইত যেন একটি ঢালু স্থানে অবতরণ করিতেছেন। যখন তিনি ঘুরিতেন তখন তাঁহার সমস্ত দেহটাকেই একসঙ্গে ঘুরাইতেন। তাঁহার দুই স্কন্ধের মাঝামাঝি স্থলে মহুরে নবুয়ৎ অঙ্কিত ছিল, আর সেটা ছিল নবুয়তের চরমত্ব-প্রাপ্তির চিহ্ন। তিনি ছিলেন দান খয়রাতে শ্রেষ্ঠতম দাতা, রসনার ব্যবহারে সর্বাধিক সত্যবাদী, আচরণে সর্বাপেক্ষা ভদ্র, বংশ মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। যে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাইত তিনি তাহাকে চমকিত—ও সন্ত্রস্ত করিতেন, যে তাঁহার সহিত তার সহিত মেলামেশা করিত তিনি তাহাকে তাঁহার ভাল-বাসায় মুগ্ধ করিতেন। যে কোন বর্ণনাকারী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, لم ار قبله ولا بعده مثله - "আমি তাঁহার পূর্বে কিম্বা তাঁহার পরে তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। —তিরমিযি।

হযরতের (দঃ) দশ বৎসরের সেবক আনাছ বলেন, যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে—রছুলুল্লাহ (দঃ) শ্মশ্রুর পাকা চুলগুলি, অন্য রেওয়া-য়াতে মাথার পাকা চুলগুলি গণিতে পারিতাম। —বুখারী ও মুছলিম। এই উভয় গ্রন্থের অন্য রেও-য়াতে বর্ণিত হইয়াছে মৃত্যুর সময় হুযুরের মাথা ও দাড়ির সর্বমোট ২০টি মাত্র কেশ শুভ্র হইয়াছিল। তাঁহার কেশ কর্ণের মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বোখারীর রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার মস্তক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিল স্থূলকায় আর পদযুগল ও করতল ছিল পুরু এবং সুপ্রশস্ত।

আনছ বলেন, রছুলুল্লাহর বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, তাঁহার প্রশ্বাসে যেন মুক্তা ঝরিত। যখন হাঁটিতেন, দৃঢ়তার সহিত পদক্ষেপ করিতেন, আমি এমন কোন গদি কিম্বা রেশমী বস্ত্র দেখি নাই, যাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) করতল অপেক্ষা বেশী মসৃণ ছিল আর আমি এমন কোন মিশ্‌ক অথবা অম্বরের ঘ্রাণ পাই নাই যাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) দেহ-সৌরভ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ ছিল। —বুখারী ও মুছলিম।

জাবের ইব্‌নে ছামোরা বলেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত প্রাথমিক নামায সমাধা করিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে বহির্গত হইলাম। বালকবৃন্দ তাহাকে শুভ সম্ভাষণ জানাইল এবং হুজুর (দঃ) একের পর এক প্রত্যেকের গণ্ডদেশে তাঁহার পবিত্র হস্তের স্পর্শদান করিলেন। যখন তিনি আমার গালে হাত দিলেন তখন আমি এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম অথবা তাঁহার পবিত্র হস্তের সুগন্ধি পাইলাম, মনে হইল যেন তিনি তাঁহার দস্তমোবারক এই মাত্র একজন আতর বিক্রেতার থলিয়া হইতে বাহির করি আনিয়াছেন। —মুছলিম।

রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বদেহ হইতে সর্বদা এক—অভূতপূর্ব প্রাণমাতান সৌগন্ধ বাহির হইত। উপরোক্ত হাদীছ উহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার দেহ নির্গত এই সৌগন্ধের তেজ এত প্রখর ছিল যে তাঁহার ঘর্ম মোবারক এবং প্রক্ষিপ্ত প্রশ্বাসের মধ্যেও সেই সুগন্ধের রেশ পাওয়া যাইত। নিম্নোধৃত হাদীছ দুইটিতে উহার প্রমাণ মিলিবে।

হযরত জাবের বর্ণনা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন পথ দিয়া হাটিয়া যাওয়ার পর অজানিত ভাবে উক্ত পথ দিয়া কেহ তাহার অনুসরণ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিত যে, হুযুর (দঃ) এই পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ঘর্মের সুঘ্রাণ অথবা প্রশ্বাসের সৌরভ অতিক্রান্ত পথকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। —দারমী।

উম্মে ছুলায়ম বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট আসিয়া দিবসের মধ্যভাগে কিছুক্ষণের জন মধ্যাহ্ন নিদ্রার আরাম গ্রহণ করিতেন। উম্মে ছুলায়ম একটি চামড়া ছড়াইয়া দিতেন আর রছুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার পাক দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘাম বহির্গত হইত এবং উম্মে ছুলায়ম উহা তুলিয়া লইয়া সুগন্ধির পাত্রে ভরিয়া রাখিতেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, হে উম্মে ছুলায়ম, তুমি এ কি কর? তিনি উত্তরে বলিতেন, আমরা আপনার ঘর্ম মোবারক—আমাদের সুগন্ধির পাত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখি, কারণ উহা সমস্ত সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি, অন্য রেওয়ায়তে —হে রছুলুল্লাহ, আমরা উহা হইতে আমাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য বরকত কামনা করি। তিনি বলিতেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ।"

রছুলুল্লাহর (দঃ) দৈহিক সৌন্দর্যের সহিত তুলিত হইতে পারে এমন মানুষ অথবা কোন জিনিসের অস্তিত্ব পৃথিবীতে তখনও ছিলনা, আজও নাই। আকাশের চন্দ্র ও সূর্যের রূপও তাঁহার সৌন্দর্য-বিভব ও রূপচ্ছটার সম্মুখে ম্লান হইয়া পড়িত। এ-সম্পর্কে মাত্র দুইটি হাদীছ নিম্নে উধৃত হইল। জাবের ইবনে ছামোরা বলিতেছেন, একদা আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে চন্দ্রোদ্ভাসিত রজনীতে প্রত্যক্ষ করিলাম, আমি পর্যায়ক্রমে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আছমানের চন্দ্রের দিকে লক্ষ করিতে লাগিলাম। হুযুরের গায়ে তখন পরহিত ছিল লোহিত বর্ণের একটি জুব্বা—আমার স্পষ্ট বোধ হইল তিনি চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দরতর—উজ্জ্বলতর। —তিরমিযি ও দারেমী।

আবু ওবায়দা বলেন, আমি বুরাইএ বিন্‌তে—মুওয়াব্বাযকে অনুরোধ করিলাম, আমাদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) রূপ বর্ণনা করুন, তিনি বলিলেন, হে মোর বৎস, তুমি যদি তাঁহাকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে তিনি যেন এক উদীয়মান সূর্য। —দারেমী

স্বাভাবিক ভাবে সর্বদা তাঁহার পবিত্র চেহরায় লাবণ্যের আভা লাগিয়াই থাকিত কিন্তু যখন তিনি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খোশমেযাজ এবং প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন তখন যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে জ্যোতির সুষমা ঠিকরাইয়া পড়িত। কা'ব ইবনে মালেক বলিতেছেন, যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) পরিতুষ্ট হইতেন,— তখন তাঁহার চেহরা মোবারক হইতে আলো বিকীর্ণ হইতে থাকিত— এতদূর যে মনে হইত যেন তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের এক জ্যোতিষ্মান টুকরা। —বুখারী ও মুছলিম

كان رسول الله صلعم اذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر -

ইবনে আব্বাছ বলেন, যখন তিনি কথা বলিতেন তখন দেখা যাইত তাঁহার সম্মুখের দুই দন্তের মধ্য হইতে যেন আলো বাহির হইয়া আসিতেছে। —দারেমী।

মোট কথা তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে সে তাহার সৌন্দর্য-বিভায় মুগ্ধ ও মোহিত না হইয়া পারে নাই। তাঁহার দেহে সৌন্দর্যের পূর্ণ চিত্রায়ণ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার রূপের জ্যোতিতে চন্দ্রের আলোও— নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

(২)

হুযুরের (দঃ) প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে আল্লাহ স্বয়ং কোরআন মজীদে সাক্ষ্য দিতেছেন: এবং নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ মহিমায় দণ্ডায়মান।

و انك لعلى خلق عظيم

ছাবেক তওরাতে রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিত্র— সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ ছিল সে সম্বন্ধে হাদীছ গ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়ত মওজুদ রহিয়াছে। আমরা মেশকাত হইতে উহার একটি রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিতেছি। আ'তা ইবনে ইয়াছার হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আম্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিলাম,— তওরাতে— রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে— তাহা আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন,— আল্লাহর শপথ, কোরআনে বর্ণিত গুণাবলীর কতক তওরাতে হুবহু বর্ণিত হইয়াছে, হে নবী (দঃ) নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে— সাক্ষী রূপে, শুভ সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং নিরক্ষরদের জন্য রক্ষাকবচ রূপে প্রেরণ করিয়াছি। আপনি আমার দাস এবং রছুল। আপনাকে মুতাওয়াক্কেল নাম রাখিয়াছি, আপনি কটুভাষীও কঠোর প্রকৃতির লোক নহেন, বাজারে গোলমাল সৃষ্টিকারী নন এবং— অন্যায়ের দ্বারা অন্যায় বিদূরণ করেন না বরং আপনি মার্জনাকারী এবং ক্ষমাশীল। যে পর্যন্ত আল্লাহ তাঁহার দ্বারা কুটিল স্বভাব-সম্পন্ন জাতিকে প্রকৃতিস্থ না করিবেন সে পর্যন্ত তাঁহাকে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইবেন না, অবশেষে তাহারা এই কথা উচ্চারণ করিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। ইহারই সাহায্যে তিনি অন্ধ চক্ষু, বধিরকর্ণ এবং নিরুদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবেন। —বুখারী।

عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن عمرو قلت اخبرنى عن صفة رسول الله صلعم فى التوراة قال اجل والله انه لموصوف فى التورة ببعض صفته فى القران يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للاميين انت عبدى و رسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر و لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لااله الا الله ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا -

চরিত্রের সৌন্দর্যে ও মানুষের সহিত সুন্দর আচরণ ব্যবহারে তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ সৃষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় মহিমময় চরিত্র ও সদাচরণের পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম ভূষণ ছিল দয়া ও করুণা। এই গুণের সাক্ষাৎ

ان الله بعثنى لاتمام مكارم الاخلاق و كمال محاسن الافعال - شرح السنة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতীক ছিলেন তিনি। আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন: আপনাকে সৃষ্ট জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। অনুপম রহমত ও দয়াগুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই পবিত্র কোরআন মজীদে তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং করুণাশীল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين - رؤف الرحيم

তাঁহার চরিত্রের এই করুণ স্বভাব এবং কোমল প্রকৃতির জন্যই তিনি ছোট বড়, আপন পর, নিকট ও দূরবর্তী সকলের প্রিয়তম পাত্রে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন। করুণা বিতরণ ছিল তাঁহার রছুল জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদি তিনি এই সুন্দরতম গুণের অধিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নবী জীবনের চরম সাফল্য কিরূপ ব্যাহত হইয়া পড়িত কোরআন মজীদই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে: "আপনি যদি (দয়াশীল না হইয়া) কঠোর ও রুদ্র প্রকৃতির (লোক) হইতেন, তাহা হইলে আপনার চতুস্পার্শ্ব হইতে তাহারা অবশ্য দূরে সরিয়া পড়িত।" তিনি তাঁহার প্রতিপালক পরম প্রভু কর্তৃক যেমন ভাবে মুমিনদের জন্য তাঁহার রহমতের ছায়া প্রসারিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন কার্যক্ষেত্রে তিনি তাহাই করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

শুধু মুমেন আর মুছলমানদের জন্যই তাঁহার দয়ার প্রস্রবণরূপ অন্তর হইতে করুণার বারি— উৎসারিত হইত না, আহলে কেতাব ও কাফেরদের জন্যও উহা বর্ষিত হইত। অত্যন্ত মিষ্ট কথায় তিনি মুছলিম-কাফের নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে— আলাপ করিতেন এবং মধুর ভাষণে লোকদিগকে ইছলামের পানে আহ্বান জানাইতেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যাহাদিকে ভ্রষ্ট পথ হইতে সত্যপথে আনয়ন সম্ভব হইত না পরিণামে তাহাদের অন্তহীন দুর্দশার কথা ভাবিয়া তাঁহার সহৃদয় অন্তর দুঃখ,— এবং বেদনার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সহচরবৃন্দ এবং আজওয়াজে মুতাহ্হেরাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে রহস্যালাপ করিতেন, কথাকে রসাল ও শ্রুতিমধুর করিয়া বলিতেন এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে হাসিতেন কিন্তু কখনও অট্টহাস্য করিতেন না, কেবল মৃদু হাসিতেন, মানব জীবনে হাসি তামাসার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পার্থিব জীবনের একঘেয়ে শুষ্কতা দূরীকরণের জন্য মৃদু হাস্য ও সূক্ষ্ম রসবোধ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইছলাম সব ব্যাপারেই মধ্য পন্থাকে পছন্দ করিয়াছে, সীমা লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দেয় নাই। আনন্দের ভিতর অট্টহাস্য এই সীমা লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন। এই জন্য আদর্শ মানব রছুলুল্লাহ (দঃ) চরম আনন্দ মুহূর্তেও অট্টহাস্য করেন নাই।

মুছলিম কুলজননী হযরত আয়শা বলেন,— "মুখগহ্বর পরিদৃষ্ট হয় এমন ভাবে আমি কখনও রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অট্টহাস্য করিতে দেখি নাই। তিনি কেবল মৃদু হাসিতে অভ্যস্ত ছিলেন।"

—বুখারী

তাঁহার চেহরায় বিমর্ষতার ভাব পরিলক্ষিত হইত না। তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, হাসির— দীপ্তি তাঁহার মাধুর্যমণ্ডিত বদনমণ্ডলকে এক অপূর্ব আভায় রাঙাইয়া রাখিত। আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ বলেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিক— হাস্যোজ্জ্বল চেহরা আর কাহারও দেখি নাই।

—তিরমিযি।

রছুলুল্লাহ (দঃ) নবী হইলেও একজন মানুষ ছিলেন। সুখের সুসংবাদ ও জয়ের শুভবার্তা যেমন তাহার হৃদয়কে উল্লসিত করিত তেমনি দুঃখ ও বেদনা, শোক ও সন্তাপ তাঁহার মানবোচিত হৃদয়কে মর্মাহত এবং ব্যথাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। প্রিয় এবং আপনজনের শোকে তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায়ই অভিভূত হইতেন এবং তাঁহার বুক ফাটিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত, কিন্তু এখানেও তিনি— সীমার ভিতর অবস্থান করিতেন। আল্লাহর অবধারিত বিধানকে সমর্পিত হৃদয়ে স্বীকার করিয়া লইয়া ছব্র করিতেন, ধৈর্যধারণ করিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

মাত্র দেড় বৎসর বয়সে হযরতের (দঃ) পুত্র ইব্রাহীমের তিরোধানে তাঁহার পিতৃহৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার চক্ষু বাহিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতে থাকে। হযরতের এক দৌহিত্রের মৃত্যুর পর কতিপয় ছাহাবা সহ তিনি কন্যাগৃহে গমন করেন। মৃত শিশুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাতামহের স্নেহার্দ্র হৃদয় শোকে আকুল এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে. ছাহাবা ছা'দ বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এ কী, আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইহা রহমত যাহা আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত বান্দাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده فانما يرحم الله من عباده الرحماء ـ

—বুখারী ও মুছলিম।

রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিবারস্থ এক ব্যক্তির মৃত্যুতে গৃহস্থ নারীবৃন্দ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কান্না শুরু করিয়া দেন। হযরত ওমর ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ ও বিতাড়নের জন্য দণ্ডায়মান হন। এতদৃষ্টে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বলেন, হে ওমর উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কারণ তাঁহাদের চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহমান এবং—অন্তর বেদনাবিদ্ধ। —আহমদ ও নেছায়ী।

دعهن يا عمر فان العين دامعة و القلب مصاب ـ

শুধু আপন পরিজনের বিয়োগ ব্যথায় তিনি অভিভূত হন নাই, অপরের রোগ ও জরায় এবং বিয়োগ ব্যথায় তাঁহার সহৃদয় অন্তরে সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রবল উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর বলেন, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ছা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ, আবদুল্লাহ ইবনে মছউদ সহ পীড়িত ছা'দ ইবনে উবাদাকে দেখিতে যান। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) কাঁদিয়া ফেলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) কান্না দেখিয়া তাঁহারাও কাঁদিয়া ফেলেন। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, "তোমরা শুনিয়া রাখ, আল্লাহ চক্ষুর নীরব অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখবোধের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিবেন না" জিহ্বার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন "কিন্তু তিনি ইহার জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন।" —বুখারী ও মুছলিম।

মানব অন্তরে স্নেহমমতা, প্রীতি ও ভালবাসা রহমান ও রহীম আল্লাহ তা'লার অনন্ত রহমত ও বারিধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। যাহার অন্তরে এই গুণের সমাবেশ নাই আল্লাহ তাঁহাকে রহম করেন না।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা তাঁহার প্রিয় হাবিবকে রাউফুর রহীম এবং রহমাতুল্‌লিল আলামীন নামে বিভূষিত করিয়াছেন। হাদীছ শরিফে আমরা আল্লাহর দেওয়া রছুলের (দঃ) এই নামের চরম সার্থকতার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ত্রী পুত্র-কন্যা-দৌহিত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শী, মিল্লতে মুছলিমা, সমগ্র মানব জাতি এমনকি পশু-পক্ষী এবং জীব জানোয়ারের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা, অকপট প্রীতি ও ভালবাসা, অসীম দয়া এবং দাক্ষিণ্য, আন্তরিক সহানুভূতি ও সহৃদয়তার যে অনুপম ছবি দেখিতে পাই, জীবনের চরম শত্রু এবং জানী দুশমনদের হাতে পাইয়াও তিনি ক্ষমা ও মার্জনার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন জগতের ইতিহাসে তাহার কোনই [illegible] নাই, তাঁহার বিদ্বেষদুষ্ট এবং কুৎসা রটনাপ্রয়াসী চরম শত্রু ভাবাপন্ন জীবনী লেখকগণও এই সব গুণের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। আমরা নিম্নে এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ উধৃত করিতেছি:

আবু মূছা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "আমি মোহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্‌ফী, হাশের, তওবার নবী এবং—রহমতের নবী।" —মুছলিম।

হযরত আনাছ বলিয়াছেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা আপন পরিজনের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ আর কাহাকেও দেখি নাই।—

ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلعم .... الى الاخر ـ

Contents
www.ahlehadeethbd.org

তাহার পুত্র ইব্রাহীমকে মদীনার উপকণ্ঠে এক দুগ্ধ মাতার নিকট রাখা হইত। তিনি সেখানে পদ-ব্রজে গমন করিতেন। আমরা তাঁহার সঙ্গী হইতাম। তিনি তদীয় পুত্রের ধাত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কোলে লইতেন, চুম্বন করিতেন অতঃপর ফেরৎ দিতেন। —মুছলিম।

হযরত আবু হুরায়রা বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মাতা আমিনার সমাধিস্থলে গমন করিয়া নিজেও কাঁদিতেন, তাঁহার সঙ্গী সাথীদিগকে কাঁদাইতেন। —মুছলিম।

উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা বলিয়াছেন, যখনই হযরত ফাতেমা রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিতেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তখনই তাঁহার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া হাত ধরিয়া আগাইয়া আনিতেন, তাঁহাকে স্নেহবশে চুম্বন করিতেন এবং আপন আসনে বসাইতেন। আবু দাউদ।

হযরত (দঃ) প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হাছান এবং হুছাইন (রাঃ) কে কিরূপ আদর করিতেন, কোলে কাঁখে করিতেন, ঘাড়ে লইতেন, আপন কম্বলে জড়াইয়া সোহাগ করিতেন, হাদীছ ও ছিরত গ্রন্থে তাহার সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

শুধু আপন রক্তের রক্ত আর হৃদয় টুকরা সন্তান সন্ততি ই নয়, যে কোন শিশুকে তিনি কোলে করিতেন এবং আপন হৃদয়ের স্নেহ রসে সিক্ত করিয়া তুলিতেন। তাহাদের শিশু সুলভ অত্যাচার হাসি মুখে উপভোগ করিতেন। হযরত শিশুদিগকে বেহেশতের সদ্য অঙ্কুরিত পুষ্পরূপে আখ্যাত করিতেন। হযরত আয়েশা বলিতেছেন, একদা নবীর (দঃ) নিকট এক শিশু আনীত হইল, তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় ইহারা হইতেছে আল্লাহর انهم لمن ريحان الله — পুষ্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত। —মিশ্‌কাত।

এক দিন উম্মে কাইছ তাঁহার দুগ্ধপায়ী পুত্রকে লইয়া হুযুরের (দঃ) দরবারে হাযির হন। রছুলুল্লাহ (দঃ) শিশুটিকে লইয়া তাঁহার কোলে বসাইলেন। ছেলেটি হযরতের কাপড়ে পেশাব করিয়া দিল। হযরত পানি আনাইয়া উহা দ্বারা কাপড়টি ধুইয়া ফেলিলেন। —বুখারী ও মুছলিম।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তাহার পরিজনের সহিত আচরণে সর্বোত্তম। হযরত নিজ সহধর্মিণী দর সহিত সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা মুমিনদের জন্য দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহে হযরতের সুমধুর পারিবারিক জীবনের মনোরম ছবিগুলি আমরা প্রধানতঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) মারফত প্রাপ্ত হইয়াছি। তদ্‌বর্ণিত কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উধৃত হইল :

হযরত আয়েশা বলিতেছেন, আমি যখন এক ছফরে রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গিনী ছিলাম তখন তাঁহার সহিত দৌড়ের এক প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে হারাইয়া দেই। পরে আমি যখন মাংসল হইয়া পড়িলাম তখন আর এক দৌড়-প্রতিযোগিতায় তিনি আমাকে হারাইয়া দেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তখন রহস্যচ্ছলে বলিলেন, ইহা পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ। —আবু দাউদ। স্ত্রীদের অবসর বিনোদনের জন্য আনন্দ ক্রীড়া এবং নির্দোষ আমোদ প্রমোদের সুযোগ তিনি মাঝে মাঝেই প্রদান করিতেন। হযরত আয়েশা পুনঃ বলিতেছেন, একদা এক তাবুর তলে আমার কতিপয় সহচরীর সঙ্গে আমি ক্রীড়া করিতেছিলাম, রছুলুল্লাহ (দঃ) নিকটেই কোথাও অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন তখন আমরা খেলা বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি ইহা দেখিয়া পুনঃ তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহারা আমার সহিত পুনঃ খেলার প্রবৃত্ত হইল। —বুখারী ও মুছলিম।

রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজে যেরূপ খাইতেন, তাঁহার সমস্ত সহধর্মিণীদিগকে সেইরূপ খাওয়াইতেন, যেরূপ বস্ত্র নিজে পরিধান করিতেন, তাহাদিগকেও সেইরূপ পরাইতেন। সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। হযরত আয়েশা বলিতেছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্ত্রীদের নিকট রাত্রিবাসের পালা সমভাগে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করিতেন। তিনি প্রায়ই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিতেন, হে আল্লাহ ইহা আমার বণ্টন যাহার উপর আমার নিজের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সুতরাং যে জিনিষের (অর্থাৎ অন্তরের) উপর আমার হাত নাই, কেবল তোমারই কর্তৃত্ব বিদ্যমান, তজ্জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিওনা। —তিরমিযি, নেছায়ী, আবু দাউদ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) মানুষের সহিত আচরণে যে রূপ ভদ্রতার পরিচয় দিতেন, তাঁহার ব্যবহারে যে অমায়িকতা পরিদৃষ্ট হইত, তাহাতে সবলেই চরম পরিতুষ্ট এবং আপ্যায়িত হইয়া যাইত, তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি কোন রূঢ় কথা দ্বারা কাহারও মনে আঘাত হানেন নাই, তাঁহার কোন আচরণে এক মুহূর্তের জন্যও কেহ কষ্ট হয় নাই। পরম শত্রুকেও তিনি ক্ষমতা হাতে পাইয়াও এমন ভাবে ক্ষমা করিয়াছেন, যাহা কেহ কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই, অকথ্য অত্যাচারে তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলা সত্বেও এবং অনুচরবৃন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও কাহারও উপর অভিশাপ প্রদান করেন নাই। তাঁহার মধুর আচরণ ও সুমিষ্ট ব্যবহার প্রসঙ্গে কতিপয়— হাদীছ নিম্নে উধৃত হইল:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলিতেছেন, একদা এক ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রছুলাল্লাহ, আমরা কতবার আমাদের খাদেমকে মার্জনা করিতে পারি? রছুলুল্লাহ (দঃ) নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না। তৃতীয় বারের প্রশ্নে তিনি উত্তর করিলেন, তাহাকে প্রতি দিবস সত্তরবার মার্জনা করিবে। اعفو عنه كل يوم سبعون مرة -

হযরত আনাছ বলিতেন, রছুলুল্লাহ (দঃ)— মানবমণ্ডলীর মধ্যে আচরণ ব্যবহারে— সর্বোত্তম ছিলেন। كان رسول الله صلعم احسن الناس خلقا - —মুছলিম। তিনি বলেন আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর নবীর (দঃ) খেদমত করার— সুযোগ লাভ করিয়াছি। তিনি কোন দিন আমার ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য আমাকে উহু বলেন, একথাও কোন দিন বলেন নাই, তুমি কেন এ কাজ করিলে অথবা কেন একাজ করিলে না। —বুখারী ও মুছলিম। মানুষ বাহিরে বিভিন্ন কাজ এবং আচরণের ভিতর দিয়া নিজের যত বড় মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দান করুক না কেন, গৃহে স্ত্রী পুত্র এবং চাকর নাকর ও দাসদাসীর নিকট দৈনন্দিন আচরণ ও নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যবহারে তাঁহার আসল রূপ প্রকাশিত না হইয়া পারে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার স্ত্রী এবং কন্যা দৌহিত্রদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন— তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আপন দাসের সাক্ষ্য হইতে তাঁহার দাস দাসীদের প্রতি ব্যবহারের নমুনা বুঝা গেল। এখন দূরবর্তী লোকের অনভিপ্রেত আচরণ ও দুশমনদের মামলার মোকাবেলায় তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার ও মার্জনার কতিপয় নজির প্রদান করিতেছি এবং সাধারণ আচরণ সম্পর্কে ছাহাবাদের সাক্ষ্য উধৃত করিতেছি।

হযরত আয়েশা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ব্যতীরেকে তাঁহার কোন স্ত্রী, কোন দাস অথবা অপর কাহাকেও কোন দিন স্বহস্তে— কোন কারণেই প্রহার করেন নাই। তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধনের জন্য ক্ষতিকারী ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। শুধু আল্লাহর কোন পবিত্র বস্তুর অনিষ্ট সাধনের জন্য শাস্তির— বিধান প্রদান করিয়াছেন, কেবল আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। —মুছলিম।

আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, এক মরু বেদুঈন একদা মদীনার মছজিদে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়া ফেলিল। এই অবাক কাণ্ড দেখিয়া উপস্থিত মুছলমানগণ লোকটীকে ধরিয়া ফেলিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে ছাড়িয়া দাও, এক বালতি পানি উক্ত স্থানে ঢালিয়া দাও, নিশ্চয় তোমাদিগকে মানুষের স্বচ্ছন্দ— বিধানকারীরূপে উত্থিত করা হইয়াছে - কষ্টদাতা রূপে নহে। بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين - —বুখারী।

www.ahlehadeethbd.org

আনাছের রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, ছাহাবাগণ উক্ত বেদুঈন আরবের প্রস্রাব বন্ধ করার জন্য চীৎকার করিতে থাকিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উহাকে বাধা দিওনা, উহার প্রস্রাব শেষ করিতে দাও। কথা মত তাঁহারা উহাকে ছাড়িয়া দিলেন, লোকটি পেশাব শেষ করিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া নরম সুরে উপদেশ চ্ছলে বলিলেন, নিশ্চয়ই এই সব স্থান—অাল্লাহর ছেজদার জন্য নির্দিষ্ট. প্রস্রাব এবং অন্যান্য অশুচ দ্রব্য প্রক্ষেপ করা কাহারও উচিত নয়। ইহা আল্লাহর যেক্র, নামায এবং কোরআন তেলাউতের স্থান।

ان هـذه المساجـد لا تصلح لشی من هـذا البول والقذر انما هی لذکر الله والصلوة وقراءة القران –

—বুখারী ও মুছলিম।

রছুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীগণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একমাত্র অনুচর রূপে যায়েদকে সঙ্গে লইয়া তায়েফ গমন করেন তথায় পৌত্তলিকদের ছামনে তওহীদের আবে কওছর বিতরণ এবং মুক্তি ও ঋদ্ধির পথ প্রদর্শন করার ফলে তাঁহার উপর চতুর্দিক হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু করিল, ফলে তাঁহার পবিত্র পদযুগল ক্ষতবিক্ষত এবং দেহ জর্জরিত—হইল আর ক্ষত স্থান হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রান্ত এবং মূর্ছাহত রছুলুল্লাহ (দঃ) কে কাঁধে করিয়া যায়েদ এক জলাশয়-বিশিষ্ট আঙুর বাগে লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। হযরত চৈতন্য প্রাপ্তির পর নামায আদা করিলেন। নামাযান্তে দুই হাত তুলিয়া আল্লাহকে ডাকিলেন, সে আহ্বানে যালিমের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে কোন নালিশ জ্ঞাপন করিলেন না, ধ্বংস কামনার পরিবর্তে তাহাদের সুমতির আকুল প্রার্থনা জানাইলেন আপন অক্ষমতায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।—এমন আবেগ ভরা মানব প্রেম, সত্যের প্রতি এমন অবিচলিত নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও মহত্বের এমন সার্থক চিত্র দুনিয়ার ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে কি?

রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার ধৈর্যশীল ছাহাবাবৃন্দের উপর মক্কাবাসীদের সুদীর্ঘ তের বৎসরের বিরামহীন অকথ্য অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার বীভৎস লীলায় স্বয়ং খান্নাছাও বোধ হয় শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মক্কা বিজয় দিবসে তিনি কি করিলেন? সন্ত্রস্ত ও ভীতিবিহ্বল কোরাইশদিগকে তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নাই। তোমাদের সব অপরাধ আমি মাফ করিলাম। তোমরা সকলে মুক্ত ও স্বাধীন। ক্ষমা ও মার্জনার, করুণা ও মহাপ্রাণতার এমন—সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোন দেশে কোন যুগে কেহ দেখিয়াছে কি?

হযরত আনাছ বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন অশোভন কথা বলিতেন না,—অভিশাপ দিতেন না, কাহাকেও গালি—গালাজ করিতেন না, কাহারও ব্যবহারে অসন্তোষের কারণ ঘটিলে শুধু বলিতেন, উহার কি হইয়াছে, তাঁহার ললাট ধূলি ধূসরিত হউক। —বুখারী।

لم يكن رسول الله صلعم فاحشا ولعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ماله ترب جبينه –

হযরত আবু হুরায়রা বলিয়াছেন, কাফেররা যখন অত্যাচারের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত তখন বলা হইত, হে রছুলুল্লাহ, মুশরিকদিগের উপর অভিসম্পাৎ করুন। তিনি উত্তরে বলিতেন—নিশ্চয়ই আমি অভিসম্পাতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই, আমি করুণার আধার রূপে প্রেরিত হইয়াছি। —মুছলিম

انما لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة –

রছুলুল্লাহর উদারতা এবং মহাপ্রাণতার, সাহসিকতা এবং ক্ষমাগুণের অপূর্ব নিদর্শন জাবেরের নিম্নোধৃত হাদীছদ্বয়ে পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন, একদা একটি শবদেহ রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখ দিয়া নীত হইতেছিল। উহা দেখিয়া হযরত (দঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গেলাম। অতঃপর বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ (দঃ) উহা এক ইয়াহুদী রমণীর শবদেহ। তিনি বলিলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিশ্চয়ই মৃত্যু একটি বিভীষণ বস্তু, সুতরাং (মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে) যে কোন মৃতদেহ যখনই দেখিবে, দাঁড়াইয়া যাইবে। —বুখারী ও মুছলিম।

জাবের ও আবু বকর ইছমায়িলী বলেন, আমরা নজ্‌দ অভিমুখে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত এক ধর্মীয় যুদ্ধে গমন করি। প্রত্যাবর্তন কালে বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তরপূর্ণ উপত্যকায় অবতরণ করিয়া সকলেই মধ্যাহ্ন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি। রছুলুল্লাহ (দঃ) একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলে স্থান গ্রহণ করেন এবং স্বীয় তরবারীটিকে বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখেন। আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন এমন সময় রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে ডাকিতে থাকেন,—আমরা জাগিয়া দেখি তাঁহার নিকট এক আরব বেদুঈন। তিনি বলিলেন, এই লোকটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার উপর আমারই তরবারীর আঘাত হানিতে উদ্যত হয়—আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি, তাহার হাতে আমার উলঙ্গ তরবারী, সে আমাকে লক্ষ করিয়া বলে, "কে তোমাকে আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে।" আমি বলি, "আল্লাহ" (৩বার) ইহা শুনিয়া তরবারীটি তাহার হস্তস্খলিত হয়। (আবু বকর ইছমায়িলীর রেওয়ায়তে) তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) সেই তরবারী হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, বল "এখন তোমাকে আমার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে কে? সে বলিল, আপনি যে শাস্তি সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন তাহাই দিন, হযরত (দঃ) বলিলেন, বরং এই সাক্ষ্য ঘোষণা কর, আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রছুল। সে উত্তরে বলিল, 'না' বরং আমি আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছে যে, আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না এবং যাহারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে তাহাদের সঙ্গে থাকিব না। হযরত (দঃ) তাহাকে মাফ করিলেন, এবং তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন, সে তাহার সঙ্গী সাথীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিল, "আমি শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। —বুখারী ও মুছলিম।

মানব প্রেমিক মোহাম্মদ রছুলুল্লাহর (দ) চরিত্রে দয়া ও ক্ষমাগুণের, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং করুণা বিতরণের এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তবু তাহা শেষ হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই দয়ার্দ্রচিত্ততা এবং অন্তরের এই সহৃদয় কোমলতা তাঁহার বুকের বল আর হৃদয়ের স্বভাব সঞ্জাত সাহসকে কখনও নিস্তেজ করিয়া—তুলিতে পারে নাই। আনাছ প্রভৃতির সাক্ষ্য মতে তিনি শ্রেষ্ঠতম বীর اشجع الناس পুরুষ ছিলেন। এই সাক্ষ্য শুধু ভক্ত হৃদয়ের অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধা নিবেদন নয়। নবী জীবনের শুরুতে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে বিপদসঙ্কুল দিনগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ ৩০টি জেহাদ অভিযানে এবং অসংখ্য ঘটনা ও কার্যকলাপে তিনি যে দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, শত্রুভাবাপন্ন বিধর্মী লেখকেরাও উহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। অন্তরের বলিষ্ঠতার সহিত কোমলতার, ক্ষমতার সুউচ্চ আসনে বসিয়াও চরম শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার, দারিদ্র সত্ত্বেও দানশীলতার যে চমৎকার দৃষ্টান্ত তিনি জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জন্য তিনি আজ মানব মুকুট, জগৎগুরু ও শ্রেষ্ঠতম মানবরূপে কীর্তিত! আল্লাহ এবং তাঁহার অগণিত ফেরেশতার আশিস বাণীতে তিনি ধন্য!!

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উহার চরম সার্থকতার নির্ভুল পথের সন্ধান তিনি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিত্তবান ও ক্ষমতাশীল—ব্যক্তিগণের এই নশ্বর ধরার স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ ও সুন্দরতম নারীর উপহার-প্রস্তাব তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নবী ও রছুলের মহিমান্বিত আসনে বসিয়া সম্রাট নবীর লোভনীয় স্বর্গীয় প্রস্তাবও প্রত্যাখান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বলিতে শুনি, "হে আয়েশা যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, يا عائشة لو شئت لسارت স্বর্ণের পর্বত আমার معي جبال الذهب –

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সঙ্গে সঙ্গে চলিত। একদা এক ফেরেশতা আমার নিকট আগমন করিলেন, তাঁহার কোমর ছিল কা'বার সমান। তিনি বলিলেন, আপনার মহান প্রভু আপনাকে ছালাম প্রেরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আপনি ইচ্ছা করিলে দাস-নবী হইতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে সম্রাট নবীর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন ..... আমি বলিলাম আমি দাস-নবীত্বই বরণ করিয়া লইলাম। হযরত আয়েশা বলেন; অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) কখনও কিছুতে ঠেস দিয়া আহারে বসিতেন না, তিনি বলিতেন, একজন দাস যে ভাবে آكل كما يأكل العبد واجلس আহার করে আমি كما يجلس العبد ـ সেইরূপ আহার করিব এবং একজন দাস যেরূপ উপবেশন করে আমি সেইরূপ উপবেশন করিব।

পার্থিব অর্থ ও সম্পদের প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি ছিলনা, ভোগ এবং বিলাসের প্রতি কোন মোহ ছিলনা, কোন সম্পদ, কোন অর্থ তাঁহার হস্তে আসা মাত্র তিনি উহা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করিতেন, প্রার্থীগণের আকাঙ্খা পূরণ করিতেন। জাবের বলেন,— ماسئل رسول الله صلعم রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট شيئاً قط فقال لا ـ কোন প্রার্থী কিছু চাহিয়া 'না' শুনেন নাই।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার শেষ দ্রব্যটিও দান করিয়া যান, কিছুই পশ্চাতে রাখিয়া যান না। মা আয়েশা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ماترك رسول الله صلعم কোন দিনার, কোন دينارا ولا درهما ولاشاة ولا দেরহাম, কোন— بعيرا ولا اوصى بشيئى - বকরী, কোন উট রাখিয়া যান নাই, আর কোন ধন সম্পদের ওছিয়তও করিয়া যান নাই —মুছলিম।

জীবিত কালে তাঁহার পরিবারভুক্ত কেহই— উপর্যুপরী দুই দিবস গমের রুটী খাইতে পান নাই। (বুখারী ও মুছলিম) রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কোন দিন পুরা পেট গমের রুটী আহার করেন নাই— (বুখারী) ছাহাবীগণ যখন পেটে একটি পাথর বাঁধিয়া জেহাদের মাঠে খন্দক রচনা করিয়াছেন আল্লাহর হাবিব (দঃ) তখন তদীয় পেটে দুইটি পাথর বাঁধিয়া কাজ করিয়াছেন। (তিরমিযী) মক্কা হইতে তায়েফ গমন কালে পূর্ণ এক মাস প্রায় অভুক্ত অবস্থায় তিন দিন কাটাইয়া দিয়াছেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার পবিত্র যবান হইতে আফছোছের বাণী— উচ্চারিত হয় নাই, তাঁহার ললাট দেশে চিন্তার রেখা দেখা দেয় নাই।

এই তো গেল আহার প্রভৃতি কথা। এখন তিনি কিরূপ শয্যায় আরাম করিতেন হযরত উমরের (রাঃ) বাচনিক শোনা যাক। তিনি বলেন, একদা আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) খেদমতে তদীয় গৃহে হাযির হইলাম, দেখিলাম তিনি খেজুর পাতার এক শয্যায় শায়িত, পাতার উপর বিছানা পত্র কিছুই নাই।— পাতার দাগ তাঁহার পাক দেহে চিহ্নিত, চামড়ার এক উপাধানে তাঁহার মস্তক স্থাপিত যাহার ভিতরে ছিল দাড়িম্ব বৃক্ষে খোশা। হযরত উমর এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রছুলাল্লাহ (দঃ) আল্লাহকে ডাকুন, আপনার উম্মতের উপর সম্পদের প্রাচুর্য মনযুর হোক, কারণ পারস্য ও রোমের অধিবাসীবর্গকে প্রচুর সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে যদিও তাহারা আল্লাহর এবাদত করে না, তিনি বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র তুমি এই চিন্তায় প্রশ্রয় দিয়াছ? তাহারা এমন জাতি যাহাদের জন্য এই নশ্বর দুনিয়ায় আনন্দসম্ভারের ক্ষণ উপভোগ মনযুর করা হইয়াছে, অন্য রেওয়ায়তে—তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাহাদের উপভোগের জন্য এই দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত? —বুখারী ও মুছলিম।

রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজে পরিশ্রম করিতেন, অপরকে পরিশ্রম করার উপদেশ দিতেন, কর্মক্ষম প্রার্থীকে সুনির্দিষ্ট কাজের পথ দেখাইয়া দিতেন। শ্রমের মর্যাদা তিনি পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। পয়গম্বরীর মহান দায়িত্ব এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার গুরু কর্তব্য সুসমাধা করিয়াও রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় স্ত্রীগণের সাংসারিক কাজে সাহায্য করিতেন (বুখারী আছওয়াদ হইতে) জুতা ও কাপড় শেলাই করিতেন, ছাগলের দুগ্ধ দোহন করিতেন, এবং অন্যান্য কাজ করিতেন। (বুখারী আয়েশা হইতে)

www.ahlehadeethbd.org

المسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده الله العظيم و نصلی و نسلم علی رسوله الكريم –

* سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

৫০। খন্দকার মোহাম্মদ নূরুল হুদা, মেডিক্যাল অফিসার, বিরামপুর 'চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেনসারী—দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসা :—

নজরুল ইছলামের নিম্নলিখিত কবিতাটি—শেরেকী কিনা?

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী—
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি
উমা হল ভৈরবী হায় বরণ করে ভৈরবে
শ্মশানে মশানে ফিরে...... ....
অন্ন দিয়ে ত্রিজগতে অন্নদা মোর বেড়ায় পথে
ভিক্ষু শিবের-অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী।

উত্তর :—

উল্লিখিত কবিতাগুলি Hindu Mythologyর—উপর নির্ভর করিয়া বিরচিত হইয়াছে। ইহার—অধিকাংশই মিথ্যা এবং খামখেয়ালী এবং ষষ্ঠ লাইনে

(২৬৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

প্রতিবেশী রোগীকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের জন্য দোওয়া করিতেন, সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেন, পরিচর্যা করিতেন, (বুখারী ও আবুদাউদ) এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন (ইবনে মাজাহ্‌)।

নগণ্যতম ব্যক্তিও তাঁহার দ্বারা কোন দিন—উপেক্ষিত হয় নাই। বালকদের সহিত তিনি রহস্যালাপ করিতেন, শিশুদের লইয়া তামাসা করিতেন, বিধবা এবং মিছকিনদের প্রার্থনা পুরাইতে পথে পথে ঘুরিতেন। আনছ বলেন, জনৈকা বিভ্রান্ত বুদ্ধি—বয়স্কা স্ত্রীলোক এক দিবস রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রছুলাল্লাহ (দঃ) আপনাকে—আমার একটি কাজ করিতে হইবে— তিনি বলিলেন, হে অমুকের মাতা, তোমার কাজ সমাধার জন্য তোমার ইচ্ছামত আমাকে যে কোন রাস্তা দিয়া লইয়া যাইতে পার। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) মেয়েটির সঙ্গে চলিলেন এবং হুযুরের (দঃ) সহায়তায় সে তাহার আকাঙ্খিত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া লইল। —মুছলিম।

এইরূপ শত সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা ও কাজের ভিতর দিয়া আদর্শ মানব রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) সদাচরণের উজ্জলতম মহিমা এবং চরিত্রের সুন্দরতম ভূষণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা উপরে পাঠকবর্গের সম্মুখে উহার সামান্যতম নমুনা পেশ করিলাম। স্বয়ং আল্লাহ যাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাঁহাকে তিনি স্বয়ং মোহাম্মদ বা প্রশংসিত এই নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, মানুষ এবং বিশেষ করিয়া আমাদের ন্যায় গোনাহগার নগণ্য ব্যক্তির সাধ্য কী তাঁহার প্রশংসা করিবে। উপসংহারে শুধু কবির ভাষায় বলিতে চাই—

بلغ العلى بكماله
كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله *

* এই প্রবন্ধের উল্লিখিত হাদীছসমূহ আলহাজ্ব মওলানা ফযলুল করিম এম, এ, বি, এল, সঙ্কলিত মিশকাতুল মাছাবীহ (আরবী হইতে ইংরাজী অনুবাদ) হইতে উধৃত হইয়াছে। Vide Chapters II, III, IV, XIIV, XXXI & XLIV.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্ব-পরিক্রমা

সেকুলার রাষ্ট্র ভারত ও ভারতীয় মুছলমান।

ভারত নিজেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া যোর-গলায় দাবী করিয়া থাকে কিন্তু হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের ভারতে তিষ্ঠিয়া থাকা যে—ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে ভারতের সাম্প্রতিক ব্যাপক দাংগা হাংগামায় তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজাদের এক সংবাদে প্রকাশ বিগত মাসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৬০টি সাম্প্রদায়িক দাংগায় ভারতীয় মুছলমানদের জীবন ও ধনসম্পত্তির অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এক নিযামাবাদ দাংগাতেই আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া নিয়োজিত কংগ্রেস কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এবারকার দাংগাগুলির বিশেষত্ব এই যে, মহাসভা, রামরাজ্যপরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ন্যায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিই এ জন্য একমাত্র দায়ী নহে, সমাজতন্ত্রী নেতা রামমনোহর লোহিয়া এবং সুচেতা কৃপালনী প্রমাণ সহ দায়িত্বশীল কংগেস

(২৬৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

কথিত উক্তি সম্পূর্ণ ভাবে শির্ক। আল্লাহ বলিয়াছেন : ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সমুদয় জীবের অন্নদানের দায়িত্ব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত নাই।—ছুরত হুদ, ৬ষ্ঠ আয়ত। সুতরাং কোন রাজদুলালী অন্নদা ঠাকুরাণী ত্রিজগতের অন্নদাত্রী—নহেন এবং আল্লাহর এই রাযযাকীয়াতের গুণে অন্য কাহাকেও শরীক করা শির্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها —

জিজ্ঞাসা :—

যদি কেহ মা'রেফত হাছেল করেন তখন তার শরীঅত দরকার আছে কি ?

উত্তর :—

যে মা'রেফত শরীঅতের অধীন এবং শরীঅতের অনুমোদিত নয় তাহার সহিত ইছলামের কোন সম্পর্কই নাই। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ ফতুহুল গায়েবে লিখিয়াছেন, যে হকীকত অর্থাৎ মা'রেফতের সত্যতার সাক্ষ্য শরীঅত প্রদান করেনা, সে মারেফত কুফর—৮০পৃঃ (লাহোর)।

كل حقيقة لايشهد لها الشرع فهو زندقة —

জিজ্ঞাসা :—

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের মতে "যে কোন মতে সত্যিকার ভাবে ভগবানকে ডাকিলে পাওয়া যায়," ইছলামিক দৃষ্টিতে ইহার উত্তর কি ?

উত্তর :—

আল্লাহর রছুলগণের পদাংক অনুসরণ না করিয়া কেহই পরম প্রভুকে ডাকিবার অধিকারী হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান শব্দটির প্রতি লক্ষ করিলেই এই উক্তির সত্যতা হৃদয়ংগম করিতে পারা যাইবে। স্রষ্টা এবং প্রভুকে যদৃচ্ছভাবে ডাকিলে অথবা নিজেদের খোশ-খেয়ালমত তাঁহাকে ভগ প্রভৃতির আধার মনে করিলে আল্লাহকে ডাকার পরিবর্তে শয়তানকেই ডাকা হইবে। আল্লাহকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, সত্তা এবং সদ্‌গুণাবলী-সম্পন্ন রূপে ডাকিতে হইলে আল্লাহরই প্রেরিত মহামানবগণের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারেই ডাকিতে হইবে। দার্শনিকতার আশ্রয় লইয়া কেহই কোনদিন সত্য স্বরূপের সন্ধান লাভ করেনাই। বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ হিন্দু দার্শনিকতার উচ্চতম আসনের অধিকারী এবং উহার শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন বটে, কিন্তু রছুলগণের ইমাম এবং সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) অনুসরণকারী না হওয়ায় ইছলামী দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী তাঁহারা পথভ্রষ্ট ও কাফের ছাড়া অন্য কিছুই নহেন। যোগ সাধনা প্রভৃতির সহিত ঈমান ও ইছলামের কোন শর্ত নাই। ইহা দৈহিক ব্যায়াম সাধনা অর্থাৎ—শরীর চর্চার অনুরূপ। এবং প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেতাদিগকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা এ জন্য গত মাসটিকে কলংকময় মাস বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে ভারতসরকার এই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রতিরোধে অগ্রসর না হইলে মুছলমানদের পক্ষে ভারতে বসবাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

কলিকাতায় আরব্ধ গো-জবেহ বিরোধী আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশে মারাত্মক আকারে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বিহারে গোমাতার পবিত্র জীবন রক্ষার জন্য পোষ্টার, প্রচারপত্র ও আবেদন দ্বারা সহর ও বন্দর সমূহ ছাইয়া ফেলা হইয়াছে, ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে।

তথাকথিত ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা একমাত্র শুদ্ধি আন্দোলনকেই সতেজ করিয়া তুলিয়াছে। ইতিমধ্যেই দিল্লী, গোরক্ষপুর, ছাপরা ও হায়দরাবাদ হইতে যবরদস্তি ধর্মান্তরকরণের বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হায়দারাবাদে এই রূপ আপত্তিজনক—ধর্মান্তকরণের রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে। মহাসভা-নেতা ভি, জি, দেশপাণ্ডে নয়া দিল্লীর এক বক্তৃতায় গো-জবেহ নিষিদ্ধকরণ ব্যাপারে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করার হুমকী দেখাইয়াছেন। তিনি অন্য এক বক্তৃতায় ভারতের সাড়ে চারকোটী মুছলমানকে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অপবাদ দেন। তিনি বলেন, "এমন এক দিন আসিবে যে দিন মুছলমানদিগকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ—করিতেই হইবে।" শুধু সাম্প্রদায়িক ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দই নয়,—ভারত সরকারের অন্যতম দায়িত্বশীল মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর ন্যায় ব্যক্তিও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মূলে ইন্ধন যোগাইতেছেন। তিনি ধ্বংসাবস্থায় পতিত মছ্জিদগুলিকে মন্দিরে পরিণত করার ব্যাপারে মুছলমানদের আপত্তির—কারণে বিস্মিত হইয়াছেন। বোম্বাই মছজিদে হিন্দু শোভাযাত্রী দল কর্তৃক নমাযে বাধাদান ও প্রস্তর নিক্ষেপ এবং আসামের করিমগঞ্জের ঈদগাহকে ফুটবল মাঠে পরিণত করা, প্রভৃতি ব্যাপারে উপরিউক্ত প্রচারণার ফল ফলিতে শুরু করিয়াছে। সর্বত্র আতংকিত মুছলমানদের অবস্থা দৃষ্টে স্বয়ং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস-সভাপতি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এখানে মুছলমানগণ নৈরাশ্য ও অতিষ্ঠ অবস্থায় বাস করিতেছে।" বিখ্যাত গান্ধী ভক্ত কংগ্রেসী লেখক ও সাংবাদিক মিঃ নিয়াজ ফতেহপুরী সরকারী নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মুছলমানদের সম্মুখে এখন মাত্র দুইটি পথ খোলা রহিয়াছে, হয় সাহসের সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া, না হয় পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়া।

এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় পাক সরকার মাঝে—মাঝে মামুলী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াই ভারতীয় মুছলমানদের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সমাপন ও দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছেন!

কাশ্মীর সমস্যা

দীর্ঘ সাত বৎসর পরও কাশ্মীর সমস্যার কোন সুরাহা হইলনা। পাক সরকার নিরাপত্তা পরিষদের উপর তাঁহাদের সীমাহীন আস্থা ও নির্ভরশীলতায় পুরামাত্রায় অটল রহিয়াছেন। অপরদিকে নানারূপ চক্রান্ত ও কলকৌশলে ভারত কাশ্মীরকে—কুক্ষিগত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই বলম্বন করিয়া চলিয়াছে। অধিকৃত কাশ্মীরে বিপুল খ্যায় অমুছলিম আমদানী ও মুছলিম বিতাড়ন অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। জম্মু ইলাকায় ঘোর ধর্মান্তরিতকরণ ও শুদ্ধি আন্দোলন ঘোরদার হইয়া উঠিয়াছে।—পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জেলে প্রেরণ ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার কার্য স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং নানাকৌশলে—কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে ভারতমুখী ও পাকিস্তান বিরোধী করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে। জম্মুতে অমুছলিমদের ভিতর ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ ও উহার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং প্রজা পরিষদ কর্তৃক ঘোর মুছলিম বিদ্বেষ প্রচার চলিতেছে। ফলে মুছলমানদের মধ্যে ব্যাপক আতংকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরিস্থিতি ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় লোক-সভায় অধিকৃত কাশ্মীরে

www.ahlehadeethbd.org

ভারতীয় করধার্য আইনের প্রয়োগ বিল গৃহীত হওয়ায় উহা ভারতভুক্তির পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল।

ভারত কর্তৃক কাশ্মীর গ্রাসের অপচেষ্টার মোকাবেলায় পাকসরকার এক সুদীর্ঘ শ্বেতপত্র প্রকাশ পূর্বক কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দৃঢ় ও চূড়ান্ত ব্যবস্থার দাবী জানাইয়াই তাঁহাদের কর্তব্য সচেতনতার প্রমাণ দিয়াছেন।

মুছলিম ভ্রাতৃসংঘ ও মিছর সরকার

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মিছরের সুবিখ্যাত মুছলিম ভ্রাতৃসংঘের চারিজন প্রসিদ্ধ নেতার নাগরিক অধিকার হরণ করার পর উক্ত সংঘের পরিচালক ডাঃ হাছান হোদায়বীকে মিছরের নাছির সরকার গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি নাকি সুয়েজ সম্পর্কিত ইঙ্গ-মিছর চুক্তি বানচালের হুমকি দেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে 'ইছরাইলের' তুষ্টি বিধানের অভিযোগ আনেন। তাঁহার দল নাকি বল প্রয়োগে শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে প্রচার কার্য চালান। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত এই যে, তিনি মিছরে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান এবং শাসন কার্যে ইছলামী নীতি অনুসরণের জন্য চাপ দেন।

ইরাণে প্রাণদণ্ডের হিড়িক

সামরিক আদালতের বিচারে ডাঃ মোসাদ্দেক মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ হোছাইন ফাতেমীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বর্তমান বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগঃ শাহকে অপসারণ ও ইরাণে কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। বর্তমান সরকারের তত্ত্বাবধানে বিরোধী দলের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের নামে যে প্রহসন শুরু হইয়াছে তাহাতে ডাঃ ফাতেমীর এই দণ্ডাদেশের—ন্যায্যতা সম্বন্ধে কেহ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবেনা। ডাঃ ফাতেমী ব্যতীত সেনাবাহিনীর ২৪ জন অফিসারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, দশজনকে ইতিমধ্যে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এখনও চারি শতাধিক অফিসার বিচারের প্রতীক্ষায় কারাকক্ষে দিন কাটাইতেছে!

পাঞ্জাবের প্লাবন

পূর্ববঙ্গের বিভীষণ বন্যার পর পরই পাঞ্জাবের মহা বিধ্বংসকর বারিপাত ও প্লাবনের ভয়াবহ সংবাদ আসিয়াছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর মুষলধারে বিরামহীন অস্বাভাবিক বারিপাতে এই বন্যার সূচনা। লাহোর প্রভৃতি সহরে কোমরপানি জমিয়া যায় এবং রাওয়ালপিণ্ডি ও আটক ব্যতীত সমগ্র পাঞ্জাব বিপদগ্রস্ত ইলাকা রূপে ঘোষিত হয়। ঝিলাম, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও শতদ্রু নদীতে বিপুল বান ডাকিয়া উঠে এবং উভয় কূল ভাসাইয়া ফেলে। শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা ও মুলতান যিলা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ৮ হইতে ১০ হাজার বর্গমাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। সেচের খাল ও পয়োপ্রণালীর ক্ষতির পরিমাণ দেড় কোটী টাকা, সরকারী ইমারত ও সড়কের ক্ষতি প্রায় কোটী টাকা, শুধু মোহাজেরদের গৃহ বিধ্বস্তির ক্ষতিই এক কোটী ৭ লক্ষ টাকা। লোকজনের মৃত্যু সংখ্যা কয়েক শত, গবাদি পশুর মৃত্যু চারি সহস্রাধিক। ১০ হাজার টন খাদ্যশস্য, ২০ লক্ষ টন পশুখাদ্য বিনষ্ট আর প্রায় ২৫ সহস্র পাকাবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু স্থানে রেললাইন ভাঙ্গিয়া গিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা—বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রধান খাল ও রক্ষাবাঁধগুলির ৬ শত মাইল স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও অসংখ্য কূপ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। খারিফ ফসল ও তূলার বিপুল ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। দুই লক্ষ গাঁইট তূলা এবং ২৫ লক্ষ টাকার আলু ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। অন্যান্য যে সব ক্ষতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা দান এখানে সম্ভব নহে।

পাঞ্জাব সরকার উদার হস্তে সাহায্য ও পুনর্বসতি বাবদ অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১০ কোটী টাকা সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয়

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্পাদকের নিবেদন

নানাবিধ অপরিহার্য কারণ পরম্পরায় তর্জুমানের দীন সম্পাদক বিগত কয়েক সংখ্যা হইতে তর্জুমানের সম্পাদনা কার্যে যথোচিত ভাবে মনোযোগী হইতে পারেনাই। দীর্ঘকাল হইতে যে প্রাণান্তকরী— পীড়ার দুঃসহ কষ্ট এই দীন খাদেম ভুগিয়া আসিতেছে, বিগত যিলকদ মাসের মধ্যভাগ হইতে উহার প্রকোপ আকস্মিক ভাবে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এ— যাবতকাল জীবন-মরণ সংশয় অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছ— আন্দোলনের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত এবং উহার কেন্দ্র শক্তিকে যথাসাধ্য দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে— আমরা প্রাদেশিক জমঈয়তের দফতর প্রদেশের রাজধানীতে স্থানান্তরিত করার আকাংখাও পোষণ— করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সমগ্র দেশব্যাপী মহাপ্লাবনের প্রলয়ংকরী প্রকোপে দেশের অর্থনৈতিক

(২৬৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

রিলিফ কমিটি কর্তৃকও টাকা ও অন্যান্য সাহায্য সংগৃহীত হইতেছে। প্রায় একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনেকটা বিনষ্ট এবং পুনর্বসতির প্রশ্ন গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়

শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, এ বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অকল্পনীয় ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ভারতের আসাম, উত্তর বঙ্গ ও বিহারের প্লাবনে অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। জাপানের এক সামুদ্রিক ঝড়ে দুই সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি, ততোধিক লোকের নিখোঁজ, টায়ামারু জাহাজ ও একটি সহরের সম্পূর্ণ বিধ্বস্তির সংবাদ আসিয়াছে। এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে ৮০ হাজার গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যুক্ত রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ কানাডায় দুই শত মাইল ইলাকা জুড়িয়া ঝঞ্ঝাবাত্যার তাণ্ডব নৃত্যে বহু লোকের প্রাণহ এবং অন্ততঃ ১০ কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। ঘণ্টায় দেড় শত মাইল বেগের এক ঝটিকা কিছু দিন পূর্বে হাইতি, বাহামা, পানামা ও গোয়েতে মালার শহর ও গ্রামগুলিকে তছনছ করিয়া দিয়া গি ছে। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড হইতেও এক ভয়াবহ ঝড়ের সংবাদ আসিয়াছে।

বিজ্ঞানবিদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং নাস্তিক্যবাদীর দল এই সব বিপর্যয়কে অন্ধ প্রকৃতির ধ্বংসলীলা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের এই সব গযবে-ইলাহী হইতে অনেক কিছু শিখিবার রহিয়াছে।

শোক সংবাদ

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে ময়মনসিংহ যিলার মাদারগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া নিবাসী জমঈয়তের অন্যতম হিতৈষী ও সাহায্যকারী মৌঃ ওয়াছিমুদ্দীন আহমদ বিগত ২৫শে শ্রাবণ, রংপুর মোভাষা নিবাসী জনাব মওলানা আবদুল বাকী আল্-মোহাজের ছাহেবের ছালেহা স্ত্রী জমিলা খাতুন মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে বিগত ১০ই আশ্বিন এবং যশোর যিলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার দুরমুটিয়া নিবাসী উক্ত অঞ্চলের ২৭টি জামাতের প্রতিষ্ঠাবান ছরদার মুনশী খলীলুর রহমান ছাহেব বিগত ১৯শে আশ্বিন ইহলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) আমরা মরহুমীনের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরলোকগত আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করিতেছি। তর্জুমানের পাঠকবর্গকে তাঁহাদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোওয়া করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবস্থা যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব আপাততঃ কার্যকরী করা সম্ভবপর হইতেছেনা। এই সকল কারণ পরম্পরায় তর্জুমানের দফতরের কার্যতৎপরতার ভিতরও কিছুটা ত্রুটী বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে। তর্জুমানের বিগত দুই ইশু আমার সহকর্মী এবং জমঈয়তের সুযোগ্য সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব বি, এ, বি, টি, একক ভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। অতঃপর তর্জুমান স্বীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া সঠিক ভাবে পাঠক পাঠিকার নিকট ইন্‌শাআল্লাহ উপস্থিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা

সকল রাষ্ট্রে ও সমুদয় দেশেই রাজনৈতিক রংগমঞ্চে সকল সময় নানা রূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কখন কখন এই সকল পরিবর্তন রাষ্ট্র বিপ্লবেরও রূপ পরিগ্রহ ক । বিপ্লব ও পরিবর্তন মানব জীবনের মত রাষ্ট্র জীবনেও একান্তভাবে অপরিহার্য, বরং বহু ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়ও বটে। বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও কল্যাণময় বিপ্লবের সম্মুখে যে নির্দিষ্ট লক্ষ ও আদর্শের বিদ্যমানত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্ত রাজনৈতিক গোলযোগ ও দুর্যোগ সমূহের পটভূমিকায় সেই সকল লক্ষ ও আদর্শবাদের কোন বালাইই নাই। আমাদের সমুদয় গোলযোগ ও দলাদলি শুধু ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ ও শক্তি পরীক্ষার সুযোগকে কেন্দ্র করিয়াই পাকানো হয়। ইছলামের স্বার্থ কেমন করিয়া বজায় রহিবে অথবা পাকিস্তানের শক্তি ও অখণ্ডত্ব কি ভাবে অপ্রতিহত থাকিবে, সেসকল ভাবনা চিন্তার ধার আমাদের—নেতাগণের মধ্যে খুব অল্প সংখক ব্যক্তিই ধারিয়া থাকেন।

গণপরিষদ ভাংগিয়া ফেলার চক্রান্ত

বর্তমানে পূর্ব-বাংলায় গণতান্ত্রিক শাসনরীতির অবসান হইয়া রাজকীয় অর্থাৎ গবর্ণরী শাসন—প্রবর্তিত রাহয়াছে। এই অবস্থার জন্য কে বা কাহারা দায়ী, তাহা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাইযে, ইহার ফলে বহু বিশ্রুত ও বিঘোষিত গণতান্ত্রিকতার পূর্ব বাংলায় সমূলে পতন ঘটিয়াছে। দেশে নূতন—শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার এই যুগান্তকারী—সন্ধিক্ষণে আজ এই প্রদেশে জনতার কণ্ঠ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। জনাব এইচ, এস, ছোহরাওয়ার্দী ছাহেব স্বদেশ ও বিদেশ হইতে তারস্বরে চীৎকার করিয়া আসিতেছেন যে, গণপরিষদের বর্তমান সদস্যমণ্ডলী জনগণের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিনিধি নহেন বলিয়া গণপরিষদ অবিলম্বে ভাংগিয়া দেওয়া হউক। মিস্টার সুলেরীর ন্যায় সাংবাদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের বহু হোমরা চোমরা, নামকরা শাসনকর্তা ও নেতার দল পর্যন্ত জনাব ছোহরাওয়ার্দীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গগন পবন বিদীর্ণ করিতেছেন। পাঞ্জাবী নেতাদের অবস্থা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ পাক মন্ত্রীসভায় পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর আসন ও পাকিস্তান ফেডারেশনে এই প্রদেশের সংখ্যাধিক্য দর্শন করিয়া তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই তথাকথিত বাংগালী প্রভাবের ভূতকে—এড়াইবার জন্য তাঁহারা গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি সাব-ফেডারেশন গঠনের দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছেন। পাঞ্জাবী রাজনৈতিকদের বাদ দিলেও মাননীয় ছোহরাওয়ার্দীকে একথা আজ কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, গণ পরিষদের নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য তাঁহার যে চক্ষে গংগা ও যমুনা নামিয়া আসিয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানে গণ-তান্ত্রিকতার বিলোপ সাধনের মূলে যে ষড়যন্ত্র কার্যকরী হইয়াছিল তাঁহার সেই চক্ষু তাহা দর্শন করিতেছে না কেন? পূর্ব-বাংলার জনগণের এই অপূরণীয় রাজনৈতিক সর্বনাশের জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে দায়ী কাহারা?

চক্রান্তের স্বরূপ,

গণপরিষদকে ভাংগিয়া ফেলিবার সৎপরামর্শ যাঁহারা প্রদান করিতেছেন এবং ইহা লইয়া যাঁহারা ঘোর আন্দোলন চালাইতেছেন, নিয়মতান্ত্রিকতা, গণতান্ত্রিকতা ও আদর্শবাদের কোন ধারই তাঁহারা ধারিতেছেন কি? আগামী ২৫শে ডিসেম্বর পাকিস্তান স্বাধীন ইছলামী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রজাতন্ত্র রূপে বিঘোষিত হইবে। ইহার শাসনতন্ত্রের খসড়ায় অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও মোটামুটি ভাবে ইহাকে "ইছলামী দছতুর" বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন যাঁহাদের অভিপ্রেত, তাঁহারা নূতন দছতুর অনুসারে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের প্রকাশ্য অধিবেশনে সংশোধনের চেষ্টা সহজেই করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে সাত বৎসরের অবিশ্রান্ত ও সুদীর্ঘ বাগবিতণ্ডা ও বাধা বিপত্তির পর যে নবরচিত শাসনতন্ত্রের আলোচনা সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আগামী ২৭শে অক্টোবর তারীখে আহূত গণ-পরিষদের অধিবেশনে চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হইবে, তাহাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা কেন? আমরা আমাদের ঈমানী কর্তব্যের দায়ে আমাদের দুর্বল কণ্ঠের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যাহাতে পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্র কিছুতেই প্রবর্তিত হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই জটলা পাকান হইতেছে এবং পাকিস্তানের মুণ্ডপাত করিবার জন্য ভয়াবহ ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইছলাম বিরোধী দলের এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত যাহাতে নির্মূল হইয়া যায়, আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে সেই প্রার্থনাই করিতেছি।

গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার ফল স্বরূপ পূর্ববাংলার ন্যায় সমগ্র পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিক শাসন শৃংখলার অবসান ঘটিবে এবং এই রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় লোকের স্বৈরাচারী শাসনের পথ সুগম হইয়া যাইবে। মন্ত্রীদের অপসারণের ক্ষমতা গবর্ণর জেনারেলের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া ফেডারেল আইন সভার হস্তে অর্পিত হওয়ায় যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ববাংলার প্রাক্তন লাট এবং—পাঞ্জাবের নূতন আশা ভরসারস্থল জনাব মালিক নুন ছাহেবেরও সদবুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্প্রতি বিগত ১৩ই অক্টোবর তারিখে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন এবং পূর্ববাংলার যুক্তফ্রণ্টের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। এরূপ কথাও শুনা যাইতেছে যে, শেরেবাঙলা জনাব মওলবী এ, কে ফযলুল হক ছাহেবও মুছলিমলীগের সহিত হাতমিলাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

আমরা স্বাভাবিক ভাবে নির্দিষ্ট কোন মযহবের উপাসক নই। আমরা মুছলিমলীগ অথবা—যুক্তফ্রণ্ট কোন দলেরই অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নই। আমরা কাহারও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের তবলা বাদক নই। আমরা পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্র রূপে দেখিতে চাই। এই উদ্দেশ্যে গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন, আমরা মোটামুটি—ভাবে তাহা সমর্থন করি। যে গণপরিষদের হস্তে এই শাসনতন্ত্র রচনা করার ভার নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমর্পিত হইয়াছে, খসড়া শাসনতন্ত্র আইনের আকার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা উক্ত গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার বিরোধী। আমরা আশা করি অচিরেই পাকিস্তান ইছলামী রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর বক্ষে—নূতন আশার আলোক বহন করিয়া আনিবে।

পাক-মার্কিন সম্পর্ক ও পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব

মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের জওয়াবে পাক-সরকারের মুখপাত্রগণ তাঁহাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি সমূহে দেশবাসীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মার্কিন সাহায্য গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য পাকিস্তানের স্বার্থসংরক্ষণ, উহা মর্যাদা ... এবং উহা দ্বারা পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এবং বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। আমরা পাকিস্তানের ইছলামী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয় এই ভাবে সাহায্য গ্রহণের সপক্ষে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মুলুকের প্রতি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকদের মাত্রাধিক আগ্রহ, অনুরাগ এবং সর্ব ব্যাপারে উক্ত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার যে মনোভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতে আশঙ্কিত না হইয়া পারিতেছি না।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী স্বয়ং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তশরিফ নিয়া মার্কিন সরকার, সাংবাদিক, পুঁজিপতি ও নাগরিকদের বিপুল সম্বর্ধনা ও ভোজসভাগুলিতে যে সব ভাষণ প্রদান ও বিবৃতি প্রচার করিয়া শতমুখী প্রশংসার পুষ্পরাজি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুড়াইয়া চলিয়াছেন এবং যে ভাবে ও যে ধরণের সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতিতে মার্কিন পুঁজিপতিদের কে আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করিতে আহ্বান জানাইতেছেন তাহাতে অন্য পরে কা কথা লীগদলভুক্ত প্রাক্তন বাণিজ্য সচিব মিঃ ফযলুর রহমান এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "এতদ্বারা—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হইবে।" প্রাক্তন বাণিজ্য সচিবের এই আশঙ্কা যদি আংশিকও সত্য হয় তাহা হইলে দেশবাসীর আতঙ্কিত হওয়ায় যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

জীবন পদ্ধতি ও শাসনতান্ত্রিক নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ মোহাম্মদ আলী এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আযাদী ও—গণতন্ত্র সম্বন্ধে একই ত পোষণ করি, আমেরিকার গণতান্ত্রিক জীবনপ বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতাভিত্তিক। আম দের পরিকল্পিত ইছলামী জীবন পদ্ধতির সহিত পূর্ণ এক। আমরা উভয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বে বি স করি।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, মার্কিনী গণতন্ত্রের সাহত এই ঐক্য ও সামঞ্জস্যের ধারণা আত্মবিস্মৃত মোহাম্মদ আলী গ্রুপেরই থাকিতে পারে, কিন্তু উহার সহিত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রচারিত এবং রছুল (দঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসক জীবনে রূপায়িত ইছলামের কোনই মিল নাই। এমন কি পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রস্তাব ও মূলনীতিতেও এই অমূল্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি নাই। উহাতে বরং এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাল ও শ্বেতচর্মের বিভেদ সৃষ্টিকারী, যৌন ব্যভিচার ও নগ্ন অশ্লীলতার স্রোতে ভাসমান ভোগসর্বস্ব আমেরিকার বৃহত্তর জনগণের ন্যায় পাকরাষ্ট্রের অধিবাসী বর্গের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহরই জন্য সুনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার নিয়ন্তা আপামর জনগণের ভাবাবেগ নয়, উহার উৎস মূল শাশ্বত গ্রন্থ আল-কোরআন এবং উহার ব্যাখ্যারূপী সুব্যবস্থা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহ।

আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই বীর শহীদ মরহুম লিয়াকৎ আলীর কথা যিনি পাকিস্তানের মুখপাত্ররূপে আমেরিকার শ্বেতচর্মধারীদের বিপুল সমাবেশে গর্বিতবুকে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত করিয়াছিলেন, "তোমরা মনে করিওনা পৃথিবীতে পুঁজিবাদ আর নাস্তিক্য সাম বাদ এই দুইটি মাত্রই আদর্শ রহিয়াছে, তোমরা জানিয়া রাখ, শান্তি, মৈত্রি, স্বাধীনতা, মানবতা, জীবনে স্বস্তি ও সামঞ্জস্য আনয়নকারী তৃতীয় পথও রহিয়াছে, সে পথের নাম ইছলাম, আমরা সেই পথেরই যাত্রী।" বিদেশের মাটিতে পাকিস্তানের মর্মবাণী প্রিয় নেতা লিয়াকতের বলিষ্ট কণ্ঠে কী চমৎকার ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল! আফছোছ, আজ তাঁহারই স্থলাভিষিক্তের মুখে শুনিতে হয়,—"তোমাকে হয় আজ পশ্চিমী দেশগুলির সাথে একই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিতে হইবে, নতুবা কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে, এই দুইটির মধ্যবর্ত্তী অন্য কোন পন্থা নাই! ২৩—১০—৫৪।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে সকল বন্ধুবান্ধব, পাঠক এবং অনুগ্রাহক দীন সম্পাদকের পীড়ায় সহানুভূতিসূচক পত্রাদি লিখিয়াছেন, আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে একক ও মিলিত ভাবে দোআ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করিতেছি।

আহকর—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মাঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

যিলা ময়মনসিংহ

বল্লারতনগঞ্জ পোষ্ট অফিসের অন্তর্ভুক্ত।

১। মৌঃ মোঃ আবদুল হক, সিঙ্গাইর, যাকাৎ ২।৵০ ২। আলহজ্জ শেইখ তমিযুদ্দীন আহমদ, বল্লা, যাকাৎ ১০০৲ ৩। মোঃ রহীম বখ্‌শ মিঞা, ঐ যাকাৎ ৩৸০ ৪। জনাব ভুলু মোঃ মুন্‌শী, বল্লা সিঙ্গাইর, যাকাৎ ৮।৵০ ৫। মোঃ আবদুছ ছালাম মিঞা, বল্লা মছজিদপাড়া, যাকাৎ ৩৲ ৬। মোঃ আবদুছ ছামাদ মিঞা, বল্লা, যাকাৎ ২০৲ ৭। মোঃ আবদুর রায্‌যাক বেপারী, বল্লা, যাকাৎ ২৫৲ ৮। মোঃ আবদুল করীম বেপারী, বল্লা পূর্বপাড়া, যাকাৎ ১০৲ ৯। মোঃ আব্বাছ আলী বেপারী, বল্লা পূর্বপাড়া, যাকাৎ ৬৲ ১১। মোঃ ছুলায়মান মিঞা, বল্লা উত্তরপাড়া যাকাৎ ২০৲ ১২। মোঃ আবদুছ ছালাম মিঞা, এককালীন ১৲ ১৩। মুন্‌শী নাযের আলী, বল্লা পশ্চিমপাড়া, যাকাৎ ১৷০ ১৪। মুন্‌শী মুফিযুদ্দীন আহমদ, বল্লা, যাকাৎ ৫৲ ১৫। জমসের আলী সরকার, বল্লা, যাকাৎ ১০৲ ১৬। মৌঃ মোঃ আলী, বল্লা উত্তরপাড়া, যাকাৎ ২৫৲ ১৭। কাযেমুদ্দীন সরকার, বল্লা উত্তরপাড়া, যাকাৎ ৫৲ ১৮। মোঃ নুরুল ইছলাম মিঞা, সেক্রেটারী, বল্লা মুছলিম যুবক সমিতি, এককালীন ২৫৲ ১৯। মোঃ জছিমুদ্দীন সরকার, বল্লা উত্তরপাড়া, যাকাৎ ৯।৵০ ২০। মোঃ শাহের আলী বেপারী, বীর পাকুটিয়া, য ৫১৲ ২১। বল্লা আহলেহাদীছ জামাআতের পক্ষে ক্যাশিয়ার মোঃ লুৎফর রহমান মিঞা, ফিৎরা ১৭৬৷৵ ২২। বেহালা বাড়ী জমাআতের পক্ষে আলহজ্জ মওলানা যমিরুদ্দীন আহমদ, ফিৎরা ২৪৵০ ২৩। আলহজ্জ হুরমুজ আলী, বল্লা উত্তরপাড়া, এককালীন ৫৲ ২৪। মওঃ মোঃ আবদুল গণী, ধুলটিয়া, পাথরাইল, ফিৎরা ৲ ২৫। মোঃ মীরুল হাছান মিঞা, সাং গোলড়া, কালশা, ফিৎরা ৭৲ যাকাৎ ৪৲ ২৬। বাটৈল জামাআতের পক্ষে মওঃ আবদুল হাকীম, কাউজানি, ফিৎরা ৪৲ ২৭। মুন্‌শী শামছুদ্দীন আহমদ, থাটরা কাউজানি, যাকাৎ ৫৲ ২৮। বাড়ড়া আহলে জামাআতের পক্ষে মুন্‌শী আব্বাছ আলী, সাং বাড়ড়া পোঃ কোকডাহরা, ফিৎরা ১৫৲ ২৯। কাকুয়া আহলেহাদীছ জামাআতের পক্ষে মাষ্টার ছানাউল্লাহ ছাহেব পোঃ কাকুয়া ফিৎরা ১০৲ গত বৎসরের কোরবানী ১০৲ ৩০। আলহজ্জ মোঃ তমীযুদ্দীন ছাহেব, সাং কুকুরিয়া পোঃ খাসশাহজানী ভায়া নাগরপুর, যাকাৎ ২০৲ ৩১। মওলানা মোঃ আনিছুর রহমান ছাহেব সাং আটবল্লুরা পোঃ আনহোলা, ফিতরা ১৫৲ ৩২। কুকুরিয়া আহলেহাদীছ জামাআত পক্ষে হাজী তমীযুদ্দিন আহমদ ছাহেব, পোঃ খাসশাহজানী, এককালীন ৫০৲ ৩৩। আলহাজ্জ মুফীযুদ্দীন আহমদ ছাহেব, সাং কুকুরিয়ার চর, পোঃ খাসশাহজানী, যাকাত ২০৲।

যিলা ঢাকা

১। ঝাউবাদা জামাআতের পক্ষে মোঃ আবদুছ ছবুর মিয়া, পোঃ শানোরা, যাকাত ২৲ ফিতরা ৭৲ ২। কাকরান আহলেহাদীছ জামাআতের পক্ষে হাজী মোঃ ইউছুফ ছাহেব, পোঃ ধামরাই ফিতরা ১০৲ ৩। কাকরান আহলে হাদীছ জামাআত পক্ষে মোঃ ওয়াযেযুদ্দীন বেপারী, পোঃ ধামরাই ফিতরা ১০৲ ৪। ইকুরিয়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামাআত পক্ষে হাজী মোঃ রিয়াযুদ্দীন, পোঃ ধামরাই, যাকাত ১১০৲ ৫। হাজী মোঃ আবদুছ ছাত্তার, ইকুরিয়া, পোঃ ধামরাই যাকাত ২৫৲ ৬।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাজী মোঃ আবদুর রাযযাক সাং ও পোঃ ঐ, যাকাত ২৫৲ ৭। মোঃ আবদুর রহমান বেপারী, সাং ও পোঃ ঐ, যাকাত ৫৲ ৮। ইকুরিয়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামাআত পক্ষে হাজী মোঃ তাজুদ্দীন, পোঃ ধামরাই, ফিতরা ১০৲ ৯। আশুলিয়া জামাআতের পক্ষে আযীযুল্লাহ মিয়া, পোঃ ধামরাই, এককালীন ১৩৸০।

যিলা পাবনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮৩। বোয়ালকান্দী ঈছাপাশা আহলে হাদীছ জামাআত পক্ষে ক্যাশিয়ার মোঃ আবদুল লতীফ সরকার, পোঃ স্থল, ফিতরা ৫৷৷০ ৮৪। মোঃ কওছরুদ্দীন সরকার, সাং বোয়ালকান্দীর চর পোঃ স্থল, এককালীন ৭৲ ৮৫। জনাব বেলায়েত হুছাইন বিশ্বাস, পুরাণ কুঠিবাড়ী, পাবনা যাকাত ১০৲ ৮৬। হাজী আলেফ উদ্দীন, রাঘবপুর, পাবনা যাকাত ৫৲ ৮৭। মোঃ আহাদ আলী বিশ্বাস, পুরাণ কুঠিবাড়ী, পাবনা যাকাত ১০৲।

যিলা রংপুর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মারফত মুবাল্লেগে আমুমি ছাহেব

মহিমাগঞ্জ পোষ্টাফিস ইলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহ হইতে

৯৮। মোঃ বছীরুদ্দীন বেপারী, সাং পাঁচপাড়া, যাকাত ৫৲ ৯৯। মোঃ বানু মিয়া, সাং খড়িয়াবাদা, যাকাত ৮৲ ১০০। মৌঃ মোঃ আবদুল কাদের সরকার, সাং খড়িয়াবাদা, যাকাত ৫০৲ ১০১। মৌঃ মোঃ নছী ন স্বর্ণকার, সাং মহিমাগঞ্জ, এককালীন ১৲।

যিলা পাবনা

৮৫। হ জী আবদুল জলীল, রাঘবপুর, বিবাহ বাবদ ৪৲, কোরবানী ৩০৸৵০ ৮৬। মোঃ ছুলায়মান, সাং ম' ছমপুর, ধান আদায় ৫৸০ ৮৭। মোঃ জাবেদ আলী মিস্ত্রী, সাং কৃষ্ণপুর, কোরবানী ৬৲ ৮৮। মোঃ প্রাং, সাং অজনাথপুর, কোরবানী ২৲ ৮৯। মোঃ ইউনুহ সেখ, সাং ব্রজনাথপুর, কোরবানী ২৷৷০ ৯০। মুনসী মোঃ ইছমাঈল হোছাইন, সাং চর কুলনীয়া, কোরবানী ৪৲ ৯১। মুনসী মোহাম্মদ আলী, সাং কুলনীয়া, কোরবানী ১৩৲ ৯২। আবদুল মিন্নত মোল্লা, সাং খয়েরসুতী, কোরবানী, ৫৲ ৯৩। মোঃ ঈমান আলী প্রাং, সাং মুকুন্দপুর, কোরবানী ২৷৷০ ৯৪। মোঃ আকবর আলী খান, সাং খয়েরসুতী, কোরবানী ৪৷৷০ ৯৫। মোঃ নওয়াব আলী খান, কোরবানী ৩৲ ৯৬। মোঃ আবদুর রহমান মালিথা, সাং খয়েরসুতী, কোরবানী ২৲ ৯৭। মৌঃ মোঃ মুফিযুদ্দীন, সাং মাদারবাড়ীয়া, কোরবানী ৩৷০ ৯৮। মোঃ কফিলুদ্দীন খাঁ, সাং ব্রজনাথপুর, কোরবানী ৫৲।

যিলা রাজসাহী

৯০। মোঃ আব্বাছ আলী মোল্লা, সাং গুণিয়াডাঙ্গা, পোঃ বাগমারা, ফিতরা ৫৲ ৯১। মওলানা মোঃ আবদুশ্‌শকুর, সাং ঝারগ্রাম, পোঃ বাগমারা, ১৯৫৩ সালের ফিতরা বাবদ ৫৲ এবং ১৯৫৪ সালের ফিতরা বাবদ ৫৲।

(যিলা ময়মনসিংহ)

আদায় মারফত সেক্রেটারী ছাহেব

৩৪। হাজী মোঃ জছীমুদ্দিন মুন্‌শী, যাকাত ১৲ ৩৫। মোঃ জমশেদ আলী মুহুল্লী, যাকাত ৷৷০ ৩৬। মোঃ আবদুল লতীফ, যাকাত ১৲ ৩৭। মোঃ আবদুল লতীফ মিয়া, ফিতরা ১৲ ৩৮। মোঃ চাঁদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মিয়া, যাকাত ১৲ ৩৯। মৌঃ মোযাহার উদ্দিন মাষ্টার, ঐ ৫৲ ৪০। মোঃ যাকারিয়া, ঐ ৩৲ ৪১। মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, ঐ ১৲ ৪২। মোঃ আবদুল গফুর মিয়া, ঐ ১৲ ৪৩। মোহাম্মদ আলী মিয়া, ঐ ১৲ ৪৪। মৌঃ মাহমুদর রহমান,, ঐ ১৲ ৪৫। মোঃ এফাযুদ্দীন, ঐ ১৲ ৪৬। মোঃ আবদুছ ছামাদ ঐ ২৲ ৪৭। মোঃ মোমতায আলী, ঐ ১৲ ৪৮। মোঃ মতিয়ুর রহমান, ঐ ২৲ ৪৯। বেগম করিমুন্নেছা, ঐ ২৲ ৫০। মোঃ আবদুল জব্বার, ঐ ২৲ ৫১। মৌঃ আবদুর রহমান, ছাদকা ১৲ আকীকা ১৲ ৫২। মোঃ আবদুল গফুর, যাকাত ৩৲ ৫৩। মোঃ আবদুল মযীদ, যাকাত ৫৲ ৫৪। মোঃ খোদাবখ্‌শ মুছল্লী, ফিতরা ১৲ ৫৫। মৌঃ আবদুর রাযযাক ম্যানেজার বাটা সু কোং, যাকাত ৫৲ ৫৬। মোঃ বেলায়েত হোছেন মিয়া, ঐ ৩৲ ওশর ২৲ ৫৭। মাঃ মোঃ নহরুদ্দীন মণ্ডল জামালপুর আহলে হাদীছ জামাআতের পক্ষে ফিতরা ১০৲ ৫৮। মোঃ বেলায়েত হুসেন মিয়া, ২য় জামাআতের পক্ষে ফিতরা ২৲ ৫৯। জয়েনুদ্দিন বেপারী, এককালীন ।০ ৬০। হাজী আবদুল খালেক মুন্সী, যাকাত ২৲। সর্ব সাকিন জামালপুর বেপারী পাড়া।

৬১। মওঃ মোঃ মোস্তাকীম, কাজিরভিটা, গোপালপুর, ফিৎরা ১৲ ৬২। মুন্সি রামাযান আলী, ঐ কাজিরভিটা জামা'ত পক্ষে ফিৎরা ১৷৷০ ৬৩। হাজী ইলাহী বখ্‌শ ও মৌঃ আঃ ছাত্তার কবিরাজ, ভুরারবাড়ী, শরিষাবাড়ী, ফিৎরা ১০৲ ৬৪। মওঃ বাহাউদ্দীন, সাতপোয়া পূর্বপাড়া, শরিষাবাড়ী, ফিৎরা ৮৲ ৬৫। মৌঃ নওয়াব আলী, কুনাবাড়ী, শরিষাবাড়ী, ফিৎরা ৫৲ ৬৬। মৌঃ শামছুদ্দীন, সিঙ্গুয়া জামা'ত বাউসী-বাঙ্গালী, ফিৎরা ৪০৲ ৬৭। মৌঃ রইছুদ্দীন, হরিপুর, গুণেরবাড়ী, ফিৎরা ১৲ ৬৮। ওয়াছিমুদ্দীন আমীন, জাঙ্গালিয়া, গুনারিতলা, ফিৎরা ৪৲ ৬৯। সেক্রেটারী, বীর পাকেরদহ কনগর-চরবাউলা জামে মছজিদ, মাদারগঞ্জ, ফিৎরা ১০৲ ৭০। মুন্সি জয়েনুদ্দীন, চরনগর, মাদারগঞ্জ, এককালীন ১৲ ৭১। মৌঃ মহীউদ্দীন, বালিজুড়ী পণ্ডিতপাড়া, মাদারগঞ্জ, ফিৎরা ১।০ ৭২। মোঃ আবদুল গনি সরকার জুনাইল, মাদারগঞ্জ, ফিৎরা ২৲ ৭৩। ইছলামাবাদ ঈদগাহ, মাঃ ডাঃ মৌঃ ওয়াছিমুদ্দীন, ফিৎরা ১৩৲ ৭৪। মৌঃ মোঃ সাঈদ ক্যালকাটা মুছলিম জুয়েলার্স, ময়মনসিংহ ফিৎরা ৪৲ ৭৫। মৌঃ আবদুল কুদ্দুছ ওলড পুলিশ ক্লাব, ময়মনসিংহ, ফিৎরা ২৲ ৭৬। ডাঃ মুফিযুদ্দীন, চর পূর্বপাড়া, গোয়াডাঙ্গা, ফিৎরা ২৲ ৭৭। মৌঃ আশরফ আলী, চর নেয়ামত আহলেহাদীছ জামাআত, গোয়াডাঙ্গা, ফিৎরা ১০৲ ৭৮। মযেষুদ্দীন, মুনশী শরিফপুর পশ্চিমপাড়া জামাত, জামালপুর, ফিৎরা ৫৲ ৭৯। হাজী জনাব আলী, শরিফপুর জামাত, জামালপুর, ফিৎরা ৮৲, এককালীন ৫৲, নিজ যাকাৎ ২৲ ৮০। মোঃ মেছেরউদ্দীন মিঞা, হাজীপুর, কালিবাড়ী, যাকাৎ ১৲ ৮১। মুনশী কছিমুদ্দীন, হাজিপুর জামা'ত, কালিবাড়ী, ফিৎরা ৫৵০ যাকাৎ ১৲ ৮২। মৌঃ আবদুল হামীদ, আরামনগর বাজার, শরিষাবাড়ী, যাকাৎ ৫৲ ৮৩। মুন্সি আবদুল আযীয, সাতপোয়া দক্ষিণপাড়া জামা'ত, সরিষাবাড়ী, ফিৎরা ১০৲, নিজ ছদকা ২৲, নিজ মাসিক চাঁদা ৬৲ ৮৪। মওঃ রামাযান আলী, সুপারিনটেনডেণ্ট, আরামনগর ছিনিয়র মাদ্রাছা, ছদকা ১৲ ৮৫। মৌঃ নিযামুদ্দীন, আরামনগর মাদ্রাছা, ঐ ১৲ ৮৬। আবদুল হামীদ সরকার, উচ্চগ্রাম, দীঘপাইত, ফিৎরা ২৲ ৮৭। জনাব আলী মুনশী, চুনিয়াপটল, দীঘপাইত, ফিৎরা ২৲ ৮৮। শাহেবুল্লাহ মণ্ডল, বলদিয়াটা দীঘপাইত, ফিৎরা ১৷৷০ ৮৯। লোকমান আলী সরকার, ফুলারপাড়া, বাউসী বাঙালী, ফিৎরা ১০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

সদর দফতরে মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৯০। মৌঃ আবদুল লতীফ বি-এ, মাসিক চাঁদা ১৫৲ একসাইজ ইন্‌সপেক্টর জামালপুর, ৯১।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা মুছ্তাকিম, ইমাম আহলেহাদীছ জামে মছজিদ জামালপুর, মাসিক চাঁদা ২৲ ৯২। মুন্শী গেন্দা মাহমুদ সরকার, সাতপোয়া পশ্চিমপাড়া, সরিষাবাড়ী, ফিতরা ৫৲, কোরবানী ২৲ ৯৩। মুনশী মোঃ আবদুর রহমান, নরসিংহপুর, কাকুয়া, ফিতরা ২৷৵০ ৯৪। হাজী মোঃ তমীযুদ্দীন, কুকুরিয়া খাসশাহাজানী, ফিতরা ৫৷১৵০ ৯৫। মওঃ ইনায়েতুল্লা, রায়েরপাড়া জামে মজজিদ কমিটি, মাহমুদপুর, ফিতরা ৬৷০ ৯৬। মোঃ আবদুল হামীদ, বারপাখিয়া উত্তরপাড়া, দেলদুয়ার, ফিতরা ২৲ ৯৭। মোঃ বছীরুদ্দীন পণ্ডিত, চর বড়বাড়ীয়া, সরিষাবাড়ী, ফিতরা ৫৲ ৯৮। হাজী মোঃ হাছান আলী মুনশী, পাগলা, রুপসী, ফিতরা ৪৷০ ৯৯। মৌঃ বাহাউদ্দিন, ক্ষেতপাড়া জামে মছজিদ, গুণারীতলা, ফিতরা ৩৲। ১০০। মুনশী মোঃ নিয়ত আলী, ঘোড়াদপ, নরুন্দী, ফিতরা ১০৲ ১০১। নইমদ্দীন সরকার, রামনগর বাজার, সরিষাবাড়ী, যাকাত ১০৲ ১০২। মুনশী মোঃ ইছমাঈল, চরবসন্তি, নারায়ণখোলা, কোরবানী ৩৲ ১০৩। হাজী মোঃ কমরুদ্দীন মোল্লা, কুকুরিয়া, খাসশাহজানী, কোরবানী ২৯৷০ ১০৪। মোঃ জছিমুদ্দীন, পাটবুগা, সরিষাবাড়ী, ফিতরা ৩৲।

আদায় মারফত মওঃ কফিলুদ্দীন ছাহেব ঃ

১০৫। রুছতম আলী মুন্শী, বাঘেধরা, ফিতরা ১৲ ১০৬। রজব আলী মণ্ডল, চক ইছলামনগর, ফিতরা ২৲, যাকাত ১৲, কোরবানী ৸০ ১০৭। যমিরুদ্দীন মুনশী, রামভদ্রপুর, ঐ ৩৲ ১০৮। আফছরউদ্দিন সরকার, চর গোয়াডাংগা, ঐ ২৲ ১০৯। মৌঃ ইয়াকুব আলী, চর বসন্তি, ঐ ১৲ ১১০। হাজী জছীমুদ্দীন চক ইছলামনগর, ঐ ১৲ ১১১। গোয়াডাংগা শাখা জমঈয়ত, কোরবানী ৪৲ ১১২। মহিরুদ্দীন সরক[illegible] নারায়ণখোলা, [illegible] ১৲।

যিলা রাজসাহী

আদায় মারফত মৌঃ মোঃ জরজিস ছাহেব

১। মোঃ মহিউদ্দীন মিয়া, রাণীনগর, কাজলা, ফিতরা ১৲ ২। হাজী মোঃ জাকেরুদ্দীন মিয়া, কাজ[illegible] যা[illegible] ১৲ ৩। ডাঃ মোঃ জাহাঁবখশ, গনকপাড়া, রাজসাহী, যাকাত ১০৲ ৪। মৌঃ মো[illegible]হাবিবুর রহমান মিয়া, রাণী বাজার, ঘোড়ামারা, যাকাত ১০৲ ৫। মৌঃ মোঃ জরজিস, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, যাকাত ২৫৲, কোরবানী ৫৲ ৬। শেইখ মোঃ খলিলুর রহমান, রাণীবাজার ঘোড়ামারা, যাকাত ২৲ ৭। মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, রাণীনগর, কাজলা, যাকাত ৩৲ ৮। রাণীনগর বাদুরতলা জামে মছজিদ, কাজলা, এককালীন ৬৲ ৯। মোঃ খবীরুদ্দীন মিয়া, রাণীনগর, কাজলা, যাকাত ৩৲ ১০ রাণীনগর ঈদগাহের মাঠ হইতে, কাজলা, ফিতরা ৫৷৵০ ১১। মৌঃ মোঃ আবদুল হামীদ মিয়া, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী, এককালীন ২৫৲ ১২। হাজী মোঃ ঈছা খাঁ, সাগরপাড়া, ঘোড়ামারা, যাকাত ২৲ ১৩। মোঃ ইছমাঈল মিয়া, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, যাকাত ৫৲ ১৪। মৌঃ মোঃ রহমতুল্লা মিয়া, রাণীনগর, কাজলা, ফিতরা ৬৲ ১৫। হাজী মোঃ হাফেযুদ্দীন মিয়া, রাণীনগর, কাজলা, ফিতরা ২৲ ১৬। শেইখ মোঃ আবদুল মযীদ, রাণীনগর, ঘোড়ামারা, ফিতরা ৬৲ ১৭। মোঃ ওয়াজ নবী সরকার, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, যাকাত ১৫৲ ১৮। হাজী মোঃ ইউনুছ মিয়া, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, যাকাত ২০৲ ১৯। মোঃ ফযলর রহমান মৃধা, কাজলা, ফিতরা ৭৲ ২০। মোঃ আবদুর রশিদ মিয়া, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, যাকাত ৫৲ ২১। সাহেব বাজার মুছলিম মৎস্যজীবি সমিতির পক্ষে মো[illegible] ইসরাইল হুসেন সরকার, ছরদার, সাহেব বাজার, ঘোড়ামারা, ফিৎরা ২৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। **কুইনোভিনা**—নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

২। **হেপাটোন**— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। **অশোক কর্ডিয়াল** — (এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। **সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড** (কোডিন সহ) সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধি মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার স্বর আনয়ন করে।

৫। **ভিটাকম ঃ** দুর্বলতা, রক্তহীনতা এবং ভিটামিন এর অভাবজনিত যাবতীয় রোগে অব্যর্থ উপকারী। ইহাতে অন্যান্য শক্তিশালী ও তেজস্কর জিনিষের সাথে ভিটামিন বি কম্প্লেক্স্ আছে। ডাক্তারগণ ইহার প্রভূত প্রশংসা করিতেছেন এবং প্রেসক্রিপ্সন দিতেছেন।

প্রস্তুত কারক—**এড্রুক লেবরেটরী, পাবনা (হেড অফিস)**

মাসিক তর্জুমানুল হাদীছের নিয়মাবলী ঃ—

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা ২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে। ৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। ৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়। ৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ম্যানেজার, তর্জুমানুল হাদীছ, পোঃ ও জিলা—পাবনা

হিন্দুস্থানে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ--- মৌঃ মোহাম্মদ আবু ছেনা

গ্রাম ও পোঃ ঃ হরেকনগর, জিঃ মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ—হিন্দুস্থানের গ্রাহকবৃন্দ উপরোক্ত ঠিকানায় বার্ষিক চাঁদা ৬।৹ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পূর্ণ ঠিকানা সহ সংবাদ প্রদান করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth Regd. No. DA—130

পূর্ব-পাকিস্তানে খাঁটি ইছলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত

সৎ গ্রন্থরাজী

১। কলেমায় তৈয়েবা—মূল্য—১॥০ মাত্র।

(ইছলামের মূলমন্ত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর (দঃ) কোর্‌আনী ব্যাখ্যা)

২। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান—মূল্য—২।০ মাত্র।

(ইছলামের শাস্ত্র ও স্বর্ণ যুগের ইতিহাস মন্থিত ইছলামী শাসন-নীতির সুবিস্তৃত অভিনব আলোচনা)

৩। ছিয়ামে রামাযান—মূল্য—।৵০ মাত্র। (রোযার দার্শনিক তাৎপর্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য)

৪। ঈদে [illegible]রবান—মূল্য—/০ মাত্র। (কোরবানীর মছ্‌আলা ও অন্যান্য তথ্য)

৫। মউউ[illegible] লামে (উর্দু) মূল্য—১৲ মাত্র। (মছজিদ সম্পর্কীয় মছ্‌আলা সম্বলিত)

৬। তারাবীহর নামায ও জামাআত (যন্ত্রস্থ) মূল্য—১৲

রামাযা[illegible] জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার অকাট্য দলীল এবং ৮ রাকাআতের ছহীহ প্রমাণ।

অন্যান্য লেখকের পুস্তক

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ প্রণীত—

১। গোর যিয়ারত মূল্য—।৵০

মরহুম মওলবী মুজীবর রহমান প্রণীত—

২। আদর্শ দিনীরাত বা হযরতের (দঃ) নামায মূল্য—১।০

মওলানা আবুসাঈদ আবদুল্লাহ প্রণীত—

৩। নামাজ শিক্ষা মূল্য—॥০

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী প্রণীত—

৪। রামাযানের সাধনা মূল্য—১।০

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org